প্রথম আলো

Prothom Alo North America
16 May 2024, Thursday, 8th Year, Issue 374, 40 Pages

১৬ মে ২০২৪, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৮ জিলকদ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৭৪, পৃষ্ঠা: ৪০

২৪ মে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা শুরু হচ্ছে ব্যাপক আয়োজন এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।বাংলাদেশ ও ভারত থেকে গুরুত্বপূর্ণ লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীরা এ বইমেলায় যোগ দিচ্ছেন। ২৪ মে শুক্রবার বইমেলা শুরু হবে। চলবে ২৭ মে সোমবার পর্যন্ত। জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে এ বইমেলায় পূর্ব পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আসছেন। এ বইমেলা উপলক্ষে ১০ হাজার নতুন বই আসবে বলে জানানো হয়েছে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৩৩তম বইমেলা উপলক্ষে আমেরিকা,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

যানজট নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বোরোর একটি ব্রুকলিন। নাগরিক ও পর্যটকদের নিত্য যাতায়াত এখানে। সম্প্রতি যানজটে পড়ে এ পথে চরম দূর্ভোগে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। কয়েক বছর ধরেই তা বাড়ছে। সড়ক প্রশস্ত করা হলেও যানজট তেমন কমছে না। ছবি: মনজুরুল হক

জামায়াতকে আন্দোলনে চাইছে শরিকেরা

ঢাকা অফিস

বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরে সরকার পতনের চলমান আন্দোলনকে চাঙা করতে জামায়াতকে সম্পৃক্ত করার দাবি উঠছে। যুগপৎ আন্দোলনের কয়েকটি শরিক দল এরই মধ্যে এ বিষয়ে বিএনপির কাছে প্রস্তাব রেখেছে। বিএনপির মনোভাব ইতিবাচক হলেও

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

উন্নয়নে কার্যকর জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা চান প্রধানমন্ত্রী

উন্নয়নবিষয়ক বৈশ্বিক সংলাপ

ঢাকা অফিস

টেকসই উন্নয়নের মূল উপাদান কার্যকর জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

পেছন ফিরে তাকাতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র: লু

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাতে এ কথা জানিয়েছেন দেশটির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ডোনাল্ড লু।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতের পর লু এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অংশ নেন। সেখানে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

সাবেক ৯ প্রেসিডেন্টই দাম্পত্য বহির্ভূত প্রণয়ে জড়িত ছিলেন!

যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ধারাবাহিক নৈতিক স্খলনের ইতিহাসে সর্বশেষ সংযোজন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচনে ভোটারদের কাছে নৈতিকতা কতটা প্রাধান্য পাচ্ছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে

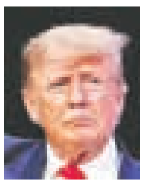

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিল ক্লিনটন

চলমান মামলার রগরগে বিবরণে সয়লাব মিডিয়া। একদিকে চলছে নির্বাচনি প্রচারণা, অন্যদিকে প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে মামলার কার্যবিবরণী। অপরাধ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

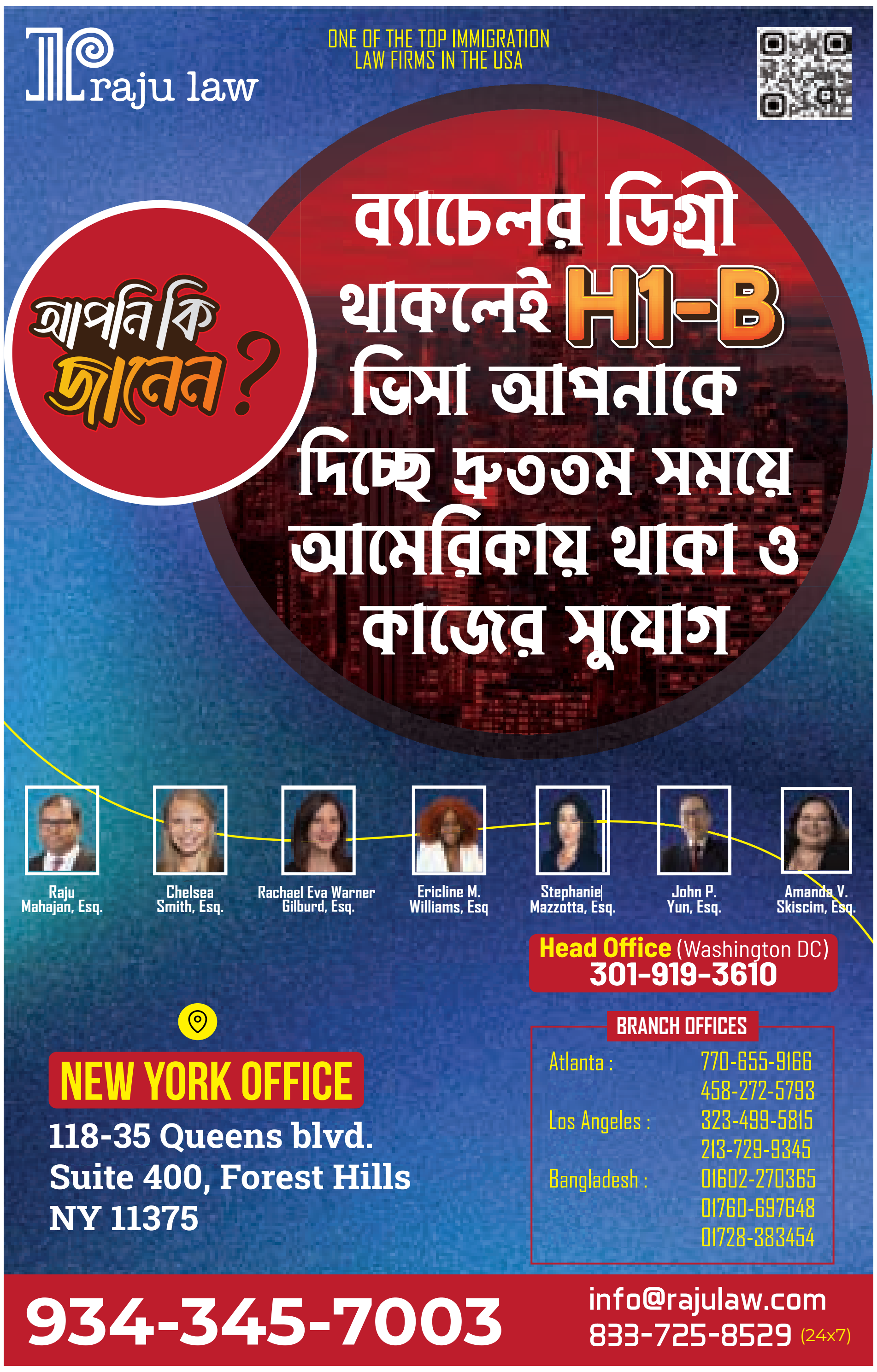
raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
আপনি কি জানেন?
ব্যাচেলর ডিগ্রী থাকলেই H1-B ভিসা আপনাকে দিচ্ছে দ্রুততম সময়ে আমেরিকায় থাকা ও কাজের সুযোগ
Raju Mahajan, Esq.
Chelsea Smith, Esq.
Rachael Eva Warner Gilburd, Esq.
Ericline M. Williams, Esq
Stephanie Mazzotta, Esq.
John P. Yun, Esq.
Amanda V. Skiscim, Esq.
Head Office (Washington DC)
301-919-3610
BRANCH OFFICES
Atlanta : 770-655-9166, 458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815, 213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365, 01760-697648, 01728-383454
NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি
Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:
• চিকিৎসা সেবা
• ভিজিটিং নার্স
• দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
• প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
• ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
• শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
• বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
• প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
• বিনোদন ও আহার
• পরিবহন এবং অন্যান্য!
Rx
সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**
আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org
*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।
H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali
বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

আপনাকেই বলছি!!!
I AM VERY UPSET
VERY ANGRY
+1 347 279 8366 , +1 347 476 7522,
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

Bring your Product from Bangladesh to USA with Very affordable Price
Bangladesh to USA

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK
aibl
UCB
bKash

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY
DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

বৃহস্পতিবার, ১৬ মে ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

বাড়ছে বিদেশমুখি প্রবনতা

রাজধানীর ফ্লাইওভার, উড়ার সড়ক, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলিতে বঙ্গবন্ধু ট্রানেল, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখলে মনে হয় দেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য বলছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে জিডিপি'র আকার, মাথাপিছু আয়। জীবনযাত্রায় এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। কয়েক বছর আগেও বাসায় এসি, ফ্রিজ, প্রাইভেট কারকে বিলাসিতা মনে করা হলেও এখন তা প্রয়োজনীয়। দেশ উন্নয়নশীল থেকে মধ্য আয়ের দেশের পরিণত হতে চলেছে। উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ। কিন্তু এরপরও কমছে না তরুণ-যুবকদের মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা। বরং প্রতিবছরই বাড়ছে বিদেশগামীদের সংখ্যা। এর মধ্যে যেমন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত যুবক রয়েছে, আবার শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর স্বল্প-শিক্ষিত বেকার ও উচ্চাভিলাষী তরুণ-তরুণীও আছে, শিক্ষিত, চাকরিজীবীসহ নানা শ্রেণির মানুষই এখন বিদেশমুখী। তাদের কেউ কেউ দেশ ছাড়াছেন উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়, কেউবা চাকরির জন্য। এতে দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে মেধা। সেই সঙ্গে যাচ্ছে অর্থও। প্রতি বছর গড়ে অর্ধলক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। তাদের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অন্তত ৫৮টি দেশ। অনেকেই আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মরুভুমি, বন, সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছেন। তাদের ভাগ্য ভালো হলে প্রাণ নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা পৌঁছাচ্ছেন, নয়তো সাগরে ডুবে মৃত্যু। আবার ইউরোপে পৌঁছতে পারলেও মিলছে না আশ্রয়। প্রশ্ন হচ্ছে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলমান হলে দেশের এতো বিপুল সংখ্যক মানুষ বিদেশমুখি হচ্ছেন কেন? কেন হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা 'ভবিষ্যৎ গড়ার' প্রত্যাশায় বিদেশ চলে যাচ্ছেন? আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ২০২১ সালে ইইউ প্লাস দেশগুলোতে আশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন ২০ হাজার বাংলাদেশি। এবার এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

বেসরকারি দাতব্য সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির তথ্য অনুযায়ী অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। প্রতি বছর এই সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকাডুবিতে গড়ে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। একই সংস্থার তথ্য মতে, ২০২১ হতে ২০২৩ সালের জুন মাস অবধি ২৯ হাজার ৭৭৮ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছে। আর ২০০৯ থেকে ২০২৩ অবধি এই সাগরে পাড়ি দিয়েছে ২৬ লাখ ১৪ হাজার ৯৪ জন বাংলাদেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রকাশিত 'দ্য গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস ফর ইয়ুথ-২০২২' এর প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। লন্ডনের ইকোনমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই, সে উন্নয়নে জনগণ আস্থা রাখতে পারছে না। আর ব্রীজ-ফ্লাইওভার দৃশ্যমান উন্নয়নের চেয়ে বেশি প্রয়োজন কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। বাংলাদেশ এ দুটোতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ফলে দৃশ্যমান উন্নয়নের চেয়ে জনসম্পদ উন্নয়নের দিকে জোর দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা শেষ করেও চাকরি না পাওয়া, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের অভাব, আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা, সুচিকিৎসা নিয়ে অনিশ্চয়তা, দুর্নীতি ছাড়া সেবা না পাওয়া, ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, দূষিত পরিবেশ, সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের মতো বিষয়গুলো দেশ ছাড়তে উৎসাহিত করছে।

বাংলাদেশের যুবগোষ্ঠীর বড় অংশ আর্থসামাজিক ঝুঁকির মধ্যে আছে। বাংলাদেশে একটা নিম্ন মানের চাকরি করতে গেলেও ঘুষ দিতে হয়। কোন কিছুর নিরাপত্তা নেই। সবখানে সব সময় যে যেভাবে পারছে ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত। কোথাও কোন কাজে গেলেও ঘুষ ছাড়া হয় না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আর বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরাও লেখাপড়া থেকে রাজনীতি করতে বেশি পছন্দ করেন। যা বিদেশে নেই।

উচ্চ-স্তরের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী দেশগুলির প্রলোভন মানুষকে বিদেশে পাড়ি দিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। কারণ পেশাদাররা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জন্য উন্নতমানের জীবন কামনা করে। পরিবারের উন্নত মানের জীবনযাত্রার পাশাপাশি বাইরের দেশগুলি প্রায়শই মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়, অভিভাবকদের সন্তানদের সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা দিতে সেদিকে আকৃষ্ট হন। এই আকাক্সক্ষার জন্য প্রায়শই বাবা-মায়েরা সন্তানদের নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন, এমনকি বিদেশে তাদের ক্যারিয়ার অসুবিধার সম্মুখীন হলেও তারা পরোয়া করেন না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ালেও মানসম্মত শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক নিশ্চয়তা, সামাজিক সুরক্ষার অভাব, দেশে কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। এসব শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও পরবর্তী সময়ে সেখানেই স্থায়ী হচ্ছেন। ফলে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ আছে প্রশাসনে কর্মরতদের সন্তান। অসৎ উপায়ে টাকা অর্জনকারী এবং বিদেশে টাকা পাচারকারীদের সন্তানরাও বিদেশমুখি। দুর্নীতিবাজরা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার নামে তারা অনেকেই বিদেশে পাচার করে দিচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা। ওই টাকায় সংশ্লিষ্ট দেশে গাড়ি-বাড়ি কিনে কিংবা ব্যবসায়ী সেজে স্থায়ী বসবাসের (পিআর) অনুমতি নিচ্ছেন। এরপর শুরু হয় তাদের উচ্চাভিলাষী জীবনযাপন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে সবারই পছন্দের তালিকায় থাকে বিসিএসসহ সরকারি চাকরি। তবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পড়–য়া শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের এখন টার্গেটে পরিণত হয়েছে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশ পাড়ি দেয়া। বিগত এক দশকে এটিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে। এক বছরের তুলনায় বেড়েছে পরের বছরের হার। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় একটা নীরব বিপ্লব হয়ে গেছে দেশে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ালেও মানসম্মত শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক নিশ্চয়তা, সামাজিক সুরক্ষার অভাব, দেশে কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। এসব শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও পরবর্তী সময়ে সেখানেই স্থায়ী হচ্ছেন। ফলে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে পাড়ি দেয়ার ঘটনায় প্রথম দিকের দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। এমনকি বাংলাদেশ থেকে অন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বা রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল দেশে চলে যাচ্ছেন অনেকে। বাংলাদেশিরা বিভিন্ন রুট ব্যবহার করে অনিয়মিতভাবে ইউরোপে প্রবেশ করেছে এবং বাংলাদেশিরা বিপজ্জনক সমুদ্রপথ দিয়েও ইউরোপে প্রবেশ করেছে। অবৈধভাবে ইউরোপে পাড়ি দিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি কেন্দ্রীয় ভূমধ্যসাগরীয় পথ ব্যবহার করেছেন। যারা এই ধরনের সমুদ্র যাত্রায় নিজেদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলেন তাদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন তথ্য অনুসারে, প্রতি বছর আনুমানিক সাত লাখ বাংলাদেশি যারা বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হতে পছন্দ করেন, তারা এই ঝুঁকির মুখোমুখি হন।

দেশের তরুণদের একটি অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাত্রার প্রবণতা তো আছেই, এর পাশাপাশি এখন চাকরিজীবীদের মধ্যেও এটি লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যেও অনেকে চাকরি ছেড়ে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা ভাল ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন দক্ষ ব্যক্তিরা। দৈনন্দিন এবং পেশাগত জীবনে একাধিক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার জেরে এই ঘটনাটি বাড়ছে। জানা যায়, যারা দেশ ছাড়ছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্নাতক হয়ে চাকরির জগতে সদ্য যোগ দিয়েছে, এখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি যারা পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে চাকরি করছেন, সদ্য বিবাহিত, পরিবারে শিগগিরই একটি সন্তানের প্রত্যাশা করছেন, অথবা একটি ছোট শিশু আছে তারাও বিদেশে যেতে আগ্রহী। এই লোকেরা বেশিরভাগই সাধারণ কোনো পরিবার থেকে উঠে এসে বিশ্ব বাজারে নিজের আলাদা একটা পরিচয় তৈরি করছে। বাংলাদেশি পেশাদারদের বিদেশের মাটিতে পা রাখার সব থেকে লোভনীয় কারণ উচ্চতর কর্মজীবনের সুযোগ।

আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারগুলি প্রায়শই উচ্চতর পারিশ্রমিক প্যাকেজ, ব্যাপক সুবিধা এবং পেশাদার অগ্রগতির অনন্য সুযোগ দিচ্ছে। এছাড়াও, দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। কিছু পেশাদার বিশ্বাস করেন, তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে অধিকতর প্রশংসিত হয়েছে, বেড়েছে আর্থিক পারিশ্রমিক। বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও কাজের পরিবেশের এক্সপোজার পেশাদারদের অনুপ্রেরণার আরো একটি উৎস। অভিবাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক হলো একটি উন্নত মানের জীবনযাত্রা।

কমরেড রনো, মৃত্যুই শেষ কথা নয়...

মন্টি বৈষ্ণব

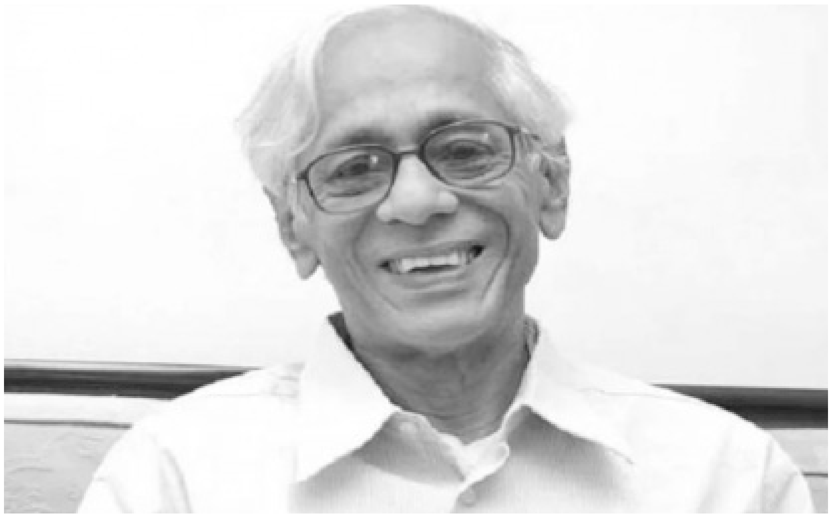

হায়দার আকবর খান রনো, বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ। গত শুক্রবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর শুনে রাতেই হাসপাতালে দেখতে যাই। হাসপাতালে ঢুকতেই দেখা হয়, তাঁর চিকিৎসক চন্দ্র শেখর বালার সঙ্গে। তিনি জানান, অবস্থা খুব একটা ভালো না। তবুও তিনি হাল ছেড়ে না দিয়ে মনে সাহস রাখতে বলেন। মনের সেই সাহস নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে পাঁচ তলায় পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে দেখি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সতীর্থ ও গুণগ্রাহীরা শেষবারের মতো রনোকে দেখার জন্য হাসপাতালে এসেছেন।

রাত যত এগোয়, ততই হায়দার আকবর খানের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে গভীর রাতে পৃথিবীর সকল মায়া ছেড়ে তিনি চলে যান অনেক দূরে।

গভীর রাতে দায়িত্বরত চিকিৎসক যখন তাঁর মৃত্যুর কথা জানান, তখন দৌড়ে ছুটে যাই হাসপাতালের হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ)। রুমে গিয়ে দেখলাম, রনো ভাইয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে। যেন চুপচাপ ঘুমিয়ে আছেন। যে রনো ভাইয়ের সঙ্গে সময়ে অসময়ে এতো কথা বলেছি, আজ তাঁকে নিঃশব্দে ঘুমাতে দেখলাম। যে ঘুম থেকে তিনি আর জেগে উঠবেন না। দেখলাম দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা তাঁর শরীর থেকে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি খুলে নিচ্ছেন। এই দৃশ্য বড়ই বেদনাদায়ক।

ছোটবেলায় পড়েছিলাম মানুষ অক্সিজেন ছাড়া বাচঁতে পারে না। এই কথা অনেক করুণভাবে রনো ভাইয়ের মৃত্যুতে মনে আঘাত হানে। যদিও শুনেছি সন্ধ্যা থেকে তাঁর অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। তারপরে ভেবেছিলাম অপার্থিব যদি কিছু হয়, তাহলে হয়তো আরও কিছুদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। কিন্তু বিজ্ঞান তো বিজ্ঞানই। অক্সিজেনের অভাবে মানুষকে মারা যেতেই হবে। শুক্রবার দিবাগত রাত ২টা ৫ মিনিটে মারা যান তিনি।

হায়দার আকবর খান তীব্র শ্বাসতন্ত্রীয় অসুখ (টাইপ-২ রেসপিরেটরি ফেলিউর) নিয়ে গত ৬ মে সন্ধ্যায় পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) রেখে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গত শুক্রবার বিকেল থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অবশেষে জগৎ সংসারের সকল মায়ার বন্ধন পেছনে ফেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ এই বামপন্থী নেতা।

মৃত্যুতেই রনোর চোখের আলো নিভে যায়নি। কারণ মৃত্যুর আগে তিনি চোখ দান করে গেছেন। তাঁর চোখ দুটি গ্রহণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্ধানী। তাঁর চোখ দিয়ে এই পৃথিবীর আলো দেখতে পাবেন দুজন অন্ধ মানুষ।

এই ভূখণ্ডে খুব কম মানুষ আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন। রনো ভাই ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একাধারে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও লেখক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯৪২ সালে কলকাতায়। আর মৃত্যু ২০২৪ সালের ১১ মে। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেখেছেন ব্রিটিশ ভারত, দেশভাগ, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন, ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান ও তারপরের বাংলাদেশকে।

বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ ছিল। এক চোখ দিয়ে বলতে গেলে কিছুই দেখতেন না। অন্য চোখে যা দেখতেন, তাও ছিল নামমাত্র। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি নাম বলে দিতে পারতেন। জীবনের শেষের দিনগুলোতে চোখে দেখতে না পাওয়া ছিল, তাঁর অনেক বড় আফসোসের জায়গা। কারণ এই মানুষটি পড়ালেখা করতে খুব ভালোবাসতেন।

হায়দার আকবর খান গত বছর করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। টানা ১৩ দিন চিকিৎসা নিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে। বলা যায়, তাঁর সাহসী জীবনীশক্তির কাছে করোনা হার মেনেছিল। তবে করোনা সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলেও অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল রনো ভাইয়ের নিত্যসঙ্গী।

হায়দার আকবর খান রনোকে বহু আগে থেকে চিনতাম তাঁর লেখনী দিয়ে। খুব সহজ করে সারাটা জীবন লিখে গেছেন তিনি। আর সেই লেখনী দিয়ে মানুষের মনিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। হায়দার আকবর খান রনোর মোট বইয়ের সংখ্যা ২৫টি। উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো- শতাব্দী পেরিয়ে, ফরাসি বিপ্লব থেকে অক্টোবর বিপ্লব, পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সত্তর বছর, মার্কসবাদের প্রথম পাঠ, মার্কসীয় অর্থনীতি, গ্রাম শহরের গরীব মানুষ জোট বাঁধো, মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম, কোয়ান্টাম জগৎ- কিছু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে প্রগতির ধারা, পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট (পুস্তিকা), মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থিরা।

হায়দার আকবর খান রনো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, ১৯৭১ সাল ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ গৌরবের ভাবতেন। আর নিজেকে ভাগ্যবানও মনে করতেন। রনো মনে করতেন, 'যে উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য নিয়ে আমরা পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিলাম। সে লক্ষ্য কিন্তু এখন বহুলাংশে ব্যর্থ।' তিনি যে কথা সব সময় বলতেন তা হলো, বাংলাদেশের মাটিতে মৌলবাদ কোনো দিনও বিজয়ী হতে পারবে না।'

রনো ভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও তাঁর কাজ থেমে ছিল না। তিনি গত কয়েক বছরে শ্রুতিলেখকের মাধ্যমে তিনটি বইয়ের সম্পাদন করেন। বইগুলো হলো সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লেনিন, স্তালিন এবং নারী ও নারীমুক্তি।

গত দুই থেকে তিন বছর পেশাগত কারণে অথবা আড্ডার দেওয়ার জন্য হায়দার আকবর খান রনোর বাসায় যাওয়া হয়েছে বহুবার। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলতেন তিনি। মনে হতো আমিই সেই সময়ে অবস্থান করছি। কথা বলতে বলতে জেনেছি অনেক ইতিহাসের কথা। যে ইতিহাসের কথা বইয়ের পাতায় লেখা ছিল না।

হায়দার আকবর খান রনো তাঁর জীবনে তিনটি রাজত্বের পতাকা দেখেছেন। ব্রিটিশ, পাকিস্তান, আর বাংলাদেশের পতাকা। ১৯৪২ সালে জন্মে তিনি দেখেন ব্রিটিশ ভারতকে, এরপর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের হলো দেশভাগ। তিনি প্রায় দীর্ঘ ২৪ বছর কাটিয়েছেন পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। সেই স্বাধীন দেশে তিনি কাটিয়েছেন আমৃত্যু।

রনো দীর্ঘদিন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রজীবনেই শুরু হয় তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৬৩ সালে শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। কথা প্রসঙ্গে জানা যায়, ১৯৬১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ ছিল রনোর জীবনের প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। আর ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় যে ছাত্রসভা হয়েছিল, সেখানে বক্তা ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবন শেষে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। টঙ্গি অঞ্চলে শ্রমিক বস্তিতে থেকে গড়ে তোলেন শ্রমিক আন্দোলন। ১৯৭০ সালে রনো ভাই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

হায়দার আকবর খান রনো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, ১৯৭১ সাল ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ গৌরবের ভাবতেন। আর নিজেকে ভাগ্যবানও মনে করতেন। রনো মনে করতেন, 'যে উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য নিয়ে আমরা পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিলাম। সে লক্ষ্য কিন্তু এখন বহুলাংশে ব্যর্থ।' তিনি যে কথা সব সময় বলতেন তা হলো, বাংলাদেশের মাটিতে মৌলবাদ কোনো দিনও বিজয়ী হতে পারবে না।'

১৯৬১ সালে হায়দার আকবর খান রনো তদানীন্তন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালেই তিনি এই দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০১০ সালে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে তিনি ওয়ার্কার্স পার্টি ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তখন থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। এরপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন। এ ছাড়া হায়দার আকবর খান রনো ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম রূপকার। তিনি চারবার কারাবরণ করেছেন, সাতবার হুলিয়ার কারণে তাঁকে আত্মগোপনে যেতে হয়েছে। আয়ুব ও এরশাদ আমল মিলিয়ে তাঁর বাসায় রেড হয়েছে অর্ধশতাধিকবার।

হায়দার আকবর খান এ দেশের রাজনীতির বহু উত্থান-পতন দেখেছেন। যেমন দেখেছেন মানুষের জাগরণ, তেমন দেখেছি মানুষের অধঃপতন। একবার রনোর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, জীবন সায়াহ্নে এসে কী চান? তিনি বলেছিলেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকটে লিখেছেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এই কথা আমি বিশ্বাস করি। এ দেশের মানুষ ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ করেছে। এ দেশের জনগণ ভবিষ্যতেও লড়াই করে অধিকার অর্জন করবে। আমার চাওয়া-যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হোক।'হায়দার আকবর খান একজন কিংবদন্তী ছিলেন। তিনি আরও কিছুকাল বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর আলো আর দেখতে পাবেন না। তবে মৃত্যুতে নিঃশেষ হবেন না রনো ভাই। তিনি তাঁর আদর্শ, লেখনী আর মানুষের ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে আর কথা বলা হবে না। তবে, তাঁর সঙ্গে কাটানো সময় ভুলে থাকা অসম্ভব।

কমরেড রনো, বিদায়...

লেখক: সহ সম্পাদক, ইনডিপেনডেন্ট ডিজিটাল

তাসবিহর অসামান্য ৩ ফজিলত

ধর্ম

শরিফ আহমাদ

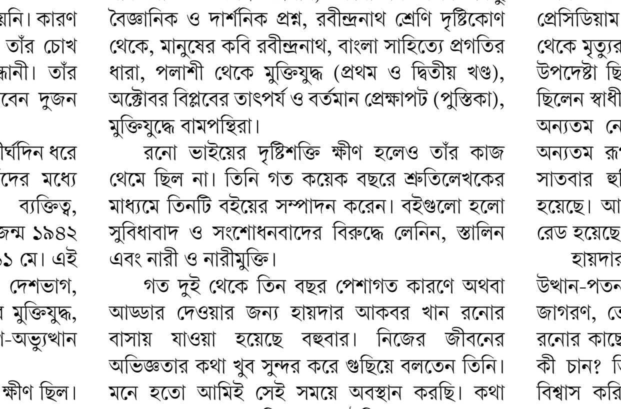

পবিত্রতা বর্ণনা করা। পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাঁর তাসবিহ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, 'আর তোমার প্রতিপালকের তাসবিহ ও তাহমিদে লিপ্ত থাকো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে।' (সুরা ত্বহা: ১৩০) তাসবিহ সব সময় পাঠ করা যায়। তবে প্রতি নামাজের পরে তাসবিহ পাঠের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে।

এক. রাসুল (সা.) বলেছেন, 'এমন দুটো অভ্যাস রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান তা আয়ত্ত করতে পারে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।...একটি হলো, প্রতি নামাজের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ১০ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। তা মুখে পাঠ করলে (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে) ১৫০ বার হয় আর মিজানের পাল্লায় হবে ১ হাজার ৫০০ বার।' (তিরমিজি: ৩৪১০)

দুই. রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার ও আল্লাহু আকবার ৩৩ বার বলবে, এই তো হলো ৯৯ বার, আর ১০০ পূর্ণ করার জন্য বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, তার পাপসমূহ মাপ হয়ে যাবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতো হয়।' (মুসলিম: ১২৩০)

তিন. এক দরিদ্র লোক রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন। তারা আমাদের মতো নামাজ আদায় করছেন, আমাদের মতো রোজা পালন করছেন এবং অর্থের মাধ্যমে হজ, ওমরাহ, জিহাদ ও সদকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে, তাদের কথা ভিন্ন। তোমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর ৩৩ বার করে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তাকবির (আল্লাহু আকবার)পাঠ করবে।' (বুখারি: ৮০৩)

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

ভারতে মুসলমানেরা কাকে ভোট দেয়

সেলিম খান

ভারতীয় মুসলমানেরা একতরফা ভোট দেয়। তারা নির্দিষ্ট দলের ভোট ব্যাংক। এ অভিযোগ সর্বজনবিদিত। এবং এই অভিযোগটা মূলত শুরু করেছিল ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি। যে দলের প্রধান নেতা নরেন্দ্র মোদি ইতিমধ্যে তাঁর নির্বাচনী প্রচারে মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশকারী', 'একাধিক সন্তানের জন্মদাতা', 'কংগ্রেসের দ্বারা হিন্দুদের লুণ্ঠিত ধনসম্পদের ভবিষ্যৎ অধিকারী'সহ একাধিক অভিযোগে ভূষিত করেছেন। এটাই এখন হয়ে উঠেছে তাঁর প্রচারের প্রধান গতিমুখ। আর এটাও সত্য যে, মুসলমানেরা একদিন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে–এই ভীতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করতে করতে বিজেপি ও এর পিতৃ সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) সাধারণ হিন্দু জনমনে একটি আপাত বিশ্বাসযোগ্য ও অস্বস্তিকর স্থান তৈরি করে ফেলতে পেরেছে।

এই লেখায় আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে এই যে প্রচার, তা কতটুকু বাস্তবসম্মত? এ বিষয়ে অন্যান্য তথ্য-উপাত্তের সাথে সাথে আমরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ফেয়াদ আলীর একটি বিস্তৃত গবেষণার সাহায্য নেব। 'ম্যাপিং ইন্ডিয়ান মুসলিম ভোটিং বিহেভিয়ার ইন ইন্ডিয়া' শিরোনামের এই গবেষণাপত্রটি আমেরিকারই কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস এ বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করেছে। ভারতের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার পাতাজুড়ে তা ছাপাও হয়েছে। এ ছাড়া দিল্লিকেন্দ্রিক সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিস (সিএসডিএস)-এর লোকনীতি কর্মসূচির আওতায় গবেষণারত হিলাল আহমেদের গবেষণার তথ্য দেখার চেষ্টা করব। এই অভিযোগের সত্যতা খুঁজতে আরও অনেক সংবাদমাধ্যম কাজ করেছে ও করছে।

তবে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, ভারতীয় মুসলমানেরা একতরফা ভোট দেয়—এই দাবি বা অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। এমনকি ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগ পূর্ববর্তী সময়ে বহু মুসলমান মুসলিম লীগের সাথে নয়, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দলের সাথে ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের পাশাপাশি কংগ্রেসও সে সময় মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেওয়ায় খান আব্দুল গাফফার খান, মওলানা আবুল কালাম আজাদসহ অনেক বিশিষ্ট মুসলমান নেতার কথা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। ফলে যে মুসলমানেরা ভারতে থেকে গেছেন, এখন যাদের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি, তাঁদের গত ৭৭ বছর ধরে কথার খোঁচা খাওয়ার পাশাপাশি 'ভাগের পাকিস্তান' বুঝে পাওয়ার অভিযোগ তুলে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে।

ভারতে এই মুহূর্তে ১৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১৪ শতাংশের মতো মুসলমান। ২০১১ সালে ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ৯৭ শতাংশ মুসলমানের বাস লাক্ষাদ্বীপে। কেন্দ্রশাসিত এই সাগর-দ্বীপের মোট জনসংখ্যা মাত্র ১ লাখ। আর এদের অধিকাংশ মাছ ধরা পেশার সাথে জড়িত। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই দ্বীপ সফর করে সেখানে মালদ্বীপের বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন। যেখানে ৯৭ শতাংশ মানুষই ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান, সেখানে কোটি কোটি রুপি ব্যয়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা কতটা যৌক্তিক বা নিরাপদ হবে, সে প্রশ্ন তো ওঠেনি। তাহলে কি বিজেপির মুসলমান বিদ্বেষী-প্রচার অনেকটা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার সেই বিড়াল আর মাংসের মতো হয়ে গেল?

একই অবস্থা জম্মু ও কাশ্মীরের। এই রাজ্যের বিশেষ সুবিধা (সংবিধানের ৩৭০ ধারা) কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মর্যাদা রহিত করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তর করা হয়েছে। এর বড় কারণ, এ রাজ্যের ৬৮ শতাংশ মানুষের ধর্মীয় পরিচয় 'মুসলমান'। অথচ সেখানে পর্যটনসহ নানা ব্যবসার বিপুল সম্ভাবনা দেখছে মোদি সরকার। এর বাইরে সংখ্যার বিচারে মুসলমান জনগোষ্ঠীর আধিক্য আছে পর্যায়ক্রমে আছে আসাম (৩৪%), কেরালা (২৭%), পশ্চিমবঙ্গ (২৭%), উত্তর প্রদেশ (১৯%), বিহার (১৭%), ঝাড়খন্ড (১৫%), উত্তরাখণ্ড (১৪%), দিল্লি ও কর্ণাটক (১৩%), মহারাষ্ট্র (১২%) ও মধ্যপ্রদেশে (১০%)। অন্য রাজ্যের হিসাব আর নাই-বা উল্লেখ করলাম। এই রাজ্যগুলোতে মুসলমান ভোটারেরা আসলে কাকে ভোট দেয়। এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, বিজেপির উত্থান ও মুসলমান-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের পর থেকে বিজেপি বিরোধী দলগুলোকে ভোট দেয়। তবে কোনোভাবেই তা একক কোনো দলকে নয়। ২০১৯-এর পর তাদের ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। সেটা হলো: বিজেপিকে হারানোর সম্ভাবনা আছে যে দলের বা প্রার্থীর, সেই দল বা প্রার্থীকে ভোট দেওয়া। তা-ও সবাই না, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য গত ১১ মার্চ দ্য ডিপ্লোম্যাটে পশ্চিমবঙ্গের দুটি লোকসভা আসনের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। মালদা উত্তর সংসদীয় আসনে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ। সবাই জানে এখান থেকে চিরকাল জিতে এসেছেন কংগ্রেসের প্রয়াত নেতা এবিএ গণি খান চৌধুরী। ২০১৯-এ এই আসনে কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী, তৃণমূল কংগ্রেসের মৌসম নূর, সিপিআই (এম)-এর বিশ্বনাথ ঘোষ ও বিজেপির খগেন মুর্মু প্রার্থী ছিলেন। এখানে ৩৭.৫৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতে যান বিজেপি প্রার্থী।

একই ঘটনা ঘটে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। এখানে ভোটারদের ৪২ শতাংশ মুসলমান। ২০১৯-এ আসনটিতে মাত্র ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন বিজেপি প্রার্থী। স্নিগ্ধেন্দু লিখছেন, মুসলমানদের ভোট তিনটি অসাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়া এবং ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে হিন্দুভোট একজোট করতে পারার কারণেই এই দুই আসনে বিজেপি জিতে গেছে। এই দুটি উদাহরণ থেকে পরিষ্কার যে, মুসলমানদের ভোট একতরফা পড়ার চেয়ে মেরুকরণের সাফল্যে হিন্দুভোটই একজন প্রার্থীর দিকে পড়েছে।

এই দুই উদাহরণের আরেকটি দিক আছে। মালদা উত্তর বা রায়গঞ্জের মতো যেসব আসনে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা একটু বেশি, সেখানে মুসলমান প্রার্থী দিয়ে হারছে অসাম্প্রদায়িক দলগুলো। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুভোট তখন দল নয় প্রার্থীর ধর্মীয় পরিচয়ের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বুঝতে পেরেছে। এ কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে তারা মুসলমান প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। তারা বুঝেছে, মুসলমান প্রার্থী তাঁর ধর্মের লোকদের ভোট একজোট করে নিজের বাক্সে ফেলতে যেমন ব্যর্থ, তেমনি হিন্দু ভোটারদের বিরাগভাজন করে তাঁদের বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। তাই ইচ্ছা করেই অনেক জায়গায় মুসলমান নেতাদের প্রার্থী করেনি বিজেপি-বিরোধী দলগুলো। মুসলমান নেতাদের প্রার্থী না করার অভিযোগ সরাসরি শুনতে হয়েছে কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারকে। তিনি সরাসরি উত্তর দেননি। শুধু বলেছেন, তাদের রাজ্যসভায় পাঠানোর সুযোগ আছে। তাঁরা সেটা করবেন।

স্বাধীনতার পর থেকে মুসলমানদের ভোটের বড় অংশ পেয়েছে কংগ্রেস। এখন অনেক আঞ্চলিক দল এই ভোটে ভাগ বসিয়েছে। যেমন উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও জেডি (ইউ), তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ও এডিএমকে। এ ছাড়া কংগ্রেস ও বাম দলগুলোর বাইরে এমনকি বিজেপিও মুসলমানদের ভোট পেয়ে থাকে। কিছুদিন আগে রাজস্থানে নরেন্দ্র মোদির মুসলিম-বিদ্বেষী ভাষণের প্রতিবাদ করায় ওই রাজ্যের সংখ্যালঘু সেলের নেতা উসমান গণিকে বহিষ্কার করা হয়। এতে প্রমাণ হয়, ওই দলের প্রতি কিছু মুসলমানের সমর্থন আছে।

তাহলে একটি প্রশ্ন সহজেই উঠে আসে, ভারতীয় মুসলমানেরা কোনো দলকে একচেটিয়া ভোট দেয় না কেন? এমনকি বিজেপির বিরুদ্ধে সম্ভাবনাময় প্রার্থীকেও নয়। এর উত্তর লুকিয়ে আছে ভারতীয় মুসলমান সমাজের জাতপাতের বিভাজনের মধ্যে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য, হিন্দু সমাজের মতো মুসলমানেরাও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদে বহুধা বিভক্ত। ফেয়াদ আলী তাঁর গবেষণায় লিখছেন, মুসলমানেরা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত–আশরাফ, আজলাফ ও আরজাল। আশরাফ হলো যারা নিজেদের আরব বা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আগত বলে দাবি করে। যেমন সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মুঘল। আজলাম হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং আরজালরা হলো দলিত। এই বিভক্তি যে আছে, তার বড় প্রমাণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি চাকরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আজলাফ ও আরজালদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা। আর মুসলমানদের মধ্যে আশরাফদের সংখ্যা ১০ শতাংশের বেশি হবে না। এরা বংশ পরম্পরায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এবং শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। বৃহত্তর সমাজে তারাই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে বা করার দাবি করে।

ফেয়াদ আলীর গবেষণা অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশে এক জরিপে দেখা গেছে, আশরাফদের কবরস্থানে আজলাফ বা আরজালরা দাফন করতে পারে না। এমনকি স্কুলে দুপুরের খাওয়া দিলে (মিড ডে মিল) আশরাফ পরিবারের সন্তানেরা কখনোই আজলাফ ও আরজালদের পাশে বসে না। এই জরিপের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, দলিত নন–এমন ২১ শতাংশ মুসলমান জানিয়েছেন, তাঁরা কখনো দলিত মুসলমানদের বাড়িতে যাননি। এমন উদাহরণ হয়তো বাংলার গ্রামাঞ্চলেও পাওয়া যেতে পারে। ফলে এতদিন যে অস্পৃশ্যতার কথা বর্ণাশ্রয়ী হিন্দু সমাজের মধ্যকার নেতিবাচক বিষয় বলে শোনা যেত, তা মুসলমানদের মধ্যেও প্রকট। এ কারণে আশরাফ এবং আজলাফ ও আরজালদের পছন্দের দল ও প্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য সব সময় ছিল, এখনো আছে। ধর্ম তাদের এক রাখতে পারেনি। বর্ণভিত্তিক শ্রেণি চরিত্রের দাপটের কাছে ধর্মও পরাভূত।

১৯৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সরকার মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ভারতে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে জাতিগত পরিচয়ের বিষয়টি উঠে আসতে থাকে। এটা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা অ-আশরাফ জোট তৈরির দিকে নজর দেয়। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার ঠিকাদারি আশরাফদের হাত থেকে কেড়ে নিতে গড়ে ওঠে পসমান্দা। পসমান্দা ফারসি শব্দ, যার অর্থ পিছিয়ে পড়া। মুসলমান সমাজে এই বৈষম্যের বিষয়টি ঠিকই ধরা পড়ে আরএসএস-এর মাইক্রোস্কোপে। তারা এটা নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও আহমদিয়ারা বিজেপির দিকে ঝুঁকে ছিল। কারণ, গরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানদের দাপট। সুন্নীদের মধ্যেও দেওবন্ধী ও বেরলভীদের ভোটের পছন্দ আবার আলাদা। এই চিত্র কিন্তু ভারতের সর্বত্র।

নরেন্দ্র মোদি গড়ে মুসলমানদের 'বহিরাগত' আখ্যা দিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিদ্বেষাত্মক বার্তা দিচ্ছেন, যা ভারতের নির্বাচনী আইনে রীতিমতো অপরাধ। কিন্তু এর জন্য ভারতীয় আশরাফরা কম দায়ী নন। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাঁরা সব সময় বলে থাকেন, তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা সৌদি আরব, ইয়েমেন, ইরান, ইরাক, মধ্য এশিয়া, এমনকি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন। ধর্মীয় সমাজ কাঠামোয় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি যদি তাঁদের বহিরাগত পরিচয় হয়ে থাকে, তাহলে তার সুযোগ অন্যরা নেবেই। এ জন্য আরএসএস দীর্ঘদিন আজলাফ ও আরজালদের মধ্যে কাজ করছে। তাদের 'ঘর ওয়াপসি' বা নিজের ঘরে ফেরত নেওয়ার কার্যক্রমের অধীনে বেশ কিছু দলিত মুসলমানকে ধর্মন্তরিত করেছে। তবে তারা জোর দিচ্ছে আশরাফদের বিপক্ষে এদের সংগঠিত করার ওপর। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের মতো প্রতিষ্ঠান তারা ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে। যদিও বিজেপির মুসলমান বিদ্বেষের প্রথম বলি কিন্তু আশরাফরা নন, এই গরির আজলাফ ও আরজালরা।

তারপরও গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রবাদী মুসলিম পসমন্দা মাহাজ, সুফি ইসলামিক বোর্ড, আহমদিয়া মুসলিম ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মাইনরিটিজ ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠন। উচ্চ বংশের গরিমা নিয়ে যারা এতদিন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছে, এরা তাদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এর জন্য সুন্নী আধিপত্যবাদী মুসলমান সমাজেরও দায় আছে। এটাকে না দেখে শুধু অন্য দিকে আঙুল তুললে কোনো সমাধান আসবে না। মুসলমানেরা প্রকৃত ভারতীয় বলেই তারা তাদের পছন্দমতো দল বা প্রার্থীকে ভোট দেয়। এটা প্রাজ্ঞতার লক্ষণ। বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন তাদের ভয়ের মধ্যে রাখলেও শেষ করে দিতে পারবে না।

আরএসএস-এর একজন তাত্ত্বিক নেতা লিখেছিলেন, বিজেপিকে চিরকাল ভারতের ক্ষমতায় রাখা তাদের লক্ষ্য নয়। তাঁরা শুধু খেলার নিয়মটা বদলে দিতে চান। বিজেপির মতো একটি সর্বভারতীয় দল ২০১৯ থেকে লোকসভায় কোনো মুসলমান প্রার্থী না দেওয়াটা ছিল সেই খেলা শুরুর একটা অংশ মাত্র। বিজেপি নেতা ও আসামে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণাই দিয়েছেন, মিঁয়াদের ভোট তাঁর দরকার নেই। অথচ ওই রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৩৪ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৮০: ২০ (আদপে এটা ৮৬:১৪) নিয়মে খেলতে চান। অর্থাৎ, ভারতের মুসলমান বা অন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চান না। এই রকম এক বাস্তবতাকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে ভারতের অন্য রাজনৈতিক দলগুলো বিজেপিকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ৫৪৩ সদস্যের লোকসভায় মুসলমান এমপির সংখ্যা হবে গুটিকয়েক, যা ভারতের মতো একটি বহুত্ববাদী দেশের জন্য ক্ষতি শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

টাইম স্কয়ারে বাংলার ঐতিহ্য তুলে ধরেছে শাড়ি পরিহিত ৫০০ নারী

রোকেয়া দীপা

শনিবার, মে মাসের চার তারিখে নিউইয়র্ক শহরের টাইম স্কয়ারে "Saree goes globa" অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিল ৫০০'র অধিক নারীI বিশ্বব্যাপী শাড়িকে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ডাক্তার দীপ্তি জৈন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ব্রিটিশ ওমেন ইন শাড়িস" নামে ব্রিটেন এর একটি সংগঠন I

ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে শাড়ি পরিহিত নারীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের পর, বিশ্বব্যাপী এর প্রচারের লক্ষ্যে, ডাক্তার রিতা কাকটি-শাহ পরিচালিত নিউ ইয়র্কের সংগঠন "উমা" কে সাথে নিয়ে এবারের আয়োজন ছিল আরো ব্যাপক। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, উগান্ডা, ত্রিনিদাদ, ব্রিটেন, আমেরিকা সহ আরো অনেক দেশ এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। নাজনীন হোসেইন ও ড: সুবর্ণা খানের নেতৃত্বে, আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল এবং ব্রিটেন থেকে আগত ১০০ এর অধিক নারীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ দল লাল-সুবজের সাজে, দেশীয় শাড়ি পরে, নেচে গেয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেনI অলিম্পিক প্যারেডের আদলে পতাকা হাতে বিভিন্ন দেশ ঢোলের তালে তালে টাইম স্কোয়ারের একটি অংশ প্রদক্ষিণ করেI বাংলাদেশ দলের পক্ষে রুবিনা আজিজ ও তাহেরা কবির প্লেকার্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাড়ির পরিচিতি তুলে ধরে, যেমন ঢাকাই জামদানি ও মসলিন, রাজশাহী সিল্ক, মিরপুর কাতান, নকশি কাঁথা, তাঁত/মনিপুরীI প্যারেড শেষে সকল দেশ একের পর এক নৃত্য পরিবেশন করে।

"Saree goes global" -ইভেন্টে অংশগ্রহণ করা পপি জামান(ইউকে) তার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেন, 'শাড়ির মাধ্যমে, অভিবাসী মহিলাদের বিশ্বব্যাপী সংহতি প্রদর্শন করা হয়েছিল যা "Saree goes global" নামে পরিচিত। আমরা গর্বিতভাবে পূর্বপুরুষদের কারুশিল্প প্রদর্শন করেছি, যা এখন আমরা কে তার পরিচয় দিচ্ছে। বর্ণ ও নৈপুণ্যে প্রতিভাবান ৫০০টিরও বেশি মহিলা দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া আয়োজনটি আমার মতো লোকেদের জন্য যারা সংখ্যালঘুতে বেড়ে উঠেছেন, একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করেছিল।'

নিউইয়র্কের পাপিয়া আশরাফ বলেন, 'আমি মনে করি এই "saree goes global" ইভেন্টটি ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের জন্য একটি আইকনিক পোশাক পরে আনন্দ এবং গর্ব প্রকাশ করার সময়টি, বিশ্বের কাছে আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একটি চমৎকার প্রদর্শন ছিল।'

নিউজার্সির ফাহমিনা জব্বার বলেন, 'সুন্দর একটা দিনে টাইমস্কয়ারের ঝলমলে বিল্ডিং এর মাঝে লাল সবুজ শাড়ির বাংলাদেশের অনন্য ঐতিয্যময় শাড়ির প্রদর্শন ছিন মন কাড়ার মতো। হাসি, গান আর নাচে সবার সাথে একটা খুব সুন্দর দিন কাটানোর অনভূতি সত্যি অতুলনীয়। '

স্মরণ ও শ্রদ্ধায় শিল্পী বিপাশা গুহ ঠাকুরতা

ফরিদা ইয়াসমীন

বিপাশা গুহ ঠাকুরতা। ছিলেন আপাদমস্তক একজন কন্ঠশিল্পী। নজরুল সংগীতের নিবেদিত প্রাণ একজন শিল্পী। যার কন্ঠের জাদুতে আমরা বিমোহিত ছিলাম , মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি অকালেই আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান।

শিল্পী বিপাশা গুহ ঠাকুরতা বিটিভির নিয়মিত শিল্পী ছিলেন । এছাড়াও অনেকগুলো গানের ক্যাসেট বের করেছেন যেগুলো খুবই স্রোতা প্রিয় ছিল। বিপাশার বেড়ে ওঠা ছিল এক সাংস্কৃতিক পরিবারে। ওনার মা অনুপা দেওয়ানজী একজন লেখিকা। ওনার ছোট বোন বিদিশা দেওয়ানজি রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পী। তিনি আমেরিকার কানেক্টিকাটে বসবাস করেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন সুরের ধারার উনি একজন শিক্ষক।

অনলাইন ভিত্তিক নজরুল সংগীতের গ্রুপ "প্রসঙ্গ নজরুল সঙ্গীত" এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিপাশা গুহ ঠাকুরতা। ২০২২ এর ২৯ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রসঙ্গ নজরুল সংগীত (প্রনস) এবার বিপাশা গুহ ঠাকুরতার প্রতি সম্মান জানিয়ে তার মৃত্যুবার্ষিকীতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শিল্পীর প্রতি সম্মান জানিয়ে এ বছর থেকে চালু করা হয় "প্রনস-বিপাশা গুহঠাকুরতা স্মৃতি সম্মাননা পুরস্কার"

প্রনস-বিপাশা গুহঠাকুরতা স্মৃতি সম্মাননা-২০২৪ এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছেন এই সময়ের আলোচিত নজরুল-সঙ্গীত শিল্পী মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া। গত ৩০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পীর হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননায় ছিল নগদ অর্থ, ক্রেস্ট এবং উত্তরীয়।

শিল্পী মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া নজরুল-সঙ্গীতের পাশাপাশি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও নিয়মিত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বেঙ্গল পরম্পরার পণ্ডিত উল্লাস কসলকরের একজন প্রিয় শিষ্য।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৯ এপ্রিল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'প্রনস-বিপাশা গুহঠাকুরতা স্মৃতি নজরুল পুরস্কার ২০২৪' প্রদান করা হয়। সরগম সম্পাদক কাজী রওনক হোসেন, শিল্পী করিম হাসান খান, শিল্পী পারভীন সুলতানা এবং প্রকৌশলী দিলীপ গুহঠাকুরতা দাদা পুরস্কৃত শিল্পী মিরাজুল জান্নাত সোনিয়ার হাতে পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

২৯ এপ্রিল শিল্পী বিপাশা গুহঠাকুরতার চলে যাওয়ার দু'বছর পূর্ণ হলো। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁকে স্মরণ করলো প্রনস পরিবার। স্মৃতিচারণ, পুরস্কার প্রদান এবং সঙ্গীতাঞ্জলি - তিন পর্বে বিভক্ত ছিলো আয়োজন। স্মৃতিচারণায় অংশ নেন করিম হাসান খান, রেবেকা সুলতানা, কৃষ্ণা দত্ত, এনামুল কবির, সুমন চৌধুরী, ইমতিয়াজ সুলতান প্রমুখ।

এবারের সঙ্গীতাঞ্জলি ছিলো বেশ ব্যতিক্রম। শিল্পী বিপাশা গুহঠাকুরতার গাওয়া নজরুল-সঙ্গীত গেয়ে তাঁকে স্মরণ করেছেন : নাদিয়া আরেফিন শাওন (দূর আরবের স্বপন দেখি), নাহীদ মোমেন (আমি গগণ গহন সন্ধ্যাতারা), ফেরদৌসী রহমান চন্দন (কার বাঁশরী বাজে মুলতানি সুরে), করিম হাসান খান (রাখো রাখো রাঙা পায়), রেবেকা সুলতানা (তব মুখখানি), পারভীন সুলতানা (কথা কও কও কথা), শহীদ কবির পলাশ (এ কোন মায়ায় ফেলিলে আমায় চিরজীবনের স্বামী), সুমন চৌধুরী (রসঘন শ্যাম) প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ

বাংলাদেশির বিরুদ্ধে 'বেঞ্চ ওয়ারেন্ট'

ইমা এলিস

গৌরব সাঞ্জারি

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ঠেকাতে বাংলাদেশি এক যুবকের নামে আদালতের জারি করা 'বেঞ্চ ওয়ারেন্ট' পাঠিয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে। গৌরব সাঞ্জারি নামের ওই যুবক যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন বিমানবন্দর দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয় উক্ত আদেশে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ক্যামডেন সুপরিয়র আদালত থেকে ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর গৌরব সাঞ্জারির বিরুদ্ধে ৮টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

নিউ জার্সির ক্যামডেন কাউন্টির প্রসিকিউটর গ্রেস সি. ম্যাকওলে এ প্রতিনিধিকে জানান, আদালতের জারি করা ৮টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পলাতক আসামী গৌরব সাঞ্জারিকে ধরতে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষদেরকে অবহিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে সেখানেই গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হবে। এব্যাপারে সর্বত্র সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কনিকা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে সে কখনই পুলিশ, তার আইনজীবি, আদালত কিংবা আমাকেও কিছুই জানায়নি।' তিনি বলেন, 'পাইলস অপারেশনের এক্স-রে ও কোলনোস্কোপির ছবি দেখিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যৌন হয়রানি বলে বেড়াচ্ছেন। এসব করে গৌরব আমাকে এবং আমার পরিবারকে হেয় প্রতিপন্নই করেননি, কলঙ্কিতও করেছেন।' তার এসব বক্তব্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই বলে দাবি করেন তিনি।

একটি ছোট অনুভূতি

ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ

মেয়েটি বাংলাদেশের সব চেয়ে কনিষ্ঠ ফিল্ম ডাইরেকটর। বয়স ২১ বছরের কাছাকাছি হবে। কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দিয়েছে। আমেরিকাতে এসেছে ১ বছরের সিনেমা নির্মাণের একটি পেশাগত শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

নিউইয়র্কে প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব, যার নামকরণ করা হয়েছে সুচিত্রা সেন উৎসব। সেখানেই তার সাথে আমার দেখা, তার নাম নানজীবা খান। এ উৎসবে তার নির্মিত ছবি পুরস্কারও পেয়েছে।

পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া নগরের অদূরে স্ক্রান্টন শহরে এখন লেখা পড়া করছে নানজীবা। ফিলাডেলফিয়ার সংগঠন বিএডিভি'র অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করি। আমন্ত্রণ জানিয়ে বলি, "আমার মেহমান হয়ে অনুষ্ঠানে আসবি। দেখবি এখানে বাঙালিরা কেমন সুন্দর মিলে মিশে আছে।"

অনুষ্ঠানে নানজীবা যোগ দিয়েছে।

আমেরিকার প্রথম রাজধানী আর দেশটির স্বাধীনতার অনেক ঐতিহ্য ধারণ করে আছে ফিলাডেলফিয়া। তার সাথে স্বাধীনতার ঘোষণাকালীন সময়ের একটি বড় ঘণ্টা, লিবারটি বেল এই নগরের অন্যতম দর্শনীয় অনুষঙ্গ। পুরানো শহর ঘুরিয়ে দেখালাম নানজীবাকে। জানালাম, ফিলাডেলফিয়া একটি গ্রিক শব্দ। এ নামের অর্থ 'ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসার নগর'(City of brotherly love).

নানজীবা খান মেয়েটি খুব ভদ্র। ঘরে এসে সব কাজে সহায়তা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখি। পরদিন আমার স্ত্রী বকুল, তাকে পছন্দ মত একটি শাড়ি দিলেন অনুষ্ঠানে পরার জন্য। আগেই নানজীবার নামে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে অনেকেই তাকে চিনতে পেরে নিজ থেকে এসে অভিনন্দন জানাতে দেখি।

শেলী রহমান একটি শাড়ি কিনে উপহার দিলেন। অনুষ্ঠানে সময়ের টান থাকলেও তাকে পরিচিত করানো হল। মাত্র ২০ সেকেন্ডে সে ধন্যবাদ জানালো। সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া আর অন্য সবাই তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। ইশরাত জাহান পিকু তার নিজের সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাইলেন। পরদিন ভোরে সুস্মিতা গুহ রায় নানজীবাসহ আমাদেরকে রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্টে আপ্যায়িত করলেন। যাওয়ার সময় বকুল তার গরম জ্যাকেট, গয়না এবং চকলেট দিলেন।

নানজীবা যাবার আগে বলেছে, আমি এমন ভালোবাসা কখনো দেখিনি আগে। আপনারা সবাই এত ভালো। নানজীবা তার মা'কে বাংলাদেশে ফোন করে জানালো তার ভালোলাগার কথা। আমার অনুভূতিপ্রবণ মন নাড়া দিয়ে উঠে !

"আমরা এখানে মিলে মিশে ভালো থাকবো। না হলে মিথ্যা হয়ে যাবে একটি বিশ্বাস । ছোট্ট একটি মেয়ে এসে মনে করিয়ে দিল। তার অভিজ্ঞতায় জীবন এবং অনুভূতির সুন্দর এবং সুদূর প্রসারী একটি ছাপ যেন সত্যই থেকে যায়।"

বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় ভারত : ফখরুল

ঢাকা অফিস

প্রতিবেশী দেশ ভারত সবসময় বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে মাওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় মির্জা ফখরুল আরও অভিযোগ করেন, শুধু ফারাক্কা নয়, সব ধরণের পানি বন্টন নিয়েই গড়িমসি করছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। তার অভিযোগ, নতজানু সরকার পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিতে পারছে না, নিজেদের দুর্বলতার জন্য।

মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন, অন্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করা আওয়ামী লীগ সরকারের কাজ। পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচনের নামে বিভিন্ন কৌশলে সরকার ক্ষমতায় রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী খ্যাতনামা নৃত্যবিদ দুলাল তালুকদার মারা গেছেন

ইমা এলিস

বুলবুল ললিতকলা একাডেমির খ্যাতনামা নৃত্যবিদ ও হার্ভার্ড স্কুল অব ডান্সের শিক্ষক যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন প্রবাসী দুলাল তালুকদার মারা গেছেন। ১১ মে শনিবার ম্যাসাচুসেট অঙ্গরাজ্যের বোস্টনের পার্শ্ববর্তী মেডফোর্ড শহরে নিজ বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান (ইন্নালিল্লাহে --রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী সাবিহা তালুকদার ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বোস্টন প্রবাসী আওয়ামীলীগ নেতা টিপু চৌধুরী ও তাঁর ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাক তালুকদার এ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নৃত্যবিদ দুলাল তালুকদার হার্ভার্ড স্কুল অব ডান্সের শিক্ষক নৃত্যবিদ দুলাল তালুকদার। তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমির প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী। বাঙালি শিল্পী হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে অনবদ্য ভূমিকা। তিনি একাধারে নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক, কোরিওগ্রাফার ও সংগীতজ্ঞ।

দুলাল তালুকদারের জন্ম ১৯৪৬ সালে কলকাতায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন। সেই থেকে কমলাপুরের ঠাকুরপাড়ায় তাঁদের বসবাস। ছেলেবেলায় গান ও নাচ শেখার ঝোঁক ছিল। সাবেক নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারসহ তাঁরা মোট ৫ ভাই। এর হলেন মশিউর রহমান তালুকদার, তমাল তালুকদার। আরেক ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাক তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে নিউ হ্যাম্পশয়ারে বসবাস করছেন। তাদের দেশের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার পুর্বধলা উপজেলার হাপানিয়া গ্রামে।

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে দুলাল তালুকদার যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান স্থায়ীভাবে। সেখানে তিনি নাচের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি), বোস্টন ইউনিভার্সিটি, বিশ্বখ্যাত লোকনৃত্যদল 'মান্দালা'সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। তিনি দীর্ঘদিন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ডান্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ম্যানহাটনে হামলার শিকার অভিনেতা স্টিভ বুশেমি

এইচ বি রিতা

৬৬ বছর বয়সী আমেরিকান ডিরেক্টর, অভিনেতা স্টিভ বুশেমি ম্যানহাটনে হামলার শিকার হয়েছেন। তার মুখে ঘুষি মারা হয়। এই আক্রমনে তার বাম চোখে ক্ষত, ফোলা সহ রক্তপাত ঘটে। চিকিৎসার জন্য বুশেমিকে বেলভিউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশ এখনও হামলায় সন্দেহভাজন একজনকে খুঁজছে।

পুলিশের মতে, ব্রুকলিনের স্থানীয় এবং বর্তমান ম্যানহাটনের বাসিন্দা বুশেমি গত বুধবার (৮ মে) ২৭তম স্ট্রিটের কাছে তৃতীয় অ্যাভিনিউতে হাঁটছিলেন। তখন কেউ তাকে আক্রমন করে।

রোববার রাতে, তার মুখপাত্র একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে, 'বুশেমি এখন ঠিক আছেন এবং সকলের শুভকামনার প্রশংসা করেন। তবে নিউইয়র্কের রাস্তায় হাঁটার সময় দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে যাওয়া-প্রত্যেকের জন্য দুঃখজনক ছিল।'

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন মিল

ঢাকা অফিস

ডেভিড মিলি

বাংলাদেশে নতুন রাষ্ট্রদূত পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের শীর্ষ পদটিতে এবার আসছেন চীনে নিযুক্ত দেশটির উপরাষ্ট্রদূত ডেভিড মিলি। ৯ মে বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছয়টি দেশে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। ডেভিড মিলি তাঁদের একজন। হোয়াইট হাউস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে অনুমোদনের জন্য মিলের নাম মার্কিন সিনেটে পাঠানো হয়েছে। সিনেটে শুনানির পর মনোনয়ন চূড়ান্ত হলে মিলকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হবে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে কাউকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠানো হয়। সিনেটে অনুমোদন পাওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রদূতকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করা হয়।

অনুমোদন চূড়ান্ত হলে ২০২১ সালের জুলাই থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করা পিটার হাসের স্থলাভিষিক্ত হবেন ডেভিড মিল। এর আগে ২০১৪ সালের আগস্ট থেকে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে উপমিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা এই কূটনীতিক বর্তমানে বেইজিংয়ে মার্কিন দূতাবাসে উপমিশন প্রধান হিসেবে কাজ করছেন।

অভিজ্ঞ কূটনীতিক মিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অর্থনীতি ও ব্যবসাবিষয়ক বিভাগে উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। একই বিভাগের নিষেধাজ্ঞানীতি ও বাস্তবায়নবিষয়ক পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ঢাকা, বেইজিং ছাড়াও তিনি ইউক্রেনের মার্কিন দূতাবাসে কাজ করেছেন।

ফরেন সার্ভিসে যোগদানের আগে, স্প্রিন্ট টেলিকমিউনিকেশনের করপোরেট ফাইন্যান্স কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন মিল। ভার্জিনিয়ায় জন্ম নেওয়া এই কূটনীতিক ডেলাওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস ও টুলেন ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ শেষ করেন।

ওজনপার্কে হজ্ব বিষয়ক সেমিনার

রুদ্র মাসুদ

আসন্ন পবিত্র হজ্ব উপলক্ষে হজ্বযাত্রীদের নিয়ে নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কের বায়তুন-নূর মসজিদে শিক্ষামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনার ওজনপার্ক চ্যাপ্টারের উদ্যোগে রোববার দুপুরে এ সেমিনারে হজ্বযাত্রী, মুসুল্লী এবং তরুনরা অংশ নেন। ১৮ মে শনিবার আসর নামাজের পর সেমিনারের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারে নারী হজ্বযাত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যাবস্থা থাকবে।

১২ মে রোববার দুপুরে ৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউস্থ বায়তুন নূর মসজিদে (মুনা সেন্টার অব ওজনপার্ক) অনুষ্ঠিত সেমিনার পরিচালনা করেন মুনার দায়িত্বশীল ও খিদমাহ হজ্ব গ্রুপের পরিচালক হাফেজ মোশারফ হোসাইন। সঞ্চালনা করেন বায়তুন-নূর মসজিদের ইমাম মাওলানা বেলাল হোসাইন।

সেমিনারে হজ্বের গুরুত্ব, হজ্ব পালনের নানান দিক, হজ্বযাত্রীর পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। শনিবার দ্বিতীয় পর্বে হজ্বের সময় পালনীয় এমন নিয়ম, প্রকৃয়া আলোচনা করা হবে।

এ প্রসঙ্গে হাফেজ মোশারফ হোসাইন বলেন- হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যায়বহুল ইবাদত। হজ্বের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার কাছ থেকে

সেমিনারে হজ্বের গুরুত্ব, হজ্ব পালনের নানান দিক, হজ্বযাত্রীর পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একজন হাজী জান এবং মাল ব্যায় করে হাজির হন। তাই হজ্বের সঠিক প্রকৃয়াসমূহ শিখে নেয়া প্রয়োজন। সেজন্যই সীমিত পরিসরে হলেও এই সেমিনারের গুরুত্ব রয়েছে।

ইমাম বেলাল হোসাইন বলেন, সময় স্বল্পতার কারণে প্রথম পর্বে হজ্বযাত্রীদের অংশগ্রহণ কিছুটা কম হলেও আশাকরা যায় ১৮ মে শনিবার আরো বেশী সংখ্যক হজ্বযাত্রী অংশ নিবেন। তিনি, হজ্বযাত্রীদের কাছে সেমিনারের এই দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করেন। যাতে নিউইয়র্ক সিটির হজ্বযাত্রীরা উপকৃত হতে পারেন। সেমিনারে নারী হজ্বযাত্রীরাও যাতে অংশ নিতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে। এবং সেমিনার শেষে আপ্যায়নের ব্যাবস্থা থাকবে বলে তিনি জানান।

প্রয়োজনী সেমিনার উপকরণ সরবরাহ ও সহযোগীতার সুবিধার্থে হজ্বযাত্রীদেরকে সেমিনারের পূর্বে যোগাযোগ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

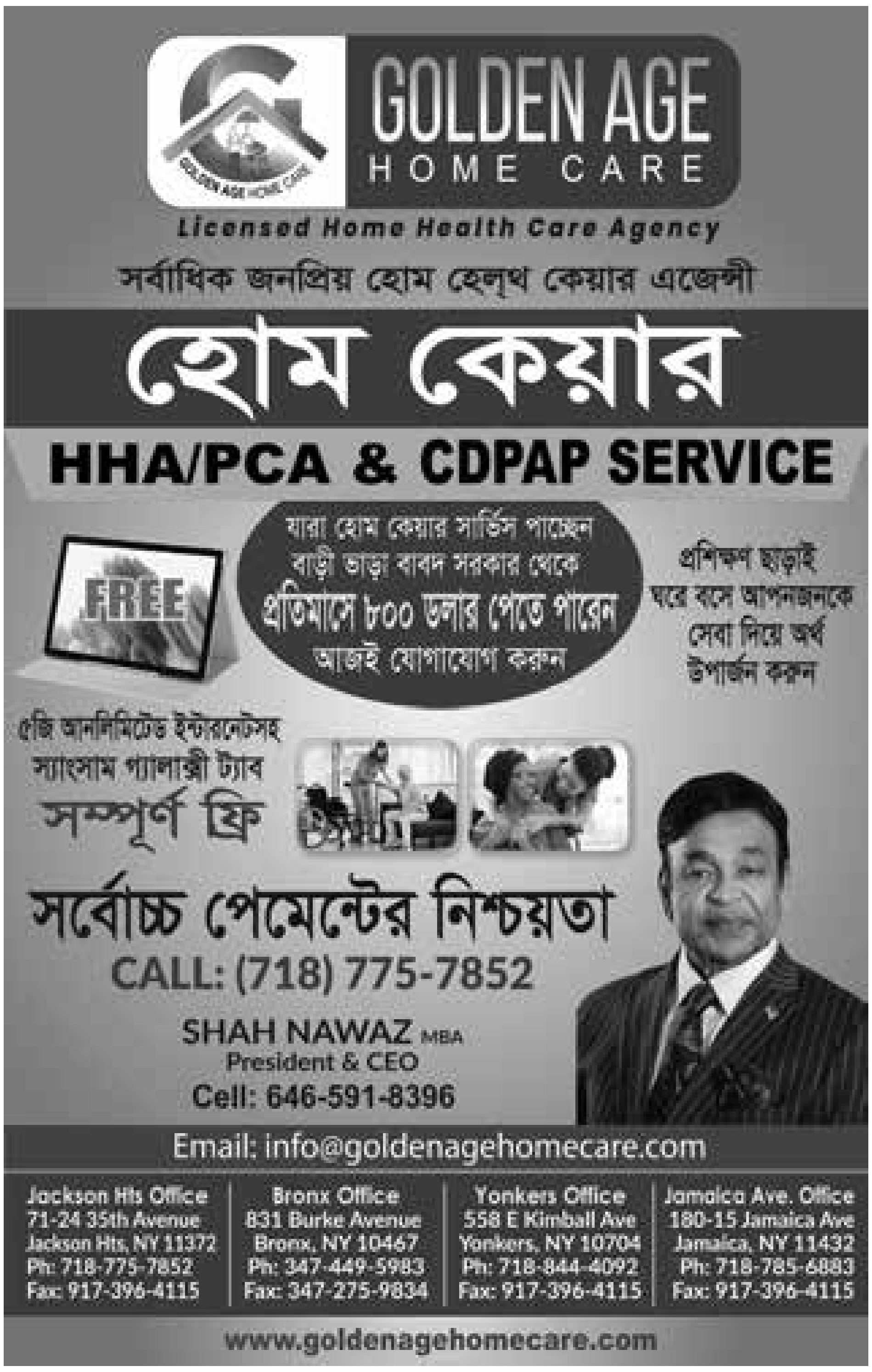

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশান
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
আলি: 917-442-8648

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মান্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোনো ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সাহায্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

উত্তর আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্রের তীর্থস্থান জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স বন্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২০১৭ সাল থেকে নিউইয়র্কের কুইন্স, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন বাংলাদেশী দর্শকদের নতুন নতুন বাংলা ছবি দর্শনের প্রধান থিয়েটার ছিল – জ্যামাইকা এভিনিউ তে অবস্থিত জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা । এখানে সর্বমোট ৫০ টিরও বেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে বায়োস্কোপ ফিল্মস এবং স্বপ্ন স্কেয়ারক্রো'র ব্যানারে ।

বায়োস্কোপ ফিল্মস সর্ব প্রথম এই থিয়েটারে জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আহমেদ এর রচিত উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রায়িত এবং জয়া আহসান অভিনীত " দেবী " ছবিটির সপ্তাহ ব্যাপী প্রদর্শনের আয়োজোন করে । "দেবী" এই প্রেক্ষাগৃহে টানা ৫ সপ্তাহ ৮৯ টি শো করে রেকর্ড স্থাপন করে । এর পর প্রায় প্রতি মাসে এখানে বাংলা ছবি'র আয়োজন বসতো । একে একে হাওয়া , পরাণ , সুরঙ্গ, প্রিয়তমা এবং দামাল ছবি গুলোর এখানে ব্যাপক দর্শক নন্দিত সমাদৃত হয়,ঔ বেশ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে । এই জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা'র লবিতে পা রেখেছেন এবং ছবি'র প্রিমিয়ার এ অংশ নিয়েছেন মেগাস্টার সাকিব খান (গলুই) , জয়া আহসান (দেবী) , আরিফিন শুভ (শাপ্লুডু) এবং অভিনেত্রী তারিন (১৯৭১ সেই সব দিন) সহ আরো অনেকে ।

এভাবে প্রচারে পরিসরে জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছেও জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠে । ২০২২ সালে এই হলে'র সারা বছরের সর্বোচ্চ আয়ের ১০টি সিনেমা'র ভেতর ৩টি বাংলাদেশের ছবি – হাওয়া , পরাণ এবং দামাল স্থান করে নেয় । এটা ছিল উত্তর আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের একটি মাইলফলক । গত ৩০ এপ্রিল 'ওমর' ছবিটি ছিল জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে প্রদর্শিত শেষ বাংলা ছবি ।

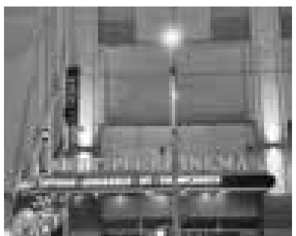

জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স বন্ধ হবার খবরে দুঃখ প্রকাশ করেন বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নওশাবা রশিদ । তারা জানান, ৬ বিলিয়ন ডলারের রি-ডেভলাপমেন্টের প্লানিংয়ে এই প্রেক্ষাগৃহ টির স্থান হয়নি । লা গুয়ারডিয়া থেকে ম্যানহাটন পর্যন্ত দ্রুতগামী ট্রেনের নব্য স্টেশন , ২ব্লক জুড়ে মল স্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এখানে। তারা বলেন, বাংলা ছবি'র দর্শকদের কাছে বাংলা ছবি নিয়ে আসবার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আগামী জুন মাসে আমরা 'তুফান' সহ বেশ কয়েকটি নতুন ছবি নিউ ইয়র্ক থিয়েটারে দেখাবার আশা রাখি ।

কিউ গার্ডেনে 'দেয়ালের দেশ'

১৭ মে শুক্রবার বায়স্কোপ ফিল্মসের ব্যানারে মিশুক মনি পরিচালিত 'দেয়ালের দেশ' মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি কিউ গার্ডেনে অবস্থিত কিউ গার্ডেন সিনেমা হলে সপ্তাহ ব্যাপী প্রদর্শিত হবে ।

কিউ গার্ডেনে অবস্থিত এই প্রেক্ষাগৃহটি ১৯৩০ সালে নির্মিত । বনেদি এই সিনেমা হলটি গত বছর সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা হয় ।

ঢাকা'য় দর্শক নন্দিত 'দেয়ালের দেশ' এই কিউ গার্ডেনে পুরো এক সপ্তাহ - মে ১৭ থেকে মে ২৩ পর্যন্ত চলবে – প্রতিদিন ৩টি শো মিলিয়ে মোট ২১ টি শো হবে । টিকিট ওয়েবসাইট এবং কাউন্টারে পাওয়া যাবে – www. https://www.kewgardenstheatre.com/

বায়োস্কোপ ফিল্মস থেকে আরো জানানো হয়েছে যে তারা ব্রঙ্কসে এবং ব্রুকলীনে নতুন থিয়েটারের ঘোষণা দেবেন বেশ শিগগীরই ।

(81-05 Lefferts Blvd. Kew Gardens এ অবস্থিত এই থিয়েটারটি সাবওয়ে এবং ট্রেনে খুবই সহজ যাওয়া যায় । এক্সপ্রেস E এবং F ট্রেনে গেলে Kew Gardens/Union Turnpike স্টেশনে নাম্ লে মাত্র ৩ ব্লক হাটলেই পৌছে যাবেন এখানে । আর LIRR এর মেইন লাইনে Austin Street/ Lefferts Blvd. স্টেশনে নেমে গেলে অর্ধেক ব্লক ও হাটতে হবে না । স্ট্রিট পারকিং আছে আশে পাশেই)

মিশিগানে মা দিবস উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১২ মে রোববার মা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মা দিবস উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েরা দূর দূরান্ত থেকে এসে মায়েদের সাথে দেখা করেছে, উপহার দিয়েছে, কেক কেটেছেন, মাকে নিয়ে বেড়ানো, খাওয়া দাওয়াসহ সুন্দর সময় কাটিয়েছে। মায়েরাও ছেলেমেয়েদেরে দোয়া, আশীর্বাদ করেছেন।

বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'এর উদ্যোগে ১২ মে রোববার ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে সংগঠনের সদস্যদের এক মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছিল, এতে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল । অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মায়েদের উদ্দেশ্যে কেক কাটা হয়। মা'কে নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিলা দেব। মা দিবস উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কবি ও লেখক ইশতিয়াক আহমেদ রুপু, সংগঠনের সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক পার্থ সারথী দেব, শফিক রহমান, জুয়েল খান, ফয়ছল আহমদ মুন্না, মাহমুদুল হক, ফারজানা চৌধুরী, হারান সেন, সঞ্জয় দেব, শর্মিলা দেব এবং কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া আক্তার লিমা।

দুর্গা মন্দির : ডেট্রয়েট শহরের দুর্গা মন্দিরে ১২ মে রোববার দুপুরে মা দিবস উপলক্ষ্যে হেনা দাশ ও চিত্ত দাশ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে মায়েদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গীতাপাঠ, কীর্তন ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। সকল মায়েরা একত্রিত হয়ে একটি কেক কাটেন। ছেলেমেয়েরা মায়েদের নিয়ে ছবি তোলেন, সুন্দর সময় কাটান। মা দিবস উপলক্ষ্যে হেনা দাশ বলেন, মায়েরা হচ্ছেন সর্বাং সহা, মাকে সবকিছু সহ্য করতে হয়, মেনে নিতে হয়, সন্তানরা না জেনে, না বুঝে মাকে অনেক সময় কষ্ট দেয় কিন্তু সন্তান যখন মা বলে কাছে আসে মা তখন সবকিছু ভুলে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অমল কৃষ্ণ দেব, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পারিন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশান ডাইরেকটার পার্থ দেব জানান, মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিটি বাঙালি পার্বণ ও উৎসব পালন করে বাঙালির কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে বাঙলা ও বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, বিষয় জানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

শিব মন্দির : ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে ১২ মে রোববার বিকেলে মা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ছিল গীতাপাঠ, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ। মায়েদের উদ্দেশ্যে কেক কাটা হয়। সব মায়েরা মিলে ছবি তোলেন, সন্তানদের সাথে সুন্দর সময় কাটান।

জাবি এলামনাইয়ের বর্ষবরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

"নতুন দিনের আহ্বানে এলো বৈশাখ" এই শ্লোগানকে ধারন করে জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ এর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় ১১মে শনিবার কুইন্সের দ্য মেরী লুইস একাডেমীতে বাংলা বর্ষবরণ উদযাপনে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইবৃন্দ। তাঁরা নেচে গেয়ে উৎসব আনন্দে কাটিয়েছেন একটি দিন। এবারের উৎসবে পোশাকের থিম ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিলে ফোটা শাপলা ফুল। বাংলার সবুজ তথা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশেষ ডিজাইনের সবুজ পাঞ্জাবি এবং শাপলার কারুকার্যের রঙিন শাড়ি পরে আয়োজকরা অনুষ্ঠানে আসেন। বর্ষবরণ উপলক্ষে স্কুলটিকে সাজানো হয় বাংলার ঐতিহ্যবাহী আলপনা এবং নানা রঙের মুখোশ ও নিশান দিয়ে। স্কুলের প্রবেশদ্বারে বসেছিলো বাংলার শাড়ি-চুড়ি ও মাটির গহনার মেলা, যেন প্রবাসের মাটিতে একখন্ড গ্রামীণ বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের ঐতিহ্যবাহী ইলিশ, ভর্তা-ভাজিসহ বাঙালি খাবার এবং পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের আলোকে সাজানো এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান এবং মার্কস হোম কেয়ারের সত্বাধিকারী ইন্‌জিনিয়ার মাহফুজুল হক। তাদের ফুল দিয়ে বরন করে নেন উপদেষ্টা একরামুল করিম এবং আশুতোষ সাহা। বিকাল ৫ টায় মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন উৎসবের আবহায়ক শামিম আরা বেগম এবং সদস্য সচীব তামান্না শবনম পাপড়ী।

ডোনাল্ড লুর বক্তব্যেই আমেরিকার অবস্থান পরিষ্কার: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর বক্তব্যই বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক স্পষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এক বক্তব্যের জবাবে বৃহস্পতিবার তিনি এ মন্তব্য করেন।

দুদিনের সফরে গত মঙ্গলবার ঢাকায় আসেন আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। তাঁর এই সফরে সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হলেও বিএনপির সঙ্গে কোনো বৈঠক হয়নি।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটি আয়োজনে ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে সুষম খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কাদের আরও দাবি করেন, দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন দেখে হিংসায় পুড়ে যাচ্ছে বিএনপি।

বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'এর মিলন মেলা

মিশিগান প্রতিনিধি

বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'এর উদ্যোগে১২ মে রোববার ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে সংগঠনের সদস্যদের এক মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছিল, এতে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল। শুরুতে আড্ডা, সবাই মিলে রান্না, খাওয়া দাওয়া, ফটো সেশান, গান। লোকগীতি পরিবেশন করেন শর্মিলা দেব, হারান সেন ও মাহমুদুল হক। কৌতুক পরিবেশন করেন কবি ও লেখক ইশতিয়াক আহমেদ রুপু। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মায়েদের উদ্দেশ্যে কেক কাটা হয়। মা'কে নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিলা দেব। মা দিবস উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কবি ও লেখক ইশতিয়াক আহমেদ রুপু, সংগঠনের সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাংবাদিক পার্থ সারথী দেব, শফিক রহমান, জুয়েল খান, ফয়ছল আহমদ মুন্না, মাহমুদুল হক, ফারজানা চৌধুরী, হারান সেন, সঞ্জয় দেব, শর্মিলা দেব এবং কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া আক্তার লিমা প্রমুখ।

মা দিবসে নিজেদের মায়ের গল্প শোনালেন নিউইয়র্কের নারীরা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্ব মা দিবস পালিত হলো ১২ মে রোববার। মায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয়েছে দিবসটি। বিশ্ব মা দিবসে মায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের। দিবসটি উপলক্ষে 'মায়ের গল্প শুনি' শীর্ষক ব্যতিক্রমী এক আয়োজন করে 'ঠিকানা'। সেল ফোন কোম্পানি রিভারটেলের সৌজন্যে ভিন্নধর্মী এই অনুষ্ঠানটি হয়। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউয়ের রিভারটেল কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ১২ মে রোববার নিউইয়র্কের বিভিন্ন অঙ্গনের সুপরিচিত নারী ও মায়েরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তারা শোনান নিজ নিজ মায়ের গল্প মায়ের সঙ্গে তাদের প্রিয় মুহূর্তগুলোর কথা। একই সঙ্গে জানান মায়ের প্রতি সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। স্মরণ করেন মায়ের অবর্ণনীয় কষ্ট আর অবদানের কথা। গল্প বলার মধ্য দিয়ে সব নারীই চেষ্টা করেছেন নিজ নিজ মাকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসানোর।

ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীনের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঠিকানার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাংবাদিক রেজওয়ানা এলভিস। মূল আয়োজনে ছিলেন ঠিকানার সিইও মুশরাত শাহীন ও রিভারটেলের প্রধান রুহিন হোসেন। তাদের সহযোগিতা করেন মাহমুদ, হুমায়রা, মুহিবুরসহ ঠিকানা পরিবার।

বিশ্ব মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত

মুনার অনুষ্ঠানে বক্তারা

রশীদ আহমদ

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের উপর পাশবিক ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ব মানবতা আজ ভুলন্টিত। তাই বিশ্ব বিবেককে ফিরিয়ে আনতে হলে, ইসলামের সার্বজনীন সৌন্দর্য্য ও দ্বীনের দাওয়াতকে প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।তিনি আরো বলেন, মুনার প্রতিটি জনশক্তিকে আজীবন হক্কের পক্ষে ও জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

তিনি ৪ মে শনিবার বাদ আসর বায়তুল মা'মুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিনে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) দাওয়াহ এন্ড ফেইথ অ্যাওয়ারনেস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং মুনা নিউইয়র্ক নর্থ ও সাউথ জোনের সমন্বয়ে একটি অনাড়ম্বর "ঈদ পুনর্মিলনী ও দাওয়াতি পক্ষ" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

ন্যাশনাল দাওয়াহ ডিরেক্টর প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে ও মুনা নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সেক্রেটারী ইমদাদ উল্লাহর সাবলীল সঞ্চালনায় শুরুতে কুরআনে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন ফখরুল ইসলাম ফায়সাল।

উক্ত প্রোগ্রামে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন, মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, মুনা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী সিপিএ ও মুনা ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আহমাদ আবু উবায়দা।

এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মুনার সোশ্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ ও শূরা সদস্য মোশাররাফুল মাওলা সুজন। আরো বক্তব্য রাখেন সাউথ জোন প্রেসিডেন্ট শাফায়াত হোসেন ও মুনা নর্থ জোন প্রেসিডেন্ট রাশেদুজ্জামান।

দুবাইয়ে গোপন সম্পদের পাহাড়, তালিকায় ৩৯৪ বাংলাদেশি

নিউজ ডেস্ক

দুবাই আনলকড' নামে বৈশ্বিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক প্রকল্পে দুবাইয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজারও মানুষের সম্পদের গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঝলমলে আকাশচুম্বী সব ভবন আর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার শহর দুবাই। এক সময়ের ধু ধু মরুভূমি থেকে ঝা চকচকে শহরে রূপ নেওয়া দুবাইয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষের বিপুল পরিমাণ গোপন সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। অর্থের উৎস সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই ব্যাংকের মাধ্যমে কিংবা ব্যক্তিগত বিমান ভরে অর্থ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে আমিরাতে। আর এই সুযোগে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা ব্যক্তি, অর্থপাচারকারী ও অপরাধীরা দুবাইয়ে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়।

'দুবাই আনলকড' নামে বৈশ্বিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক প্রকল্পে দুবাইয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষের এই সম্পদের গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে। অনুসন্ধানী এই প্রকল্পে ৫৮টি দেশের ৭৪টি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি) ও নরওয়ের সংবাদমাধ্যম ই-টোয়েন্টিফোরের নেতৃত্বে এই অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ১৪ মে মঙ্গলবার 'দুবাই আনলকড' শিরোনামে প্রতিবেদনটি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে ওসিসিআরপি।

২০২০ থেকে ২০২২ সাল নাগাদ দুবাইয়ে বিদেশিদের মালিকানায় থাকা সম্পদের পরিমাণ ১৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি

বিভিন্ন দেশের সন্দেহভাজন অপরাধী, নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা দুবাইয়ে কীভাবে নিরাপদে সম্পদ কিনেছেন, সেই চিত্র উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর অ্যাডভান্স ডিফেন্স স্টাডিজ (সি৪এডিএস) প্রথম এই ফাঁসকৃত তথ্য পায়।

দুবাইয়ের সরকারি ভূমি দপ্তরসহ অন্যান্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ফাঁস হওয়া তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান চালানো হয়। ওসিসিআরপি বলছে, ২০২০ থেকে ২০২২ সাল নাগাদ দুবাইয়ে বিদেশিদের মালিকানায় থাকা সম্পদের পরিমাণ ১৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

sunman express
global money transfer

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্প.

Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

বাংলাদেশে টাকা পাঠান সর্বোচ্চ রেটে
সর্বনিম্ন ফি!

শুভ উদ্বোধন

টাকা পাঠালেই নিশ্চিত পুরস্কার*

সানম্যান এর লোকেশন এখন
চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে

Authorized Agent
ANCHOR TRAVELS

487 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

929 723-6446 | 929 409-4188

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক
ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

ANCHOR TRAVELS
এ্যাংকর ট্রাভেলস
AIRLINES TICKETS
73-05 37th Road Lower Level, Store#3, Jackson Heights, NY11372
এ্যাংকর ট্রাভেলস
এ্যাংকর ট্রাভেলস
SEND MONEY
HIGHEST RATE
LOWEST FEES
BEST FLIGHT
এ্যাংকর ট্রাভেলস
নতুন শাখা
জ্যাকসন হাইটস-এ
631 774-0409
(516) 850-1311
73-05 37th Road Lower Level, Store#3
Jackson Heights, NY11372

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD حلال HALAL FOOD
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
. নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড সিক পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ ম্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সহায়তা করে থাকি।
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
Jackson Heights Office: 37-16 73rd St, 4th Fl. Suite 401 Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-898-7100
Jamaica Office: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432 Tel: 718-291-4163
Bronx Office: 2113 Starling Ave, 2nd FL, Suite 201 Bronx, NY 10462 Tel: 718-319-1000
Buffalo Office: 977 Sycamore St 2nd Floor, Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Long Island Office: 469 Donald Blvd. Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office: 509 Mcdonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6506 Cell: 347-777-7200
Buffalo Office: 59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

PREMIUM SUPERMARKET
حلال HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 17 - 23, 2024) | Promo Code : PSP71
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $4.99/LB CUT OFF ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE 2/$5.00 250 GM EURO KOI BLOCK
SALE $1.79/LB 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 3 / 5 KG KATLA
SALE $14.99/EA 2 KG MRIGEL
SALE $3.99/LB 1 KG CK BRAND KORAL WHOLE
SALE $2.49/LB 1 KG TILAPIA WHOLE
SALE $3.29/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
SALE $19.99/EA SIZE 1/2 GOLDA SHRIMP
SALE 3/$5.00 200 GM HAOR BRAND KESKI TRAY
SALE $4.99/EA 2 LB BAG CK BRAND PANGASH STEAK
SALE $22.99/EA 20 LB ROYAL CHEF'S SECRET BASMATI RICE
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $7.99/EA 11 LB JUBILLEE WHEAT FLOUR (ATA)
SALE $11.99/EA 1 KG RED LABEL TEA
SALE $3.99/EA 24 OZ LAXMI GINGER GARLIC PASTE
SALE $8.99/EA 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE $31.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $11.99/EA 3 LTR MAIZO CORN OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $12.99/EA 5 LTR ZER CORN OIL
SALE $6.99/EA 200 G NESCAFE ORIGINAL COFFEE
SALE 2/$14.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 17 - 23, 2024) | Promo Code : PSP31
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $4.99/LB CUBE ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE $2.49/LB ZABIHA HALAL REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $22.99/EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE $1.79/LB 3 KG ROHU
SALE $9.99/EA 21/25 2 LB BAG EZ PEELED SHRIMP
SALE 3/$5.00 KESKI TRAY (HAOR)
SALE 2/$5.00 250 GM KOI BLOCK CROWN FARMS
SALE $22.99/EA 20 LB ROYAL CHEF'S SECRET BASMATI RICE
SALE $17.99/EA 22 LB FIVE ROSES ALL PURPOSE FLOUR
SALE $10.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE $30.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $10.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $7.99/EA 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE $6.99/EA 200 GM NESCAFE ORIGINAL COFFEE
SALE $10.99/EA 1 KG RED LABEL TEA
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

AL HARAMAIN PERFUMES

Where Timeless Luxury Meets Unparalleled Sophistication

__AL HARAMAIN PERFUMES__ story begins when Mr.Mahtabur Rahman's father, Mr Kazi Abdul Haque, first travelled to Makkah and smelt the musky aroma of Oudh, which inspired him to begin an agarwood trading business in Makkah and to open a couple of stores in Makkah and Madinah. AL Haramain Perfumes has offered some of the world's finest oudh and perfumes from these signature stores. Several years later, Mr. Mahtabur Rahman visited the distilleries in Taif which led to an appreciation for perfumeries and the sophistication of the perfumers' craft. The development of vision, technology, staff, and resources was instrumental in shaping the global fragrance industry. AL Haramain Perfumes has thus built a business heritage, passed down from father to son and nurtured through three generations, rooted in shared values, sound business ethics and a common philosophy. Today, we have hundreds of exclusive retail outlets and thousands of stockists around the world. We are recognized as the premier producer and retailer of niche perfumes globally. In addition, with every bottle we strive to bring both our heritage and an exceptional experience to life.

Mohammed Mahtabur Rahman (Nasir)
Chairman and Managing Director of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

Munira Rahman
Chief Marketing Officer & Brand Ambassador of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

"We are incorporating the next-generation technology into the business management to maintain our company's leadership in the industry. We started the e-commerce to help the business grow. We have also initiated social media marketing, digital public relations, digital media marketing as well as artificial intelligence in target marketing,". said Munira.

Today, AL Haramain Perfumes works within this changing social and fashion context, and this requires a flexible approach. We have always sought to increase its expertise and impact through collaboration with others. In this regard, AL Haramain Perfumes has, over the years, begun to do business with a renewed focus on environmental issues, and consumer education, and implement not only rules and regulations but also, international best practices. The Company adopted the ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices Standard and continues to procure all its raw materials in an ethical and environmentally sustainable manner, as this is the only way to ensure that the fragrance industry as a whole can continue to thrive in the future. We will continue to develop new and innovative fragrance concepts, expand its retail presence into new geographical territories around the globe.

Transform your fragrance game with Al Haramain Perfumes!

Elevate your essence to new heights

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken
বিশাল মূল্যছাড়!
Rad and hart chicken
১০
টি চিকেন
কিনলে
৫ টি
ফ্রি
حلال
HALAL
এই অফারটি ১ সপ্তাহ ধরে চলবে আল মদিনাতে
মে ১৭ থেকে মে ২৪ তারিখ পর্যন্ত
151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)
WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন 'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE · ASTHMA DIABETES CENTER · CARDIOLOGY · PHYSICAL THERAPY · UROLOGY
GYNECOLOGY · PODIATRY · GASTRO-ENTEROLOGY · ORTHO-PEDICS · HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার	শনিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

শতাব্দী'র জুরিসপ্রুডেন্সে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শায়লা শারমিন শতাব্দী আটলান্টার ইমোরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ল স্কুল থেকে আইন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে অনার্স সহ জুরিসপ্রুডেন্সে ডক্টরেট (জুরিস ডক্টর) ডিগ্রি লাভ করেছেন। সে একাডেমীর সমাপনী পরীক্ষায় ৩.৮৫ স্কোর করেছে। সে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন টেক থেকে হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন ও নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় (এনওয়াই ইউ) থেকে কলেজ ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। সে খেটে খাওয়া ও হত দরিদ্র মানুষদের বিনা পারিশ্রমিকে আইনি সাহায্য করতে চায়। এবং স্হানীয় মুলধারার রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত হতে বেশী আগ্রহী । এ জন্য তিনি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন ।

উল্লেখ যে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন চলমান যুদ্ধে ছাত্র- ছাত্রীদের মাঝে পক্ষে-বিপক্ষে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠায় সংহিংস আন্দোলনের কারনে সাধারন

শায়লা শারমিন শতাব্দী

ছাত্রদের কথা চিন্তা করে সকল প্রকার সহিংস বিক্ষোভ / আন্দোলন এড়ানোর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান না করে দ্যা ওয়েস্টিন হোটেলের বলরুমে বিভাগ অনুযায়ী স্বল্প পরিসরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়র প্রেসিডেন্ট জর্জ এল, ফ্যানভেস, ইমোরী এলামনাই প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ হ্যালকস, ল স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি মার্শাল

তৃতীয়বারের মতো প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান হলেন শাহীন খালিক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিলেটের বিয়ানীবাজারের শাহীন খালিক নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের প্যাটারসন সিটি নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।এ-নিয়ে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হলেন তিনি। স্থানীয় সময় ১৪ মে মঙ্গলবার দিনব্যাপী ভোটগ্রহণ ও গণনা শেষে প্রবাসী বাংলাদেশি-আমেরিকান শাহীন খালিককে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

তার প্রতিদ্বন্দ্বি অপর দুই প্রার্থীর মধ্যে আরেকজন বাংলাদেশি-আমেরিকান এহিয়া খান। অপর প্রার্থীর নাম ফ্র্যাঙ্ক ফিলিপলী। সিটির ওয়ার্ড কাউন্সিল নির্বাচনে শাহীন খালিকের ওই বিজয়কে প্রবাসীরা বাংলাদেশি কমিনিউটির বিজয় বলে উল্লেখ করেন শাহীন খালিক।

কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীনে'র বিষন্ন মা দিবস

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রয়াত মা'র বিদেহী আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনায় বিষন্ন এক মা দিবস কাটালেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কন্ঠশিল্পী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি এন পি'র কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বেবী নাজনীন।

১৩ মে সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্স প্যালেসে সদ্য প্রয়াত মা আবিদা সুলতানার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, দল-মত নির্বিশেষে সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহল ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল। এসময় কন্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন মা এর স্মৃতি'স্মরণে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বেবী নাজনীন।

জামাইকা মুসলিম সেন্টারের পেশ ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগের পরিচালনায় পরিচালিত হয় মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত। এতে

প্রয়াত আবিদা সুলতানার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। একি সাথে নির্যাতিত নিপীড়িত গাজা বাসীর জন্যও প্রান খুলে প্রার্থনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বেবী নাজনীন, তার ছেলে মহারাজ অমিতাভ সাঈদ , কন্ঠ শিল্পীর ছোট বোন সাবরিন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান, একি সাথে মায়ের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া কামনা করেন । এই বছরের ১৭ এপ্রিল ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ৭৫ বছর বয়সী আবিদা সুলতানা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
EUROPE | BANGLADESH
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

মা দিবসে ৫ সফল মা'কে সম্মাননা দিল সবুজ সভা ও জেবিটিভি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে সামাজিক সংগঠন 'সবুজ সভা' ও 'জয় বাংলাদেশ টেলিভিশন' সম্মাননা দিয়েছে একদল মা'কে। ১২ মে রোববার মা দিবসে জ্যামাইকা ৪৭-১৪ হিলসাইডে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের কাঁচারিঘরে জেবিটিভি স্টুডিওতে ওই অনুষ্ঠান হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর ও এজেডএম গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সবুজ সভার সমন্বয়ক লাইলা খালেদার পরিচালনায় ও সাংবাদিক কাবেরি মৈত্রীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জীবন সংগ্রামে সফল ও অনুকরণীয় পাঁচজন নারীকে 'গ্রীন মম অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লেখক আসমা ফেরদৌস, উন্নয়ন সংগঠক আম্বিয়া অন্তরা, লেখক ও সংগঠক নাহার ফরিদ খান, নারী ও মানবাধিকার সংগঠক সুলেখা পাল এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ড. রুমা চৌধুরী।

প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই পৃথিবীর কাছে আমাদের অনেক ঋণ। আমি ভালোবাসার দরজা খুলে সকল বাংলাদেশিকে আমার হৃদয়ে জায়গা করে দিই। প্রতিটি মানুষের কাছে আমি আমরা ঋণী। তাদের অবদানে আমি আজকের এই জায়গায় এসেছি। এই মানুষদের ঋণ শোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যখন থেকে আমার চারদিকের মানুষ দেখেছি, প্রতিবেশিদের সঙ্গে মিশেছি তখন থেকেই আমি ভালোবাসা পেয়ে আসছি। তখন থেকেই ভালোবাসার ঋণ অনুভব করতে শিখেছি। আমি মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে যখন প্রার্থনা করি, তখন বলি, জীবনে যে এক মুহূর্তের জন্য আমার কল্যাণ চেয়েছে, আমাকে ভালোবেসেছে, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। তার বাবা মা'কেও ক্ষমা করে দিন। তার জীবন সহজ করে দিন। স্যার আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি আমি ভালোবাসা চাই। এটিও বিশ্বাস করি আরো একজন মানুষও ভলোবাসাই চান। দুজনের এই মিলিত প্রত্যাশাই অহিংস জীবনের সন্ধান দেয়। এভাবেই অহিংস সমাজের জন্ম হতে পারে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলপ্রধানরা যখন দলের মালিক হয়ে গেছে, তখন থেকে সর্বনাশা আগুন গোটা রাষ্ট্র থেকে সমাজ, সমাজ থেকে পরিবারে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সর্বত্রই এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যখন ছাত্র তখন কমিউনিজমের কথা ভাবতাম। সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু তখন আমার ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার মানে আমার ধর্ম থেক বেরিয়ে আসার ইন্ধন যোগানো হয়েছে। তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি, আমার বিশ্বাস কীভাবে ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। কীভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষা চালু রেখে আমাদের জীবন ব্যবস্থার সুন্দর ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের সন্তানরা ওই একই চক্রের শিকার হয়ে যখন সমকামিতার মতো ভয়াবহ প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে, তখন তার দায় আমরাও এড়াতে পারি না। এখানেও আমাদের কিছু কিছু সংগঠন রয়েছে, যে সংগঠনগুলো সমকামিতাকে এগিয়ে নিতে সিটি থেকে অর্থ অনুদান পেয়ে থাকে। ওই অনুদান কোথা থেকে আসে তা আপনারা সবাই জানেন। তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে এই সমাজ থেকেই বেছে নিতে হবে, কোনটি আমার জন্য ভালো, আর কোনটি আমার জন্য খারাপ।

স্যার আবু জাফর মাহমুদ 'সবুজ সভা' সংগঠনের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই সংগঠনকে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে নেয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশাবাদ জানান।

মার্কিন কূটনীতিকের তালিকায় বাংলাদেশি আমির উজ্জামান

ইমা এলিস

আমির উজ্জামান

জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও স্পেকট্রামনীতি উন্নয়ন কর্মসুচিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলী আমির উজ্জামান টুটুল। আগামী ২০২৯ সাল পর্যন্ত ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) যুক্তরাষ্ট্রের একজন বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি হিসাবে এ কর্মসুচিতে কাজ করবেন তিনি। দায়িত্ব পালনের জন্য ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র তাকে কূটনৈতিক অফসিয়াল পাশপোর্ট প্রদান করেছে।

টুটুল যুক্তরাষ্ট্রের একজন উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা এবং এফএএ-এর স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মার্কিন প্রতিনিধিদলের একজন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে জাতিসংঘে আইটিইউ-এর প্রযুক্তিগত বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত থাকবেন।

আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কানাডাসহ ইউরোপ থেকে সাহিত্য সংস্কৃতির লোকজনের সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে।

বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক বইমেলার পরিসরের ব্যপ্তি ঘটেছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এ বইমেলায় এখন নতুন কিছু সংগঠন যুক্ত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রকাশকরা যোগ দিচ্ছেন এবং উত্তর এ বইমেলা উপলক্ষেই নতুন বাংলা বই প্রকাশিত হচ্ছে। ১৪ মে মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠক এবং জনসমাজের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিরা। বইমেলার আহ্বায়ক লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌসের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় জানানো হয় জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিত এবারের বইমেলা উদ্বোধন করবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা।

বাংলাদেশ, ভারত ও উত্তর আমেরিকার স্বনামধন্য ৪০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে এবারের মেলায়। এছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য পাঠক, লেখক ও শিল্পীর উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠবে বইমেলা। এবারের বইমেলায় ভারতের পদ্মশ্রী পুরস্কার বিজয়ী সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাসহ অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। মেলায় বইয়ের প্রদর্শনী ছাড়াও রয়েছে আলোচনা, সেমিনার, বই পরিচিতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, তরুণদের অংশগ্রহণে বিশেষ পর্ব, বিতর্কসহ নানা আয়োজন। চলছে গানের মহড়া ।

সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য রাখেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. নুরুন নবী, ও কো-চেয়ারপার্সন নিনি ওয়াহিদ, গোলাম ফারুক ভুইয়া, বিশ্বজিত সাহা, প্রকাশক রেদোয়ানুর রহমান জুয়েল প্রমুখ।

আয়োজকরা জানিয়েছেন এবারই প্রথম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যুক্ত হয়েছে নিউইয়র্ক বইমেলায়। থাকছে মুক্তিযুদ্ধের উপর বিশেষ কয়েকটি পর্ব অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদের মধ্য থেকে সেরা প্রকাশককে পুরস্কৃত করা হবে। দেয়া হবে সাহিত্যে অবদানের জন্য পুরস্কার ও সম্মাননা। বইমেলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়বে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি।

উন্নয়নে কার্যকর জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমাদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ কর্মক্ষম। আমাদের শ্রমশক্তির ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ নারী, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আইসিটি খাতে ২০২৬ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।'

রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গতকাল 'আইসিপিডি-৩০: জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নবিষয়ক বৈশ্বিক সংলাপ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ, বুলগেরিয়া এবং জাপান ও ইউএনএফপিএ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই সংলাপ পরিবর্তনশীল জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জগুলো এবং সুযোগগুলো খুঁজে বের করে আলোচনার বৈশ্বিক একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

সরকারপ্রধান বলেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই বৈশ্বিক সংলাপ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ জাতিসংঘে অনুষ্ঠেয় 'সামিট অব দ্য ফিউচার'-এর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে সহায়ক হবে।

শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার আরও কার্যকর ভূমিকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সেখানে মানুষ ইসরায়েলি আগ্রাসন ও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং ইসরায়েলের গণহত্যা ও আগ্রাসনের ফলে নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের কথা। বিপুলসংখ্যক নারী ও শিশু ফিলিস্তিনে আজ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, ইউএনএফপিএর নির্বাহী পরিচালক ড. নাতালিয়া কানেম, মালদ্বীপের সামাজিক ও পরিবার উন্নয়নমন্ত্রী আইশাথ শিহাম, কিরিবাতির নারী, যুব, ক্রীড়া ও সামাজিকবিষয়ক মন্ত্রী মার্টিন মোরেত্তি, জাপানের পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী ইয়াসুশি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন।

বুলগেরিয়া সরকারের প্রতিনিধিও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পেছন ফিরে তাকাতে চায় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনকে সামনে রেখে গত বছর সম্পর্কে বেশ অস্থিরতা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এখানে পক্ষপাতহীন, সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচনের জন্য কাজ করেছে। এখন আমরা দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে আগ্রহী। আর পেছনে ফিরে তাকাতে চাই না।'

লু জানান, সম্পর্ক জোরদার করার উপায় খুঁজতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করার জন্য মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, শ্রমমান সংস্কার, মানবাধিকার, ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করা, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বিনিয়োগ, বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি।

মার্কিন এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আলোচনায় আরেকটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব দিয়েছে, তা হলো বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। এ ক্ষেত্রে সরকারিভাবে সব পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে।

বাংলাদেশে করভিত্তি বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, সব নাগরিকের ন্যায্য হারে কর দেওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়া দরকার।

আলাদা প্রেস ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ দাবি করেন, সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা ভিসা নীতি ও মানবাধিকার বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

তবে র‍্যাবের ওপর দেশটির দেওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে কথা হয়েছে। এটা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

বাণিজ্য সম্প্রসারণে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা ফিরিয়ে দিতে চায়, এমনটা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, তবে সে জন্য শ্রমনীতি সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

কর ফাঁকি বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দিতে চায় জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, এখানে মাত্র ২৫ লাখ লোক কর দেয়। কয়েক কোটি লোকের কর দেওয়ার সক্ষমতা আছে। কিন্তু কর দেয় না। কর ফাঁকি বন্ধে তারা সাহায্য করতে চায়।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে ও আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স করপোরেশন থেকে তহবিল দিতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত সাজাপ্রাপ্ত খুনি এ এম রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিও আলোচনায় তোলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ বিষয়ে লুর দাবি, বিষয়টি তাঁদের বিচার বিভাগের অধীন। সেখানে হোয়াইট হাউস ও পররাষ্ট্র বিভাগের এখতিয়ার নেই। তবে এ ক্ষেত্রে সহায়তা করা যেতে পারে।

লু গতকাল পরিবেশ, বন ও জলবায়ুমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

কূটনৈতিক একাধিক সূত্র জানায়, পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আলোচনায় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়ানো, ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন লু।

এর বাইরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনে অনির্ভরযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের ঝুঁকির বিষয়টিও আলোচনায় টেনে আনা হয়।

বাংলাদেশ সরকার এসব ক্ষেত্রে সতর্ক আছে বলে মাসুদ বিন মোমেন লুকে জানান।

দুদিনের সফরে লু গত মঙ্গলবার ঢাকা আসেন।

সাবেক ৯ প্রেসিডেন্টই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইনে দায়ের করা এ মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের দণ্ড হতে, নাও হতে পারে। বিবাহিত থাকা অবস্থায় একজন পর্ন তারকার সাথে ট্রাম্প যৌনকর্ম করেছেন। যদিও ফৌজদারি আইনে এটি দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ নয়। মুখ বন্ধ করার জন্য অর্থ দেয়াও অপরাধ নয়। অপরাধ হচ্ছে নির্বাচনি তহবিল থেকে যদি তিনি অর্থ দিয়ে থাকেন। এ বিষয়টিই এখন প্রমাণের অপেক্ষায়।

আদালতে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলস এরমধ্যেই আদালতে ট্রাম্পের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরনে কি ছিল, শরীরের কোন এলাকায় স্পর্শ করেছেন ট্রাম্প- এসব বর্ণনা আদালতের কার্যবিবরণী থেকে পাওয়া গেছে। নিউইয়র্কের আদালতে এসব বিষয়কে টেনে আনা গয়েছে ট্রাম্প যে নৈতিকভাবে একজন নিম্ন পর্যায়ের লোক- এমন একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা। যদিও এসব রগরগে বর্ণনায় ট্রাম্পের সমর্থকদের কেউ এখনো তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেছে বলে জানা যায়নি। উপরন্তু সমর্থকদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি আনুগত্য যেন তাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত সপ্তাহান্তে ডেমোক্র্যাট প্রধান রাজ্য নিউজার্সিতে প্রায় এক লাখ লোকের সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর মামলার বিবরণ প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। এ মামলাকে ট্রাম্প নিজের প্রচার বলেই দেখছেন। নিজেকে রাজনৈতিক জিঘাংসার শিকার বলে প্রতিদিন বলে যাচ্ছেন। তাঁর সমর্থকরাও এমন কথা বিশ্বাস করে আসছে।

মার্কিন সমাজে দাম্পত্য বহির্ভূত যৌনতাকে নৈতিকভাবে খুবই গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয়। যদিও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন খোদ হোয়াইট হাউসেই এমন কর্ম করে খারাপ নজীর সৃষ্টি করে রেখেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে বসে নয়, তাঁর প্রথম দফা নির্বাচনের বেশ আগে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সাথে ফষ্টিনষ্টি করেছেন। মুখ বন্ধ করার জন্য অর্থ দিয়েছেন ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে। সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেন। গত সোমবার ম্যানহাটনের আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার সময় তিনি এ কথা বলেছেন। বন্ধু হিসেবে ট্রাম্পকে সাহায্য করার জন্য নিজের তহবিল থেকে অর্থ দিয়েছেন, না নির্বাচনি তহবিল থেকে অর্থ দিয়েছেন - এ বিষয়টিই প্রমাণ করতে হবে প্রসিকিউটরকে।

কিছু কিছু ডেমোক্র্যাটদের ধারণা ছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতে স্টর্মি ড্যানিয়েলস এবং মাইকেল কোহেন যখন মুখ খুলবেন, তখন নির্লজ্জ বিষয়গুলো বেরইয়ে আসবে। প্রকৃত সত্য জানার পর ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস কমে আসবে। প্রকৃত অবস্থা এর উলটো ঘটছে। সমর্থকরা যেন আরও শক্তভাবে তাঁর পেছনে দাঁড়াচ্ছে। সমস্ত আমেরিকায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে পিছিয়ে নেই ট্রাম্প। নির্বাচনে জয়ের জন্য সুইং স্টেট বলে পরিচিত রাজ্যগুলোতে ট্রাম্প কার্যত এগিয়ে রয়েছেন। গাজার উপর ইসরাইলের ক্রমাগত ইসরাইলের হামলার সমর্থক হওয়ায় উল্লেখযোগ্য উদারনৈতিক ও মুসলমান ভোটার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন জো বাইডেনের দিক থেকে। বিরক্ত হয়ে বাইডেনকে এসব উদারনৈতিক ও মুসলমান ভোটাররা ভোটদানে বিরত থাকলেই ট্রাম্পের বিজয় নিশ্চিত।

আমেরিকার মানুষের কাছে এবারে ভোট দেয়ার জন্য প্রার্থীর নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনেই আসছে না। ট্রাম্প সমর্থকদের কাছে নৈতিকতার প্রশ্ন উপস্থাপন করলে, তাদের সাফ উত্তর- এমন ঘটনা আগের বহু প্রেসিডেন্টও করেছেন। তারা মনে করছেন, দেশ পরিচালনার জন্য জো বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমেরিকার নিকট ইতিহাসে ৯ জন প্রেসিডেন্ট যৌন কেলেঙ্কারির মুখে পড়েছেন। এদের কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার আগে, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বা ক্ষমতা থেকে সরে আসার পর। ১৯৩৩ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর স্ত্রী এলেনর রুজভেল্টের সেক্রেটারি লুসি মার্সার রাদারফার্ডের সাথে দীর্ঘ প্রণয় ছিল তাঁর। হোয়াট হাউস পর্যন্ত এ প্রণয় চলমান ছিল বলে নিউইয়র্ক টাইমস তাদের অনুসন্ধানের পর রিপোর্ট করেছে।

৩৪তম মার্কিন ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দাম্পত্য বহির্ভূত প্রণয়ে জড়িয়েছিলেন। ৩৫ তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সাথে একাধিক নারীর দাম্পত্য বহির্ভূত প্রণয় ছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকা প্রেসিডেন্ট লিনডন জনসন দাম্পত্য বহির্ভূত একাধিক প্রণয়ে জড়িত ছিলেন বলে সংবাদ বেরিয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে জার্মান নারী গোয়েন্দা এলেন স্টম্যাচের সাথে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েন বলে ওয়াশিংটন টাইমস সহ অন্যান্য মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সিনিয়র জর্জ বুশের দামত্য ছিল ৭৩ বছরের। কেউ না জানলেও বারবারা বুশের বই থেকে জানা যায় সত্তরের দশকে জর্জ বুশ জেনিফার ফিতজারল্যান্ড নামের একজন সহকারীর সাথে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৯০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ঐতিহাসিক মনিকা লুইন্সকি কেলেঙ্কারি ছাড়াও আরও বেশ কিছু নারীর সাথে বিল ক্লিনটনের দাম্পত্য বহির্ভূত প্রণয় নিয়ে আমেরিকার সমাজে এখনো আলোচনা সরগরম থাকতে দেখা যায়। ২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়র। ২০০২ সালে টেক্সাসের এক নারী মার্জি স্কোয়েজিন্ডার বুশের বিরুদ্ধে আদালতে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছিলেন। ইরাক আফগানিস্তান যুদ্ধ নিয়ে উন্মত্ততার সে সময়টিতে এ সংবাদটি তেমন মিডিয়া মনোযোগ পায়নি। ২০০৩ সালে অভিযোগকারী নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে সংবাদ বেরিয়েছে। জর্জ বুশের আইনজীবীর আবেদনের পর মামলাটি পরে ডিসমিস হয়ে যায়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য তাঁর সব পূর্বসূরিদের ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ২৬ জন নারীর সম্পর্কের কথা সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালে নির্বাচিত হওয়ার আগে থেকেই বেশ কিছু নারী তাদের সাথে ট্রাম্পের প্রণয়ের কথা বলে আসছিলেন। নির্বাচনি তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে মুখ বন্ধ করার অভিযোগে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সাথে প্রণয় ঘটনা প্রচার পাচ্ছে বেশি। এমন প্রচারণা মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ধারাবাহিক নৈতিক স্খলনের ইতিহাসে সর্বশেষ সংযোজন। এমন সংযোজনে ট্রাম্পের কিছু সমর্থকরা বিরক্ত হলেও, ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন বিরক্তি দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে না !

জামায়াতকে আন্দোলনে চাইছে শরিকেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কিছু বলেননি দলটির নেতারা। জামায়াতেরও আন্দোলনে ফেরার আগ্রহ আছে বলে জানা গেছে। তবে আপাতত চুপ থাকার কৌশল নিয়েছে দলটি।

৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিরোধীদের যুগপৎ আন্দোলন আর মাঠে গড়ায়নি। নির্বাচনের পরপরই সমমনাদের নিয়ে ধারাবাহিক বৈঠকের আয়োজন করে বিএনপি। মাঝপথে সেই বৈঠক মুলতবিও হয়। ১২ মে থেকে আবার শরিকদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক শুরু করেছে বিএনপি। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি জোট ও দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দলটির নেতারা।

এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপির নেতারা। এসব বৈঠকে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণের প্রাথমিক আলোচনা হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। সেখানে নানা আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন সুপারিশও তুলে ধরছে শরিকেরা। এর মধ্যে যুগপৎ আন্দোলনে জামায়াতকে সম্পৃক্ত করতে কয়েক শরিক জোরালো সুপারিশও করেছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা যাচ্ছে। যাতে ইতিবাচক মনোভাব দেখাচ্ছেন জামায়াতের নেতারাও। তবে যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া না-যাওয়ার ব্যাপারে এক্ষুনি হ্যাঁ বা না কোনো কথা না বলে অপেক্ষা করার কথা বলেছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, 'সরকার পতনের জন্য বিরোধীদের সবার অংশগ্রহণে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই। আমরা মনে করি, বাস্তবতার নিরিখে সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনটাই এখন দরকার।'

এর আগে গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন জামায়াতের নীতি-নির্ধারকেরা। ওই বৈঠকেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে তাগিদ দেন দলটির নেতারা। কিন্তু যুগপৎ আন্দোলনে যাবে কি যাবে না, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি তাঁরা।

জামায়াতের সূত্রগুলো বলছে, বিএনপির সঙ্গে নানা কারণে দূরত্ব তৈরি হলেও এখন মান-অভিমানের বরফ গলতে

শুরু করেছে। দুই পক্ষের অব্যাহত যোগাযোগে বর্তমানে দূরত্ব কমে গেছে। সরকার পতন আন্দোলনের পক্ষেই জামায়াতের অবস্থান। সেই অবস্থানে থেকেই জামায়াতও নিজেদের মতো কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। এখন বৃহত্তর স্বার্থে সব দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন নীতিনির্ধারকেরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জামায়াতের এক নেতা বলেন, 'যুগপৎ আন্দোলনে সম্পৃক্তরা জামায়াতকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করেছেন বলে শুনেছি। এ বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচকভাবে দেখছি। যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার বিষয়ে জামায়াতের মনোভাবও ইতিবাচক। কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। বিষয়টি বিএনপির দিক থেকে আসতে হবে। কারণ তারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সরকার পতনের লক্ষ্যে বিএনপির নেতৃত্বে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয় ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর। ওই দিন বিএনপির সঙ্গে সমমনা জোট ও দলগুলোও গণমিছিল করে। এই কর্মসূচির সঙ্গে মিল রেখে কর্মসূচি পালন করে জামায়াতও। প্রথম দিনেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর বিএনপির দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না আসায় মান-অভিমান থেকে মাঠ ছাড়ে জামায়াত। এর পর থেকে একলা চলো নীতিতে কর্মসূচি পালন করে আসছে সংগঠনটি। ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির পাশাপাশি রাজধানীতে সমাবেশ করে জামায়াত। ২৮ অক্টোবর বিএনপিকে সমাবেশ করতে না দিলেও জামায়াতের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় নির্বিঘ্নে।

জামায়াতকে যুগপৎ আন্দোলনে যুক্ত করার বিষয়ে এখনো কোনো কথা বলেননি বিএনপির নেতারা। তবে দলের নেতাদের বক্তব্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে।

গত সোমবার জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'আমরা দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। যারা মানুষের ন্যায্য আন্দোলনে সমর্থন করতে চায়, আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। আর কেউ বিরোধিতা করলে আমরা তার নিন্দা জানাই।'

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সুব্রত চৌধুরী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি নিবাসী আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাবেক সহসভাপতি, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য লেখক-সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী। স্থানীয় সময় ১০ মে শুক্রবার রাত পৌণে একটা নাগাদ

পেনসিলভেনিয়ার ইন্টার স্টেট ৭৬ হাইওয়েতে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন। পেনসিলভেনিয়ায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে তিনি আটলান্টিক সিটিতে নিজ বাসভবনে ফিরছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ সন্তানও দুর্ঘটনায় আহত হন।

জরুরি সেবা প্রদানকারী সংস্হার লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে স্হানীয় পাওলি হাসপাতালে নিয়ে যান । সেখানে তাদেরকে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় সুব্রত চৌধুরী ডান হাতে মারাত্মকভাবে আঘাত পান।

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

জ্যাকসন হাইটসের অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির একটি রুমে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন 929-720-2181
MD Tofazzal Hossain 1347-605-0593

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

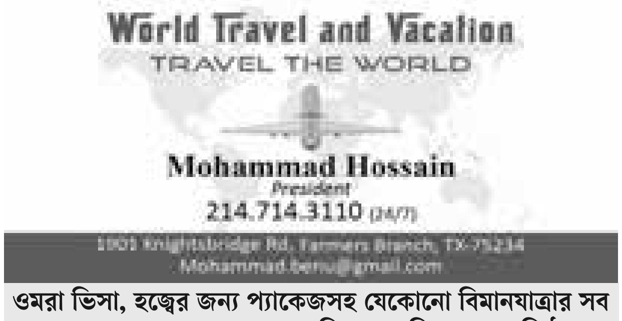

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

HOUSE FOR SALE BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

আবশ্যক

নিউইয়র্কে একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পেপারে ডেলিভারিতে শুক্রবার ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, জ্যামাইকায় কাজ করার জন্য গাড়ি সহ ড্রাইভার আবশ্যক । 646-645-9830

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ১৯ মে, ২০২৪ রবিবার সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : Taj Mahal Party Hall
148-01 Hillside Ave Jamaica, NY 11435

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
আগামী ১৯ মে, রবিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় জালালাবাদবাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • শামীম আহমেদ, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • বশির খান, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • মোহাম্মদ আলিম, *কোষাধ্যক্ষ* • মোঃ জিল্লুর রহমান খান, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • হোসেন আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • মান্না মুনতাসির, *ক্রীড়া সম্পাদক* • বুরহান উদ্দিন, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • জাহিদ আহমেদ খান, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • সুতিপা চৌধুরী, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • আব্দুল আজিজ, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • হুমায়ুন কবির সোহেল, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • দেলোয়ার হোসেন মানিক, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • মিজানুর রহমান, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাস্টি: কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ

প্রচারে: **ফয়ছল আলম,** *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS — ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax · Immigration · Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- FBAR and FATCA Filing
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of
NYSSEA
naea — National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

PROHEALTH HOMECARE

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার

বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়

2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash

Notary Public

$$$$ Successful Transfer SEND
৳৳৳৳ Payment Received RECEIVED

Fast, Secure &
Reliable Remittance

Agrani Bank Limited
Dhaka Bank Limited
Dhaka Bank PLC.
abl
SBAC
Southeast Bank Limited
Jamuna Bank
SIBL Social Islami Bank Limited
Pubali Bank Limited
UCB

Contact Us
718-406-9745
We Are Authorized Agents
World Tours & Travel
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10%
Discount
on Flight Booking

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

ফেডারেল জাজ হিসেবে শপথ নিলেন নুসরাত জাহান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক-এর ফেডারেল জাজ হিসেবে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নুসরাত জাহান চৌধুরী শপথ নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে এই পদে তিনি প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান, প্রথম মুসলিম নারী এবং দ্বিতীয় মুসলিম আমেরিকান হিসেবে যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১০ মে শুক্রবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি শপথ নেন। তাকে মনোনয়ন দেয়ার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে বৈচিত্র আনার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলো।

এদিকে তার শপথ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের মেজরিটি লীডার চাক শুমার বলেন, ‘একজন নিউইয়র্ক ইস্টার্ন ডিষ্ট্রিকের ফেডারেল জাজ হিসেবে নুসরাত চৌধুরীকে শপথ নিতে সাহায্য করতে পেরে আমি খুবই সম্মানিত। তিনি একজন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন এর আইনি পরিচালক ছিলেন। ফেডারেল জাজ হিসাবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে তার জন্য আমি তাকে সুপারিশ করতে পেরে গর্বিত।’

নবনিযুক্ত ফেডারেল জাজ নুসরাত চৌধুরী ১৯৭৬ সালে ইলিনয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক বাড়ি ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার ৬ নম্বর দাগনভূঞা সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ আলীপুরে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ল স্কুল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেন। তিনি ২০২০ সাল পর্যন্ত ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের লিগ্যাল ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি ২০০৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কে আমেরিকার সিভিল রাইটস ইউনিয়নে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। সর্বশেষ ২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি রেসিয়াল জাস্টিস প্রোগ্রামের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। নুসরাত চৌধুরী ২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রেসিয়াল জাস্টিস প্রোগ্রামের সিনিয়র স্টাফ অ্যাটর্নি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ফিলাডেলফিয়া সিটির টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েশন

আরিফ ইসলাম

টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ৮ মে বুধবার। টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৯,০০০ শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি(মোট ৮,৮৫৯ জন) অর্জন করেছেন এবং ডিগ্রী অর্জনকারীদের মধ্যে ছিল ১১৬টি দেশ, ৪৮টি রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার ছাত্র/ছাত্রী। এই বছরের সর্বকনিষ্ঠ গ্রাজুয়েটের বয়স মাত্র ১৯ বছর, আর সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ গ্রাজুয়েটের বয়স ৬৫ বছর। এই বছরের স্নাতকদের মধ্যে যমজ ভাই/বোন ছিলেন (২১ জোড়া) ৪২ জন। মোট ৬৩% ডিগ্রি প্রাপক ছাত্র পেনসিলভানিয়া রাজ্য থেকে এসেছেন, যার মধ্যে ১৭% ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার ছাত্র। ডিগ্রী অর্জনকারীরা এখন থেকে নিজেদেরকে টেম্পলের ৩,৭০,০০০ জীবিত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একজন হিসাবে নিজেকে গণনা করবে।

টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানটি লিয়াকোরাস সেন্টার, ১৭৭৬ নর্থ বোর্ড স্ট্রীটে সকাল ১০ টায় শুরু হয় এবং ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে রাত ১০ টা পর্যন্ত।

টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম. এঙ্গলার্ট বলেন, গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানটি হল বছরের সবচেয়ে বিশেষ সময়গুলির মধ্যে একটি। কারণ এটি আমরা এখানে কেন এসেছি তার একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে৷ এটি আমাদের বিশ্বমানের ফ্যাকাল্টিদের তাদের শ্রমের ফল দেখতে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন হয়েছে তা জানতে দেয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করেছে এবং এই বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য অধ্যবসায় করেছে, এবং গত কয়েক বছরে তাদের অর্জনগুলি চিত্তাকর্ষক।

পেনসিলভেনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে চলছে গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান। এই মাসের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে জুলাই এর মাঝামাঝি সময়ে। অনেকগুলো বৃহত্তর এবং নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে পেনসিলভেনিয়ায়। এরমধ্যে ইউ পেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২০ মে সোমবার, ড্রেক্সল বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ১৪ জুন মঙ্গলবার, ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ১৭ এবং ১৮ মে শুক্রবার এবং শনিবার, শোয়াটমোর বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ২৬ মে রোববার , লা সাল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ১১ মে শনিবার এবং পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়েছে ৪ মে শনিবার। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই হাজার হাজার শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েশন করে বের হয়েছেন এবছর। সব থেকে আনন্দের খবর ছিলো প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ছিলেন চোখে পড়ার মতো।

সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত নানজিবা

যুক্তরাষ্ট্র

ডেস্ক রিপোর্ট

সম্প্রতি নিউইয়র্কে হয়ে গেল বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব। শিরোনাম ছিল সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪। ২০ ও ২১ এপ্রিল নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে প্রথম বারের মতো আয়োজিত এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসবে উৎসুক জনতার ঢল নেমেছিল। এই উৎসবে বাংলাদেশ, ভারত ও অভিবাসী নির্মিত সর্বমোট ৩৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এবং তার মধ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা

চলচ্চিত্রগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩১ টি পুরস্কার বিজয়ী হন সেরা নির্মাতারা। বাংলাদেশের আলোচিত নির্মাতা নানজিবা খান সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতার (ডকুমেন্টারি-দ্যা আন ওয়ানটেড ট্ইুন) পুরস্কার জিতে নেন। আরও পুরস্কার জিতে নেওয়া তালিকায় আছে হাওয়া (বাংলাদেশ), শ্রেষ্ঠ পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন, দোআঁশ (ভারত), শ্রেষ্ঠ পরিচালক সায়ান বন্দোপাধ্যায়, রেডিও (অভিবাসী)। উৎসবে অনারারি অ্যাওয়ার্ডস তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের অভিনয় শিল্পী ফেরদৌস আহমেদ, ভারতের চিত্রনায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও চিত্র পরিচালক রেশমী মিত্রকে। শ্রেষ্ঠ ডেব্যু পরিচালক নির্বাচিত হন যথাক্রমে হৃদি হক (১৯৭১: সেইসব দিন- বাংলাদেশ), অভিজিৎ শ্রীদাস (বিজয়ার পরে- ভারত)। শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী নির্বাচিত হন চঞ্চল চৌধুরী (পুরুষ-বাংলাদেশ), প্রসেনজিত ও কৌশিক গাঙ্গুলি (ভারত), রাজুব ভৌমিক (অভিবাসী)।

দুর্গাপূজায় ছুটি দেন না

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর পরও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন যাননি সেই প্রসঙ্গ টেনে অমিত শাহ বলেন, 'বাংলায় ইমামদের ভাতা দেওয়া হলেও মন্দিরের পুরোহিতদের ভাতা দেয় না মমতা দিদির সরকার।'

এ সময় তিনি আরও বলেন, 'দুর্গা পূজায় মমতা দিদি ছুটি দেন না, রমজানে ছুটি দেন!'

মঙ্গলবারের ওই নির্বাচনী সমাবেশে অমিত শাহ এরপরই বলেন, 'কী ভাই-বোনেরা, আমি ঠিক বলছি তো?' শাহের এমন কথা শুনে মঞ্চে উপস্থিত বিজেপি প্রার্থীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অন্য নেতারা যখন একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, ততক্ষণে উপস্থিত জনতা শাহের কথাকে সমর্থন করে বলে ফেলেছে—'হ্যাঁ'।

শাহ বলতে শুরু করেন, 'এটাই তৃণমূলের সরকার। এরা রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে চায়। কারণ ওরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক। তাই মমতা দিদি সিএএ-এর বিরোধিতা করছেন।'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ২০১১ সালে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের পর থেকে সরকারি ছুটির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, দুর্গা পূজায়। গত বছরই দুর্গা পূজা উপলক্ষে রাজ্যে ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছিল তৃণমূল সরকার। এর আগের বছর একই উৎসবে ১১ দিন ছুটি পেয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীরা।

শুধু তাই নয়, ২০১১ সাল থেকেই রাজ্যের ক্লাবগুলোকে দুর্গা পূজার জন্য সরকারিভাবে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া শুরু হয়। গত বছর এই অনুদানের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার টাকা। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আদালতে মামলাও করেছিলেন।

এ অবস্থায় অমিত শাহের মুখে ভুল তথ্য পেয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতারাও। শাহকে আক্রমণ করে তাচ্ছিল্যের সুরে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'উনি যদি পড়াশোনা না করে এসে হাস্যকর কথা

অধ্যক্ষের জিহ্বা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমাকে হুমকিসহ বাজে ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

তিনি আমার পিঠের চামড়া উঠানোর নির্দেশসহ জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে দেবে বলে হুমকি দেন। সংসদ সদস্য বলেন, জীবনে বাঁচতে হলে আমার সিদ্ধান্তকে সন্ধ্যার ভেতরে বাস্তবায়ন করতে হবে। নাহলে পিঠের চামড়া উঠানোসহ অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন তিনি। অধ্যক্ষ বলেন, এমন আচরণ আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি করতে পারেন কিনা আমার জানা ছিল না।

দীপক কুমার জানান, সাতক্ষীরা সদর আসনের সংসদ সদস্য আশরাফুজ্জামান আশুর পাঠানো প্রতিনিধি দীপুর মুঠোফোনে সোমবার সকালে গালাগাল করেন এবং আমার পিঠের চামড়া উঠানোসহ জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে দেবে বলে হুমকি দেন। কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমপি সাহেবের পছন্দের বাক্তির নাম সভাপতি হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্য।

কলেজের সভাপতি গোলাম মোরশেদ জানান, ব্যাপারটা আমি জেনেছি। কিন্তু কতটুকু সত্য সেটা তদন্ত কমিটি গঠন করার পরে জানাতে পারবো। যতটুকু শুনেছি এমপি মুঠোফোনে অধ্যক্ষকে গালাগাল করেছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কাছে একটি অভিযোগ করেছেন। পরবর্তীতে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে কলেজের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার শীল বলেন, আমরা এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। আমি কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। একটি তদন্ত টিম গঠন করে সত্যতা যাচাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমি এমপিকে কল দিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, 'আমার মনোনীত প্রার্থীকে সভাপতি না করায় আমি তাকে একটু বকাবকি করেছি। তবে কোনো হুমকি-ধামকি দেইনি'। আশরাফুজ্জামান এমপি বলেন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীপক কুমার মল্লিক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র স্বরূপ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বৈধ গাঁজা বাজারকে সহজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

করেছেন তাদের সহায়তা করার সময় এখন।'

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অ্যাডামস্ শহরের জননিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং নিউ ইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। করোনাভাইরাস মহামারী সময়কালে হারানো ৯লাখ ৪৬ হাজার বেসরকারি খাতের চাকরি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। গত বছরের মতো এ বছরও শহর জুড়ে সামগ্রিক অপরাধ কমেছে এবং ৮.৩ মিলিয়ন নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এখনো কাজ করে যাচ্ছেন অ্যাডামস্ প্রশাসন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'অবৈধ ব্যবসাগুলি আমাদের সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকদের শিকার করে এবং লক্ষ্যবস্তু করে, যার মধ্যে রয়েছে শিশু, বিপজ্জনক জাল পণ্য বিক্রি করা এবং আমাদের শহর জুড়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। বৈধ গাঁজার বাজারকে অবৈধ স্মোক এবং গাঁজা ব্যবসা বাধাগ্রস্ত করে যা ছোট ব্যাবসার মালিকদের কাছ থেকে অর্থ চুরি করে। এই উদ্যোক্তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সাথে মোকাবিলা করেছেন। উদীয়মান আইনী গাঁজা অর্থনীতিকে সমর্থন করার জন্য এবং আমাদের পাবলিক স্পেসগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই এই অবৈধ দোকানগুলি এবং তাদের অবৈধ ব্যবসাগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে। 'অপারেশন প্যাডলক টু প্রোটেক্ট' সুনির্দিষ্টভাবে তা সম্পন্ন করবে। মাল্টি-এজেন্সি অপারেশন হল নিউ ইয়র্ক সিটিতে লাইসেন্সবিহীন স্মোক ও গাঁজার স্থাপনা বন্ধ করার জন্য পাঁচ-বরোর কৌশলগত পরিকল্পনার একটি প্রথম ধাপ। নিউ ইয়র্ক সিটিতে লাইসেন্সবিহীন স্মোক ও গাঁজার দোকান বন্ধ করতে এটি আসন্ন সপ্তাহগুলিতে ত্বরান্বিত হবে।'

খসরুর ঘাতক গ্রেফতার না হওয়ায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

খসরুর ঘাতকের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে স্লোগান উঠেছিল ১৬৭ স্ট্রিট এবং হিলসাইড এভিনিউ এর কর্নারের সেই স্থানে যেখানে খসরুকে গুরুতরভাবে আহত করা হয়েছিল ৫ এপ্রিল । জামালপুরের সন্তান খসরুর সন্দেহভাজন ঘাতকের ব্যাপারে পুলিশ পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারলেও যে কোন সময় তার গ্রেফতারের সংবাদ পাওয়া যাবে বলে তদন্তকারী পুলিশ স্টেশনের কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন টিস্যাঙ জানান এই সমাবেশে বক্তব্যকালে। তিনি খসরুর স্ত্রী শামিমা আকতার শিউলিকেও একই আশ্বাস দিয়েছেন বিক্ষোভ সমাবেশে। দুর্বৃত্ত মাস্ক পরিহিত থাকায় সুনির্দিষ্টভাবে তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি বলে প্রযুক্তির সহায়তা নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিক্ষোভ সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং শেরপুর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান। সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন শেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, আমরা আর কোন প্রবাসীকে এভাবে হারাতে চাই না। আমরা নিরাপত্তা চাই চলতি পথে। একই দাবিতে এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন কম্যুনিটি লিডার ওসমান গণি, যুক্তরাষ্ট্র সফররত শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া লিটন, বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন-বাপার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিন্স আলম, সেক্রেটারি রাশেকুল মালিক এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পেশ ইমাম মীর্জা আবু জাফর বেগ। সমাবেশের সঞ্চালক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এ সময় উল্লেখ করেন যে, ২০২২ সালের ১১ মে এই একইস্থানে ভর দুপুরে ছিনতাইকারী এক দুর্বৃত্তের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন ভূইয়া। তারও আগে প্রায় একই এলাকায় আরো কয়েকজন প্রবাসী আক্রান্ত হয়েছেন। এজন্যে এ এলাকার পথচারিগণের নিরাপত্তা জোরদারের বিকল্প নেই। আমি কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি বরাবরে আকুল আহবান জানাচ্ছি অবিলম্বে খসরু সাহেবের ঘাতক গ্রেফতারের পর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্যে।

বাপার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম প্রবাসীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন, খসরুকে ধাক্কা দেয়া দূর্বৃত্তের সন্ধান নিকটস্থ পুলিশকে দিতে কার্পণ্য করবেন না। যে কোন অন্যায়-অপকর্ম চোখে পড়লেই পুলিশের গোচরে আনতে হবে। তাহলেই দুর্বৃত্ত দমনে চলমান অভিযান শতভাগ সফল হবে।

বিক্ষোভ-সমাবেশের শেষে মাওলানা আবু জাফর বেগের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাতে মো. জাকির হোসেন খসরুর আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রয়াত খসরুর পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৮ মে সকালে নিউইয়র্ক সিটি হলের বারান্দায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে ২৭ মার্চ

দুপুরে ওজোনপার্কে নিজ বাসায় মা ও ছোট ভাইয়ের সামনে উইন রোজারিও (১৯) নামক এক বাংলাদেশি তরুণকে দুই পুলিশ অফিসার গুলি করে হত্যার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার দাবি জানানো হয়। সেই সংবাদ সম্মেলনে কম্যুনিটির সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্বকারী ছাড়াও কথা বলেছেন সিটি কাউন্সিলের কয়েকজন মেম্বার এবং মানবাধিকার সংস্থার নেতৃবৃন্দ। উইন রোজারিও হত্যার তদন্ত চালাচ্ছে নিউইয়র্ক স্টেটের এটর্নি জেনারেল লেটিশা জেমস। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বডি ক্যামেরা ফুটেজ প্রকাশিত হলেও তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়নি কেন-এ প্রশ্নের অবতারণা করেন বক্তারা।

কমিউনিটিকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত

শেষ পৃষ্ঠার পর

আহমেদ 'ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে সংস্থাটি এগিয়ে চলেছে। সেইসাথে উভয় দেশের ব্যবসাকে তাদের নিজ নিজ বাজারে সমর্থন করাও তাদের লক্ষ্য। চেম্বারের সাথে জড়িত থাকার পাশাপাশি মোঃ লিটন আহমেদ 'ইউএসবিডি গ্রুপ এলএলসি' এবং 'ইউএসবিডি সফটওয়্যার অ্যান্ড টেকনোলজি লিমিটেড'-এর সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন। এই ব্যবসাগুলি ব্যক্তিগত সেক্টরে তার প্রচেষ্টার একটি অংশ, যেখানে তিনি ব্যবসার উন্নয়ন, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং প্রযুক্তি সমাধানগুলিতে মনোনিবেশ করে থাকেন। তার কাজগুলির মধ্যে এমন প্রকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করে, সেইসাথে নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুঁজে বের করো।

আহাদ আলী-'আহাদ অ্যান্ড কোম্পানি সিপিএর' প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী নেতা এবং সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট। বর্তমানে 'ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'তে একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যেখানে তিনি বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সুযোগগুলিকে উন্নীত করার জন্য তার আর্থিক দক্ষতার ব্যবহার করছেন। একজন CPA হিসেবে, আলী 'নিউইয়র্ক স্টেট সোসাইটি অফ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্টস (NYSSCPA)' এবং 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্টস (AICPA)'-উভয়েরই সদস্য; যা অ্যাকাউন্টিং পেশার নৈতিক ও পেশাদার মানগুলির প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের জটিল বিশ্বকে নেভিগেট করতে কোম্পানিগুলিকে সহায়তা করার জন্য আলীর প্রতিশ্রুতি- 'ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'তে তার সদস্যপদ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। এই সংস্থায় তার অংশগ্রহণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতিও নির্দেশ করে।

পেশাজীবি হিসেবে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন তা সম্পর্কে লিটন আহমেদ বলেন, "সামনের সপ্তাহে আমাদের রিয়্যাল এস্টেটের একটা এক্সপো হচ্ছে। ব্যবসায়িক অর্গানাইজেশনে লিড দেয়ার জন্য কোনো না কোনো ব্যবসায়ীক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে হয়। 'ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা বিজনেস উদ্যোগতা তৈরির মাধ্যমে কমিউনিটিকে সাহায্য করে। নিউইয়র্কে বাঙালি কমিউনিটি বাড়ার সাথে সাথে রিয়্যাল এস্টেট মার্কেটও বাড়ছে। এর ভিত্তিতেই রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো করার প্ল্যান করি। বিগত ছয়মাস ধরে আমরা কাজ করছি। এই রিয়্যাল এস্টেটের মাধ্যমে আপনারা কিভাবে উপকৃত হবেন সেটা আমরা প্রচার করতে চাই। একটা বাড়ি কিনবার পূর্বে এক্সপো আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করব।"

> নিউইয়র্কে রিয়্যাল এস্টেট এক্সপোতে ৪৫টা কোম্পানি অংশ গ্রহণ করবে। এ ছাড়া যারা রিয়্যাল এস্টেট বিষয়ে সেবা দিচ্ছে এবং এ্যাটর্নি, ব্যাংক, ইন্সপেক্টর, ল'য়ার, ব্রোকার, রিয়্যাল এস্টেট এজেন্টরা মেলায় থাকবেন।

নিউইয়র্কে রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো সম্পর্কে আহাদ আলী বলেন, "রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো নিয়ে আমাদের বাঙ্গালি কমিউনিটি আগে কখনো এমন অনুষ্ঠান করেনি। এটাকে আমরা রিয়্যাল এস্টেট মেলা বলতে পারি। এখানে ৪৫টা বিভিন্ন কোম্পানি অংশ গ্রহণ করবে। যারা বিভিন্ন রিয়্যাল এস্টেট নামে পরিষেবা দিচ্ছে, এ্যাটর্নি, ব্যাংক, ইন্সপেক্টর, ল'য়ার, ব্রোকার, রিয়্যাল এস্টেট এজেন্ট থাকবেন। একটা বাড়ি কিনতে গেলে যতগুলো সেবা দরকার তার সবটাই পাবেন এখানে। তার পাশাপাশি মিনি সেমিনারের মতো হবে যেখানে ৬টা প্যানেল ডিসকাশন থাকবে। যে কেও এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য পেতে পারেন।"

এক্সপো নিয়ে আরো বিস্তারিত জানান লিটন আহমেদ। তিনি বলেন, "এই অনুষ্ঠানে সকলেই অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাড়ি কেনার জন্যে অনুপ্রাণিত হবেন। এ নিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে থেকে অনেক সাড়া পাচ্ছি। যারা আমেরিকায় অনেকদিন আছেন কিন্তু এখনো বাড়ি কিনতে পারেননি কোনো গ্যাপ থাকার কারণে কিংবা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট থেকে কারো বাড়ি সংক্রান্ত ভায়োলেশন থাকলে, সেই ভায়োলেশন বিনামূল্যে কিভাবে রিমুভ করবেন, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো জানার সুযোগ ও গাইড পাবেন। যে কাজগুলো করার জন্যে ল'য়ারের কাছে অর্থ এবং সময় ব্যয় করতে হবে, সেই কাজগুলো এক্সপোতে সরাসরি ডিরেক্টরদের কাছে থেকে তথ্য কিংবা গাইডেন্সের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। এখানে আসলে সবাই কিছু না কিছু শিখতে পারবেন। এই সেবার মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটি উপকৃত হলেই আমরা সফল। আমার অনুরোধ আপনারা সবাই আসবেন, জানবেন।"

বাড়ি ক্রয়ের জন্য বর্তমান বাজারে মর্টগেজ পাওয়া কঠিন। এ নিয়ে আহাদ আলী বলেন, "মর্টগেজ পাওয়া বেশ কঠিন হতে পারে। কিন্তু মর্টগেজ তার কোম্পানির উপর নির্ভরশীল। মর্টগেজ ডিপো, ক্রস কাউন্টি ব্যাংক, ভ্যালি ব্যাংক, মেডোব্রুক ব্যাংক, সি এন্ড জি হোমলোনসহ এখানে প্রায় ৭-৮টা ব্যাংক আসবে যাদের সাথে আপনারা নিজেদের যে কোন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারবেন। কারো চাকরি একটা কিংবা দুইটা থাকতে পারে, সেলফ এমপ্লোয়েড হতে পারেন, ডাব্লিউ-২ যারা পান, কেউ পার্টনারশিপ নিয়ে বাড়ি কিনতে চান, এই বিষয়গুলোর উপর মর্টগেজ নির্ভর করে। এরা সবাই অভিবাসী, মাইনেরিটি, ব্রাউন কমিউনিটির জন্যে বেশ ফ্রেন্ডলি বা সহায়ক। বর্তমান ব্রঙ্কসের সাথে পূর্বের ব্রঙ্কস তুলনা করলে দেখা যাবে, উন্নতিকরণের জন্যে ব্রঙ্কস এখন আগের চাইতেও বেশি বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাঙালিদের ব্রঙ্কেসে বাড়ি কেনার হার বেড়েছে। এর মাধ্যেমে কমিউনিটি উন্নীত হচ্ছে।"

আমাদের কমিউনিটির কোনো কোনো সমস্যাকে বেশি নজর দেয়া উচিৎ বলে জানতে চাইলে লিটন আহমেদ জানান, "প্রতিদিন কমিউনিটি বিস্তার লাভ করছে। কোনকিছু করার আগে আমাদের ভালোভাবে জানা উচিত যে কোন কাজটা আমাদের জন্যে জরুরি। জানার অভাবেই আমরা প্রতিনিয়ত ভুল করে বসি, অনেক ব্যাবসা অসফল হয়ে যায়। ইউ এস বাংলাদেশ কমার্স চেষ্টা করছে টপ লেভেলের বিজনেস্ম্যান দ্বারা কমিউনিটিকে সাহায্য করতে। আমরা প্রতিটা মানুষ যে জায়গায় আছি সে জায়গাতেই যেন ভালো থাকি, ভালো কাজ করার চেষ্টা করি, নিজের সাথে সাথে অন্যকেও সাহায্য করি।"

আমাদের কমিউনিটির মধ্যে পরস্পরের এগিয়ে যাওয়া নিয়ে আহাদ আলী নিজস্ব মত প্রকাশ করে বলেন, "কমিউনিটিকে এগিয়ে নেবার জন্যে মেন্টরিং একটা বড় বিষয়। জুইশ, চাইনিস কমিউনিটিতে পরস্পরকে সাহায্য করার মতো প্রবণতা আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে দেখা যায় না। আমরা সেই কমিউনিটি করতে চাচ্ছি যেখানে সবাই সবাইকে সাহায্য করবে। সবার সাথে সবার পরিচিতির জন্যে এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম হতে পারবে। পরবর্তীতে যে কোন সাহায্যের জন্যে রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবে।"

একজন রিয়্যাল এস্টেট পেশাদার হিসাবে লিটন আহমেদ বলেন , "আমি ব্যক্তিগত ভাবে রিয়্যাল এস্টেট বিজনেসের সাথে জড়িত নই, তবে অর্গানাইজেশন সম্পর্কিত ব্যাপারে জড়িত থাকায় রিয়্যাল এস্টেট সম্পর্কে কিছুটা জানি। রিয়্যাল এস্টেট মূলত রেফারেন্স রিলেটেড ব্যাবসা, রিয়্যাল এস্টেট এজেন্ট যত মানুষ চিনবে তত ভালো হবে। কমিউনিটিকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে আমরা এই এক্সপো খুলেছি। আপনারা আসবেন, যোগদান করবেন, নিজেরা উপকৃত হবেন বলে আমি আশা রাখি।"

রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো নিয়ে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন আর কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্যা উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য নিবন্ধনের আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ জুন , রোববার ২০২৪ ◆ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত

স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন, 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- সকলের সুবিধার্থে নিবন্ধন কার্যক্রমের শেষ সপ্তাহ জুন ২৪ সোমবার থেকে জুন ২৯ শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২ থেকে বিকাল ৭ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যালয় নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য খোলা থাকবে। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেও নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আম্ব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ আগামী ৩০ জুন ২০২৪ নির্ধারণ করা হয়েছে। আপনারা যারা সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদেরকে আজীবন সদস্য বা সাধারণ সদস্য হিসেবে নাম নিবন্ধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নিয়মাবলী

১. সোসাইটির নির্ধারিত ফরম পরিষ্কারভাবে সব তথ্য পূরণ করতে হবে। ফরম জমা দানের পূর্বে ফর্মে দেওয়া সব তথ্য ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নেবেন। ফর্মে দেওয়া কোন তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকলে, মানি রিসিট থাকলেও ফর্মটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য সদস্য নিবন্ধন ফরম সোসাইটির ওয়েবসাইট (www.bangladeshsocietyinc.com) অথবা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

২. যদি কেউ একের অধিক সদস্য নিবন্ধন এর জন্য ফরম জমা দিতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই আলাদা করে নির্ধারিত আরেকটি টালিসিট সংগ্রহ করে সেখানে সব সদস্যের নাম এবং জন্ম সাল সহ অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে তাও সাথে জমা দিতে হবে। একই সাথে টালি শিটে থাকা রিসিট নাম্বারটি প্রত্যেকটি ফর্মে লিখে দিতে হবে।

৩. সদস্য নিবন্ধনের ফি :- আজীবন সদস্যদের জন্য ৫০০ ডলার এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ২০ ডলার হারে নগদ পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য কোন ধরনের ভাংতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তাই সবাইকে এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **ফারুক চৌধুরী** *(সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭, **আমিনুল ইসলাম চৌধুরী** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৬৪৬-৩২১-৪১১৭, **মোঃ নওশেদ হোসেন** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **ডা: শাহনাজ লিপি** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **মোহাম্মদ টিপু খান** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৬৪৬-৬২৩-৮৬২২, **ফয়সল আহমদ** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩, **মাইনুল উদ্দিন মাহবুব** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৭১৮-৩১২-৯৭২১, **প্রদীপ ভট্টাচার্য** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪, ***কার্যকরী সদস্য:*** **ফারহানা চৌধুরী** ৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫, **মো: আখতার বাবুল** ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আবুল বাশার ভুঁইয়া** ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০, **সুশান্ত দত্ত** ৭১৮-৭১০-৫৬১৭, **মোঃ সাদী মিন্টু** ৭১৮-৮২০-৩৬১৯ ও **শাহ মিজানুর রহমান** ৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

কেক- মিষ্টি খাবারের একটি ফর্ম যা ইতিহাস জুড়ে উদযাপনের প্রতীক, আনন্দের উপলক্ষগুলি চিহ্নিত করে এবং আনন্দ দিয়ে মানুষকে একত্রিত করে। প্রিয়জনের সাথে বিশেষ দিনে কেক কাটার সময়টি আনন্দ ভাগ করা মুহূর্ত যা একতা, ভালবাসা এবং সুখকে নির্দেশ করে। একটি ইভেন্টে একটি কেকের উপস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশকে একটি উৎসব এবং প্রত্যাশায় রূপান্তরিত করে তুলে। শিশু, বয়স্ক, পূর্ণবয়স্ক বা বৃদ্ধ ব্যক্তি- সবার কাছেই কেক একটি সুস্বাদু খাবার হিসেবেই পরিচিত। সূত্র মতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেক শব্দটি প্রকাশ্যে আসে। পুরনো নর্স (Norse) শব্দ 'কাকা' (Kaka) থেকে কেক শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রীকরা কেককে প্ল্যাকাস বলতো, যা "ফ্ল্যাট" শব্দ থেকে এসেছে। খাদ্য গবেষকরা বলেন, গোলাকার আইসিং কেকের প্রথম জন্ম হয় ইউরোপে সপ্তাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। উপাদান এবং মিশ্রণ কৌশলের উপর ভিত্তি করেই কেক শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের কেক করে থাকেন। যেমন-ফ্রুটস্ কেক, মাখন কেক, স্পঞ্জ কেক, আইসক্রিম কেক, চকোলেট কেক, আরো নানা ধরনের কেক। একজন আর্টিশিয়্যান বেকার সাধারণত কেক, রুটি, রোল, পাই, কুকি, পেস্ট্রি, ডোনাট এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ধরণের আইটেম বেক করে থাকেন। তবে একজন কেক ডেকোরেট-যিনি পেশাগত ভাবে কেক তৈরি করেন, তার বেকিংয়ের পটভূমি থাকে। কেক ডেকোরেটর একটি কেক-এ ভিজ্যুয়াল উপাদান যোগ করার জন্য আলংকারিক উপাদান ব্যবহার করেন। তাদেরকে কেক ডিজাইনার বা প্যাস্ট্রি কারিগরও বলা হয়। অনেকে পার্শ্ব ব্যবসা হিসাবে হোম বেকারি চালিয়ে থাকেন। তাদের পছন্দের কিছু করতে এবং অর্থ উপার্জন করার জন্য এটি একটি ভাল ব্যবসা। আবার অনেকেই কেবল শখের বসে এই শৈল্পিক কাজটি করতে ভালোবাসেন। আমরা ইতিহাস রেখে তাই আজ মনোযোগ দিব আমাদের সেই কেক শিল্পীদের দিকে। শিল্পঘর আজ আপনাদের সামনে তিনজন কেক শিল্পীকে উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। আশাকরি তাদের কেক শিল্প নিয়ে অভিজ্ঞতাটুকু আপনাদের ভালো লাগবে। - **রোকেয়া দীপা**

তামান্না গাজী'র কেক

তামান্না গাজী। নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দা। দুর্দান্ত সব কেক করে থাকেন তিনি। 'ক্লাসিক কেক স্টেশন' নামে একটি ফেসবুক পেইজ রয়েছে তার যার মাধ্যমে আমরা তার নানা ধরনের মনোরম ডিজাইনকৃত কেকগুলো দেখতে পাই।

তামান্না গাজীর কাছে তার কেক শিল্পী হয়ে উঠার গল্প জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা ঢাকায়। ঢাকা শহরের সেই ভীড়ের প্রতি ভালবাসা থেকেই হয়তো নিউইয়র্ক এর ভীড়ের প্রতি ভালবাসা! পড়াশোনা করেছি কল্লানপুর গার্লস হাই স্কুলে আর কলেজ হলিক্রস কলেজে। মানুষ আর সংস্কৃতি আমার ভীষণ আগ্রহের বিষয়, তাই Anthropology নিয়ে পড়াশোনা করতে প্রিয় ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর, Honors শেষ করে আবার ঢাকায় ফিরে আসা। তারপর BRAC University তে Development Studies এ Masters করার পাশাপাশি icddrb (কলরো হাসপাতাল) এ Public Health Research এ Qualitative Researcher হিসেবে চাকরি শুরু। বাংলাদেশে একটা অসম্ভব পছন্দের ক্যারিয়ার ছেড়ে এই দেশে এসে পুরোপুরি গৃহিণী হয়ে যাওয়া আমার জন্য মোটেই সহজ ছিলো না। কিন্তু, আমি চেয়েছিলাম আমার বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার সময়টা ওদের সাথে থাকতে। বাচ্চারা খুব দ্রুত বড় হয়ে যায়, আর এই সময়টা আমি মিস করতে চাইনি। আর বাচ্চাদের সময় দিতে দিতে, ওদের বিশেষ দিনগুলো আরো বেশি স্মরনীয় করে রাখতে গিয়ে শুরু এই কেক বানানো।'

প্রথম কেক বানানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে তামান্না গাজী বলেন, 'কেক বানানোর শুরুটা হয়েছিল আমার মেয়ে চারুর জন্মদিনের কেক বানানো দিয়ে। আমি চেয়েছিলাম কেকটা নিজের হাতে বানাতে, যেহেতু বাচ্চারা কেক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। তারপর যোগ হলো সূফীর জন্মদিনের কেক। ভবিষ্যত নিয়ে কোন কিছু না ভেবেই এক রকম শুরু। তারপর দেখলাম, কেক বানাতে আমার খুব ভালো লাগে।'

কীভাবে এত সব মনোরম কেক বানান তিনি, এ সম্পর্কে তামান্না গাজী বলেন, 'মোটামুটি শেখার জন্য যা যা লাগে সব কিছু কিনে নিজে নিজে নিয়মিত ছোট ছোট কেক বানাতাম। ইউটিউব, ফেসবুক, ইন্সটিগ্রামে কেক বিষয়ে যত টিউটোরিয়াল পেতাম ঘন্টার পর ঘন্টা দেখতাম আর শেখার চেষ্টা করতাম। এর মধ্যে আমার প্রিয় একজন থাই বেকারের কাছে অন লাইনে কোর্স করলাম। তারপর আদনান এর উৎসাহে ফেসবুক এর 'Girl Group' এর মাধ্যমে কেক এর অর্ডার পেতে শুরু করলাম।'

তামান্না গাজী জানান, হোম মেড কেক এর সবচেয়ে ভালো দিক হলো এগুলো খুব ফ্রেশ থাকে, ক্লায়েন্টের চাহিদা মত বানাতে হয় বলে সারাক্ষণই নতুন নতুন জিনিস শিখতে হয়। তিনি বলেন, 'কেক বানাতে গিয়ে প্রচুর সময় দিতে হয়। কোন কাজে প্যাশন থাকলে, তার জন্য কষ্ট করতেও আসলে কষ্ট লাগে না। তাই, শুধু ব্যবসার জন্য না, ভালো লাগা থাকলেই এই পেশায় আসা উচিত বলে আমি মনে করি।'

বাবলি'র কেক

বাবলি আরেকজন কেক শিল্পী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে থাকেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের কেক তৈরি করে থাকেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-চকলেট, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, লেমন, অরেঞ্জ, বাটার কচ, পানদান ফ্লেভারের বিভিন্ন ডিজাইনের কেক। তাছাড়া ছোট বাচ্চাদের জন্মদিনের ডল কেক, ডোরিমন, কার, গায়ে হলুদের বিভিন্ন সাজের, বর বধূর, তাজমহল, সোনার গহনা সেট, বিয়ে বাড়ির কয়েক কয়েক তাকের ওয়েডিং কেকসহ বিভিন্ন কার্টুনের কেক বানাতে পারদর্শী তিনি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তিনি ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী হুবহু ডিজাইন করা কেক তৈরি করে চমক লাগিয়ে দিতে পারেন।

তার ফেসবুক পেইজের নাম 'মিঠাইয়ের মা।' 'মিঠাইয়ের মা' নামটার কনসেপ্ট পেয়েছেন তিনি তার বাবার কাছ থেকে। তার মেয়ে টুনিকে তার বাবা মিঠাইর মা বলে ডাকতেন। এরপর তিনি যখন ইন্সটাগ্রাম পেইজ খুলেন তখন এই নামটা বাছাই করেন এবং এই নাম দিয়ে পেইজ খুলেন।

কেক বানানো বিজনেস সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি মিশিগানের একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করতাম। তখন দেখতাম ওরা অনেক সুন্দর সুন্দর কেক ডিজাইন করে। তখন আমি ভাবতাম, i wish i can do that. বেকিং এর শখটা মূলত আমার স্কুল বেলা থেকেই। সিদ্দিকা কবিরের বই দেখে দেখে ড্রাই কেক, ফ্রুটস কেক বানাতাম। কিন্তু ডেকোরেট করার ব্যাপারটা আমার কাছে অসম্ভব মনে হতো। মনে হতো আমি কখনো পারবো না। আমি ফুড নেটওয়ার্কে কেক বক্স, কেক ওয়ার- প্রচুর পরিমাণে এই প্রোগ্রামগুলো দেখতাম। আর চিন্তা করতাম আমিও যদি পারতাম। একদিন কাজের ফাঁকে, ওদের কেক ডেকোরেশন দেখছিলাম। আমার যে কো-ওয়ার্কার ছিল সে কেক ডেকোরেটরও ছিল। সে আমাকে একদিন আইসিং ব্যাগটা দিয়ে বললো, 'লেটস্ গো ডু ইট।' আমি বললাম, আমি তো আগে কখনো করিনি। সে আমার আর্ট করা দেখেছে, তাই বলল, 'সমস্যা নেই তুমি পারবে।' প্রথমে আমি দেখলাম ওরা কীভাবে কেক বানায়। এরপর একটা ক্যারট কেক-এ আমি ডেকোরেট করলাম। আমার কো-ওয়ার্কার সেটা দেখে অভিভূত হলো। কোনো রকম ট্রেনিং ছাড়াই এত সুন্দর ডেকোরেট করা হয়েছে। আমি নিজেও প্রাউড ফিল করছিলাম তখন৷ আমার কো-ওয়ার্কার খুব খুশি হলো। কেকটি ডিসপ্লে করা হলো এবং বিক্রিও হয়ে গেল। আমি এর থেকে অনুপ্রাণিত হলাম এবং মোটামুটি একটু সাহস হলো। বাসায় ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য টুকটাক কেক বানানো শুরু করলাম।'

প্রথম কেক বানানো নিয়ে বাবলি বলেন, '২০১৯ সালের

অক্টোবর মাসে আমি প্রথম ভাইয়ার মেয়ের জন্য কেক বানালাম। এরপর ২০২০ তে পেন্ডামিক শুরু হলো। তখন ইউটিউব, টিকটক দেখে ফনডেন্ড কেক বানানো শুরু করলাম। ফ্যামিলি মেম্বাররা যে রকম থিম দিতো আমি চেষ্টা করতাম এবং বানিয়ে ফেলতাম। এভাবেই আসলে আমার কেকের জার্নিটা শুরু হয়।'

বাবলি জানান, তার মেয়েও কেক বানাতে পারে মাশআল্লাহ্। তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকে,শখ করে দেখে দেখে কেক বানানো শুরু করে সে। মায়ের কাজেও সে সাহায্য করে।

কেক শিল্পে ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বাবলি বলেন, 'আমাদের ফিউচার প্ল্যান হলো একটা বেকারি খোলা, মিঠাইরের মা বা অন্যকিছু। কবে করতে পারবো জানিনা তবে খুব তাড়াতাড়ি খোলার ইচ্ছে আছে। একটা কথা বলতেই হয় যে, আমার কো-ওয়ার্কার আমাকে যে সামান্য সাহস দিয়েছে,

সামটাইমস ইউ নিড এ লিটল পুস টু বিলিভ ইন ইউরসেলফ। এবং নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দেরি করতে নেই। আর এটা যে কোন বয়সেই সম্ভব। আমি চল্লিশে এসে শিখেছি।'

বর্তমানে কেক বিক্রয়ের জন্য অনেক অর্ডার পান বাবলি। ভবিষ্যত-এ কেক বিক্রির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান তিনি। এবং নিজের পেশার পাশাপাশি সমাজে পিছিয়ে থাকা নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করার ইচ্ছে আছে বলে জানান, বাবলি।

ইসরাত জাহানের কেক

কেক শিল্পী ইসরাত জাহান। থাকেন কানাডা। কেক বানানের সাবধানতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কেক বানানোর সময় কিছু সাধারণ ভুল হয় সেদিকে খেয়াল রাখার প্রয়োজন আছে।

সামান্য ভুলের কারণে পুরো কষ্ট মাটি হলে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। বেকারি শপের মতো কেক বানাতে চাইলে কিছু ভুল এড়িয়ে চলতে হবে। যেমন, গরম কেক কেটে টুকরো করে মুখে দেবেন না। গরম অবস্থায় কাটলে কেকের বাইরের আবরণ শক্ত কড়কড়ে হয়ে যায়। কেক ওভেন থেকে বের করার সময়ও ভেতরে-ভেতরে বেক হতে থাকে। ভেতরটা ঠাণ্ডা হলে তবেই আসল

স্বাদ পাওয়া যায়। কেকের কিছু উপকরণ ঠাণ্ডা অবস্থায় ব্যবহার না করা ভালো। ফ্রিজ থেকে ডিম, বাটার বা দুধ বের করেই কেক বানাতে শুরু করবেন না।

রুম টেম্পারেচারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তা না হলে কেক ঠিকমতো ফুলবে না।'

কেক তৈরির সময় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কেক তৈরি হতে কত সময় লাগবে তা সব রেসিপিতেই বলে দেওয়া হয়। কিন্তু ঘড়ি ধরে কেক বানানোই শেষ কথা নয়। কেক পুরোপুরি তৈরি কি না, তা বুঝতে ঘড়ি নয়, টুথপিকের ওপর নির্ভর করতে হবে। টুথপিক দিয়ে কেকের মাঝে ছিদ্র করুন। তুলে নেওয়ার পর যদি দেখেন এর গায়ে কোনো কিছু লেগে নেই, তবে বুঝবেন কেক তৈরি হয়ে গেছে।'

কোন মাপের প্যানের ব্যবহার উত্তম, জানতে চাইলে ইশরাত বলেন, '৯ ইঞ্চি প্যানে তৈরি কেকের উপরিভাগ যতটা মসৃণ হবে, ৮ ইঞ্চি প্যানে ততটা হবে না। তাই রেসিপি অনুসারে কেক তৈরি করতে চাইলে যেকোনো আকারের প্যান ব্যবহার করলে হবে না। সেখানে যে আকারের প্যান ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, সেটাতেই কেক বানানোর চেষ্টা করুন। তেল না লাগানো কেক বানানোর জন্য ননস্টিক প্যান ব্যবহার করলেও তাতে তেল বা বাটার লাগাতে হবে। নয়তো প্যানের নিচের দিকে এবং প্যানের গায়ে কেক আটকে যাবে।'

একজন পেশাদার কেক ডেকোরেটর সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আপনি যদি একজন পেশাদার কেক ডেকোরেটর হতে চান তাহলে আপনাকে পেশাদার কেক ডেকোরেটরের দায়িত্বগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যদিও তারা কোথায় কাজ করে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে কিছু সাধারণ দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে: ফ্রস্টিং, ফন্ড্যান্ট এবং অন্যান্য বেস প্রয়োগ করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ব্যবহার করা, পাইপিং ব্যাগ এবং ফুল, অক্ষর, প্রতীক, শব্দ এবং অন্যান্য নকশা প্রয়োগ করা, সমস্ত পেস্ট্রি অভিন্ন এবং পরিষ্কারভাবে সজ্জিত কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য গুণমান নিশ্চিত করা, মৌসুমী রেসিপি এবং ডিজাইন নির্ধারণ করতে বেকার এবং ম্যানেজারের সাথে সহযোগিতা করা, পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কাস্টম অর্ডার তৈরি করা, যেমন-নির্দিষ্ট প্যাটার্ন সহ সজ্জা, ফ্রস্টিংয়ের প্রকার, বার্তা এবং রঙ, বিশেষ অর্ডার পূরণ করা যেমন-বড় ব্যাচ বা বিবাহের জন্য বিশেষ ইভেন্ট অর্ডার, একটি পরিষ্কার কর্মক্ষেত্র বজায় রাখা, সমস্ত সাজসজ্জার সরঞ্জাম পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। এই পেশাদারদের অবশ্যই তাদের ডিজাইনগুলি পরিষ্কার এবং হুবহু একই রকম কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য গভীর মনোযোগ থাকতে হবে। এছাড়াও, কাজের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ তাদের জন্য অত্যাশ্চর্য ডিজাইন করতে পারে। কেক ডেকোরেটরদের চমৎকার সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা থাকা উচিত কারণ তারা অবশ্যই অন্যান্য দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি প্রতিটি শিফটের সময় অসংখ্য ডিজাইন সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। তাদের নিয়মিত নির্ধারিত ডিজাইনগুলি সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিশেষ অর্ডার এবং কাস্টম অর্ডারগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। এই পেশাদাররা অত্যাশ্চর্য ডিজাইন তৈরি করতে তাদের সৃজনশীলতা ব্যবহার করে যা তাদের সাজানো বেকড পণ্যগুলির পরিপূরক। তারা রঙ, আকৃতি এবং অন্যান্য নান্দনিক নীতিগুলিকে বোঝার জন্য পণ্যগুলিকে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় করতে ব্যবহার করে। স্কেক ডেকোরেটরদের সজ্জা সম্পূর্ণ করতে, কাস্টম অর্ডার নেওয়া, ইনভেন্টরি পরিচালনা এবং সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে নিজেরাই কাজ করতে সক্ষম হওয়া উচিত। একটি বেকিং দলের অংশ হিসাবে, কেক ডেকোরেটরদেরও অন্যান্য ডেকোরেটর, বেকার, গ্রাহক এবং পরিচালকদের সাথে সহযোগিতা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা উচিত। সেরা রেসিপি এবং ডিজাইন নির্ধারণ করতে তারা সহকর্মী বেকারি কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করতে পারে এবং তারা পৃষ্ঠপোষকদের আদর্শ বেকড পণ্য তৈরি করতে গ্রাহকদের সাথে সহযোগিতা করতে পারে।'

একজন পেশাদার কেক ডেকোরেটর হওয়ার জন্য কিছু স্টেপ রয়েছে। তবে অনুসরণ করার জন্য ইশরাত কিছু সাধারণ পদক্ষেপ উল্লেখ করেন। যেমন- একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা , বেকিং এবং ডিজাইন কোর্স করা, বেকিং বা পেস্ট্রি আর্টে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট অর্জন করা। একটি কমিউনিটি কলেজ, ট্রেড স্কুল বা আর্ট কলেজে একটি বেকিং এবং পেস্ট্রি আর্ট প্রোগ্রামে যোগ দেওয়া। তিনি বলেন, 'একটি বেকারি, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে বা অন্যান্য বাণিজ্যিক বেকিং সেটিংয়ে একটি শিক্ষানবিশ আপনাকে সেরা অনুশীলন, পেশাদার কৌশল এবং অনন্য রেসিপিগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। আপনি আমেরিকান রন্ধনসম্পর্কীয় ফেডারেশন (ACF) এর মতো একটি রন্ধন শিল্প সংস্থার মাধ্যমে একটি শিক্ষানবিশও অনুসরণ করতে পারেন।'

কারো যদি রন্ধনসম্পর্কীয় এবং কেক-প্যাস্ট্রি আর্টস, রান্নাঘর ব্যবস্থাপনা বা রন্ধনসম্পর্কীয় ব্যবসায় প্রশাসনে সামান্য থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকে, তাহলে একটি কমিউনিটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ব্যবসায় প্রশাসন কোর্সে ভর্তি হওয়ার কথা বিবেচনা করা যায় বলে জানান- ইশরাত।

অন্তু শান্তর ভালোবাসা

রওশন হক

পূর্ব প্রকাশিতের পর

পুরুষেরা একটি বারের জন্যও নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করে না। একদমই বলবে না কারণ এতে পৌরুষত্ব কমে যায়। আবার মেয়েদের মনে একটা মিথ্যা ধারণা থাকে যে ,তার সঙ্গী সন্তান জন্ম দিতে পারে না এটা লোকে জানলে তারা ধরে নিবে যে তার স্বামী সেক্স পাওয়ার নেই। মেয়েরা স্বামীকে বীর পুরুষ দেখাতেই বেশি পছন্দ করে। সেক্সুয়ালি পাওয়ারফুল হলেই যে সেই পুরুষটির সন্তান জন্ম দিতে পারবে সেই ভুল ধারণা থেকেই তো নদীর মতো মেয়েরা বের হয়ে আসতে পারছে না। তাহলে দোষটা কাকে দেয়া যায়?

শুধু সমান অধিকার নিশ্চিত করতে সকলে চিৎকার করে। সন্তান জন্ম দিতে না পারলেও পুরুষই জগতের শ্রেষ্ঠ।

পুরুষ ও যে বন্ধ্যা হয় তা মেনে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষের মুখে যায়নি আমার জন্য আমাদের পরিবারে সন্তান জন্ম নেয়নি। আমার কারণে আমার স্ত্রী মা হতে পারেনি। কোন পুরুষ স্বীকার করে না তার মধ্যে জীবিত শুক্রাণু অভাব থাকতে পারে। আবার অনেক পুরুষের শারীরিক সেক্স করবার সক্ষমতা নেই। হাজারো ছাইপাঁশ খেয়ে চেষ্টা করেও হয় না, তারাও ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। সেসব অক্ষম পুরুষেরা শক্তিশালী সিমিন তৈরি করতে না পেরে উল্টো বউকে দোষে। ছেলেদের সন্তান জন্ম দিতে অক্ষমতাকে নিয়ে মেয়েরাও বিরূপ মন্তব্য করে না। কারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র আমাদের জানিয়েছে যে সন্তান জন্ম দেয়ার দায় ছেলেদের নিজের হাতে নেই। যেমনটা মেয়েদের নেই। এটা এক ধরনের অসুস্থতা।

মুনার স্বামী। বন্ধ রুমে বউয়ের পা ধরে চুমু খেয়ে কসম করায় যেন বাইরের লোকের কানে এসব বিষয় না যায়। মুনার বর সাহেদের মতো অনেকেই সংসারে টাকার উৎসের ফিরিস্তি তুলে। মুনা জোর দিয়ে তার স্বামীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। মুনা সব জেনেও সমাজের কাছে মা হতে না পারার দায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মুনারা শশুর বাড়ি বা নিজের মাকেও বলেনা তার স্বামী বন্ধ্যা।

অনেকেই মনে করেন, বন্ধ্যাত্বের জন্য একমাত্র নারী সঙ্গীই দায়ী। বিশেষত বাংলাদেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা, বাচ্চা না হওয়ার জন্য স্ত্রী-ই দায়ী। কিন্তু এ কথা কোনোভাবেই সত্য নয়। বন্ধ্যাত্বের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, বাচ্চা না হওয়ার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ই দায়ী হতে পারেন। মুনার স্বামী বিশ্বাস করে তারা দুজনেই অপয়া দম্পতি। তাদের মনের মাঝে নানা ভুল ধারণা আছে। তাদের উপর অভিশাপ বা দুর্ভাগ্য রয়েছে।

দুজনেই বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিতে রাজি ছিল না।

বন্ধু আসবে বলে সে খুশিতে অপেক্ষা করে। অবশেষে মুনা মা হতে পেরেছে তাতেই নদীর আনন্দ। মা হতে না পারার কারণে কত কিছুই না গেল মুনার জীবনের উপর দিয়ে। অথচ পড়াশোনায় মুনা তাদের বন্ধুদের মধ্যে সব চাইতে ভালো। তার মায়ের পছন্দ মতো ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার সাথে সাথেই মুনার বিয়ে দিয়ে দেয়। মুনা পড়া শেষ করতে চেয়েছিলো। পরে বাচ্চা হওয়ার তালে পরে সব ইচ্ছা গুটিয়ে নিয়েছে।

গর্ভধারণ অর্থাৎ সন্তান জন্মদান। অথচ এটা একটা জৈবিক প্রক্রিয়া যেটাকে উত্তরাধিকার রক্ষার দোহাই দিয়ে মা হওয়াকে এত মহান করে দেখানো হয়।

মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সব শ্রেণীতেই এই ধ্যান- ধারণা রয়েছে। শুধু আমাদের সমাজ নয়, নারী নিজেও তার জীবনের সার্থকতা মা হওয়াকেই মনে করে। সে তার পরিবার থেকে, সমাজ থেকে এই মানসিকতা নিয়েই বড় হতে হতে এটাকেই জীবনের স্লোগান ভেবে নেয়।

প্রতিষ্ঠিত স্বামী পাওয়া, সন্তানের মা হওয়াকেই বিবাহিত নারীর জীবন সফল, সুখের ও সার্থক মনে করা হয়। অবশ্যই মাতৃত্ব খুব সুন্দর একটি অনুভূতি। সন্তান হওয়ার পর একজন নারী, নারী থেকে একজন মা হয়ে ওঠে। তখন তার জীবনটাই পাল্টে যায়। কিন্তু মা হওয়াটাই কি সবকিছু?

গর্ভে ধারণ না করেও কি মা হওয়া যায় না? পৃথিবীর সমস্ত সন্তানরাই তখন সন্তানহীন নারীর সন্তান হয়ে যায় না? মাতৃত্বই নারী জীবনের সফলতার মাপকাঠি নয় একেবারেই। কিন্তু কেন এমন মানসিকতা আমাদের সমাজে?

একজন নারী একজন মা হওয়ার আগে একজন মানুষ। মাতৃত্বই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নয়, হওয়া উচিতও নয়। স্বামীর, পরিবারের, সমাজের ভুলে গেলে হবে না যে, মা হওয়াই তার জীবনের একমাত্র সত্য নয়। খুবই হতাশার কথা- এই কথা পরিবার, সমাজ তো ভুলে যায়, নারী নিজেও ভুলে যায়।

কারণ মা না হতে পারাকে একমাত্র নারীরই দোষ মনে করা হয়। সন্তান হওয়া বা না হওয়ার জন্য নারীর একার কোনো ভূমিকা নেই আমরা খুব ভালো করে জানি। তা সত্বেও আমাদের সমাজে পুরুষের অক্ষমতাকে একদমই এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর একারণেই নিঃসন্তান নারীকে আজীবন বন্ধ্যা শব্দটি শুনতে হয়। আমরা ভুলে যাই, সৃষ্টিকর্তা না চাইলে সন্তানের মা বাবা হওয়া যায় না। মানুষ চাইলেই সন্তানের মা বাবা হয়ে যেতে পারে না।

আমরা বই-পুস্তকে ও সাহিত্যে দেখেছি বিভিন্নভাবে নারীর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওসব শুধু কেতাবি। বাস্তব জীবনে এর বিপরীত ধ্যান-ধারণা ও চিত্র দেখি। আমরা যা দেখি- নারী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বিয়ে করে স্বামী-সংসার ও সন্তান জন্মদান। নিঃসন্তান নারীর মেধা আর পরিশ্রমকে কখনো কখনো মূল্যায়ন করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবমূল্যায়ন করা হয়। তাদের মেধা আর পরিশ্রমকে ধর্তব্যের মধ্যেই ফেলা হয় না। অথচ তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোষ ত্রুটিকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বড় করে দেখতে খুব পারদর্শী আমরা।

নারীর তুলনায় পুরুষের পিতৃত্বে বন্ধ্যা শব্দটি খুব একটা প্রভাব ফেলে না। পান থেকে চুন খসলেই যেখানে আমরা নারীরাই আরেকজন নারীকে সব দোষ দেই, আর যদি হয় নিঃসন্তান তবে তা যেন হয়ে যায় আগুনে ঘি ঢালার মতো। সন্তানহীন নারীকে মানুষ বলেই মনে করা হয় না। খুবই দুঃখজনক। নিজের মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন এমন অনেক নিঃসন্তান নারী আছেন যাদেরকে বন্ধ্যা পরিচয়টি তাদের অবস্থান থেকে টলাতে পারেনি।

বলা হয় নারী মায়ের জাত। মায়ের জাত বলে তাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়- তার কাজ মা হওয়া। মা হওয়া ছাড়া তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কোনো পরিচয় নেই। আর তাই সন্তান না হলে বা হতে দেরি হলে তাকে নিয়ে আড়ালে ও প্রকাশ্যে চলে আলোচনা-সমালোচনা। নানান লোকের নানান কথা শুনতে হয় এবং নানান অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। খুবই দুঃখ ও হতাশার কথা যে, সন্তান না হওয়ায় অনেক দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটে। সন্তান জন্ম দিয়ে নারীকে প্রমাণ দিতে হয় যে তার মন ও শরীর ঠিক আছে। এমন ঘুণ ধরা সমাজ আমাদের! সন্তানহীন বিবাহিত নারীর দিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে মিশে থাকে সহানুভূতি, করুণা এবং থাকে পরিতৃপ্তি ও অহংকার। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তুমি যা পাচ্ছ না, আমি তা পাচ্ছি।

মুনা একবার তার শশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছিল। সাহেদের চাচাতো বোন নাকি তার বাচ্চাকে আদর করতে দেয়নি। আমরা এতটাই সংকীর্ণ মানসিকতার যে, নিঃসন্তান নারীর কাছে অনেক মায়েরা তাদের বাচ্চাকে ঘেঁষতে দেয় না, বাচ্চার মুখ দেখাতে চায় না এমনকি ছবিও দেখাতে চায় না। কী অদ্ভুত মানসিকতা!

তারপর মুনা তার মায়ের বাসায় বেশ কিছু দিনের জন্য চলে যায়। সে সব সময় মাকে দোষ দিতো, আম্মা তোমার জন্যই আজ আমার এই অবস্থা। তুমি মা না, তুমি খুনি। মুনার মতের বিরুদ্ধে যেয়ে তার সাথে সাহেদের বিয়ে দেয়ার কারণে সে সব সময়ই মাকে দোষ দিতো। কেঁদে কেঁদে বলত তুমি খুনি। নদী অনেকবার বুঝিয়েছে মাকে, এভাবে খুনি বলিস না। মায়ের মনে কষ্ট দিলে তোর পাপ হবে। মুনা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করত আর বলত, তুই জানিস না মা আমার কত বড় ক্ষতি করেছে। খালাম্মা তখন বলতো ডাক্তারের কথা তোকে মানতেই হবে। তোর কোন সমস্যা নেই সাহেদের যত সমস্যা। তাকে উন্নত চিকিৎসা নিতে হবে। নিজের বরকে চিকিৎসার জন্য রাজি করাতে পারো না, আবার আসছো মাকে কথা শুনাতে। এমনি করে মুনার সাথে মায়ের তর্ক বিতর্ক হতো। ঝগড়া হতো । আবার অনেক সময় মা মেয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতো ।

মুনা আমেরিকায় এসে নদীকে ফোন করে। কবে ফ্রি থাকবে জানতে চায়। ঠিক হয় বন্ধের দিনে তারা দেখা করবে। তবে মুনা ঠান্ডার মাঝে ছেলেকে নিয়ে বের হতে চায় না। তাই নদী শনিবার সকালে কানেক্টিকাটের বাইরাম এলাকায় মুনার বাসায় দেখা করতে যায়। নিউইয়র্ক ম্যানহাটন থেকে এক ঘন্টার ড্রাইভ। নদী তার বরকে সাথে নিয়ে দেখা করতে যায়। দেখা মাত্রই মুনা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।নতুন বাসা গুছিয়ে সারেনি। মুনার ছেলে অন্তু তখনো ঘুমে।

-অন্তুর আট বছর হয়ে গেল আর তুই আমাকে একটু জানালি না?

নদী কিছুটা অভিমানী সুরে অভিযোগ করে। মুনা নিরব হাসি দেয়। কোন উত্তর করে না।

-খালাম্মা কেমন আছেন?

-আছেন ভালোই।

-এভাবে বলেছিস কেন? তুই কি এখনো উনার উপর রাগ করে আছিস? শেষমেষ খালাম্মার কথাই সঠিক হলো। তুই মা হয়েছিস। তোর কোন সমস্যা ছিলো না। সমস্যা তোর বরের ছিল তুই-ই বরং মানতে চাইতি না।

দুই বন্ধুর কথা শুনে নদীর বর, আমি একটু ঘুরে আসি বলে বেরিয়ে গেলো। এর মধ্যে অন্তু ঘুম থেকে উঠেছে। চোখ কচলাতে কচলাতে মায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। মুনা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছেলেকে আগিয়ে নিয়ে কোলে তুলে নেয়। নদী কোলে নিতে চায়।

-ভালো করে চেয়ে দেখতো চেনা যায় কিনা?

-চেনার কি হলো! বড় হয়ে অবশ্যই তোর মতোই মেধাবী ছাত্র হবে ।

-নদী ভালো করে চেয়ে দেখ! দেখতে কার মতো লাগে?

-মুনা তোর বরের চেহেরা পেয়েছে।

নদী এবার ভালো করে অন্তুর দিকে তাকিয়ে দেখে। কিছুই বুঝতে পারে না। দেখে তো তাকে অসুস্থ মনে হলো না।

অন্তুকে মুনা তার রুমে নিয়ে টিভিতে কার্টুন ছেড়ে দেয়। ফিরে আসে।

-নদী তোর কি স্কুলের কথা মনে আছে ?

-অবশ্যই আছে। আমাদের স্কুল নাকি এখন কলেজ হয়ছে, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে গেছে। যে মাঠে ময়দানে আমরা দৌড়ে বেড়াতাম ওসব আর আগের মতো খালি জায়গা নেই।

-হুম নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়াতে ঢাকা পড়েছে অনেক কিছু। শুধু টলাতে পারেনি আমাকে। আমি সেই পুরনোতেই বেঁচে থাকতে চাই।

-আর ঢঙ করতে হবে না। পুরোনোতে বেঁচে থাকতে চাই বললেই হলো। তুই সেই কবে গ্রাম ছেড়েছিস এবার তো দেশই ছেড়ে চলে এসেছিস।

-তোর কি মনে আছে ক্লাস নাইনের পরিক্ষার পর আমার শিলিগুড়িতে চলে যাওয়ার কথা?

-আছে, তবে সে সময়ে আমিও চট্টগ্রামে চলে আসি। শুনেছি তুই আর খালাম্মা শিলিগুড়িতে তোর নানার বাড়িতে গিয়েছিলি।

-হুট করে কেন গিয়েছিলাম কখনো জানতে চাসনি?

-নাতো! কেন গিয়েছিলি রে? যতদূর জানি তোর মায়ের সাথে তোর নানুবাড়ির তেমন একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না। তোর বাবাকে বিয়ে করে বাংলাদেশে চলে আসায তারা তোর মায়ের উপর রাগ করে ছিল। আমি ও খালার বাসায় থেকে পড়াশুনা করতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। গ্রামের মেয়ের শহরের পরিবেশে মানিয়ে নিতে আমারও বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

নদীর বর অন্তুর জন্য কেক পেস্ট্রি নিয়ে এসেছে। মুনা চা বানায় আর গল্প করে। মুনার বর সাহেদ কবে আসবে, নদীর বর রিপন জানতে চায়। মুনা একটুও না ভেবে নদীর দিকে তাকিয়ে বলে, রিপন ভাই! সাহেদের কথা ভুলে যান। আমি এদেশে আমার ছেলে নিয়ে একা থাকতে এসেছি। চিন্তা করবেন না আপনাদেরকে ঝামেলায় ফেলবো না।

-কি বলছো এসব? আমাদের ঝামেলা কেন হবে?

রিপন বুঝতে পেরেছে নদী আর মুনার গল্প এখনো শেষ হয়নি। আচ্ছা আপনারা গল্প করেন আমি অন্তুকে নিয়ে ঘুরে আসি।

মুনা আপত্তি করে না। সে ছেলেকে তৈরি করিয়ে রিপনের হাত ধরিয়ে দেয়। শুনো অন্তু! আঙ্কেলকে বেশি বিরক্ত করবে না। নদী হাসে। আরে ভাবিস না ওর এসবে অভ্যাস আছে। আমার দুটো বড় হয়ে গেছে বলে রিপনের আফসোসের শেষ নাই। মুনা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে। দু'জনে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। নদী মনে মনে রিপনকে ধন্যবাদ দেয়। ও বুঝতে পেরেছে তার এখানে থাকার দরকার নেই।

মুনা বলে, তোর বর স্মার্ট। আবার পুরোনো কথা তুলে। তুই কতবার আমাকে বকেছিস কিন্তু কেন আম্মাকে খুনি ডাকতাম সে প্রসঙ্গে জানতে চাসনি। তুই এমন নির্মোহভাবে কিভাবে থাকতে পারিস?

নদী ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, মুনা! তুই তো জানিস আমি খালার বাসায় থেকে পড়াশুনা করেছি। তারপর রিপনকে নিজের পছন্দে বিয়ে করে সবার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। পড়াশুনা চাকুরি সব মিলিয়ে ঝামেলায় ছিলাম।

-শান্তকে নিয়ে কিছু জানতি না?

-জানতাম না। তবে শুনেছি তোরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতি।

-আমি যে প্রেগন্যান্ট হয়ে গিয়েছিলাম বুঝতে পারিসনি? তোদের বাড়িতেই তো একদিন বমি করে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম।

-কি বলিস! আমি এসবের কিছুই জানি না। আমি কি গাধা ছিলাম রে মুনা। তোর উপর দিয়ে এতো কিছু হয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি।

দুজনের চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে নামছে।

-তুই এখনো গাধাই আছিস। অন্তুকে দেখেও চিনতে পারিসনি। আমি শান্তর সন্তানের মা হতে চেয়েছিলাম। আমি চার মাসের গর্ভবতী ছিলাম। আম্মা আমাকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে এবোরশন করিয়েছে। শান্ত শিলিগুড়ি যেয়ে আম্মার পায়ে পড়েছিল। আমাকে, তার সন্তানকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করেছে। শান্তর মা, বড় ভাই আম্মার পা ধরে তাদের সন্তানকে ভিক্ষা দিতে বলেছে। আম্মা কিছুই শুনেনি। উল্টো তারা শান্তকে পুলিশে সোপর্দ করেছে। তুই জানিস না শান্ত আমাদের সহপাঠী হলেও ও আমাদের চেয়ে বয়সে বড় ছিল। তারা আমাকে আর শান্তকে আমেরিকায় পড়তে পাঠাতে চেয়েছিল। আম্মাই আমার আর শান্তর সন্তানকে হত্যা করেছে। আমাকে মা হতে দেয়নি। আমাকে আর পড়াশোনা করতে দেয়নি। জোর করে সাহেদের সাথে বিয়ে দিয়েছে।

মুনা কথার মালা সাজিয়ে বসেছে। কাঁদছে আর বলছে । নদী মুনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আর কিছু বলিস না। চুপ কর। চুপ কর ..

মুনা শুনে না। সে একটার পর একটা ঘটনা বলেই যাচ্ছে। কাছের বন্ধুর জীবনে এতো কিছু ঘটেছে অথচ নদী কিছুই জানতে পারেনি। নাকি নিজের জীবনের ব্যস্ততা তাকে জড়িয়ে রেখেছে বলে সে জানবার সুযোগ পায়নি। নিজেকে কিছুটা হলেও অপরাধী মনে করে।

অথচ এই মুনাই সব কিছু ভুলে সাহেদের সংসার করেছে। সন্তান না হবার দায় নিজের কাছে নিয়েছে। সাহেদের পরিবার তাকে অপয়া ডেকেছে। আর সে মা হবার যোগ্যতা রাখে বলেই দেশ বিদেশে সাহেদের চিকিৎসা করিয়েছে।

-আচ্ছা মুনা! এতো কিছুর পরও তুই সাহেদের সাথে সংসার করলি কেন? পরেও তো শান্তর কাছে ফিরে যেতে পারতিস। যাসনি কেন?

শান্তকে জেল থেকে ছাড়িয়ে তার মা তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। সাহেদের সাথে আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় শান্ত আমার সাথে আর যোগাযোগ রাখতে চায়নি।

মুনা বলছে, অনেক দিন পর শান্তর মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে লুকিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। আমরা আবারও মিলিত হয়েছি। অন্তু আমাদের ভালোবাসার সন্তান। সাহেদ বুঝতে পেরেছে অন্তু তার রক্ত না। তাই সে তাকে সহ্য করতে পারেনি। আমিও চাইনি আমার সন্তান মিথ্যা নিয়ে বড় হোক। শান্তও চায়নি তার সন্তান সাহেদের ঘরে বড়ো হোক। তাই সে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার সব ব্যবস্থা করেছে।

- শান্ত এখনো বিয়ে করেনি?

- করেছে। এদেশেই বিয়ে করেছে। দুটো ছেলে আছে।

- তার পরিবার জানলে সমস্যা হতে পারে।

- জানলে তো সমস্যা হবেই! পৃথিবীতে এখনো কোনো নারীর জন্ম হইনি যে স্বামীর এক্সকে বাচ্চা সহ মেনে নিবে। আর আমি তার কাছে সংসার চাইনি। আমি শুধু মা হতে চেয়েছি। আমি অপয়া নই তা প্রমাণ করতে চেয়েছি। ব্যাস।

নদী মুনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তোর সাহস আছে রে। আমি হলে পারতাম না। থ্যাঙ্ক গড তুই এখানে চলে আসছিস। দেশে থাকলে অন্তুকে বড় করতে সমস্যা হতো। এখানে কার খবর কে নেয়। সৃষ্টিকর্তা চাইলে কত কিছুই সম্ভব। আবারো তোকে পেয়ে আমি অনেক খুশি। এবার তোর সুখী হওয়ার সময়।জীবন সুন্দর। উপভোগ করতে জানতে হয়।

রিপন অন্তুকে নিয়ে ফিরে আসে। খুশি, ভীষণ দুজনে। এদিকে নদী ও মুনা হাসছে। চারজন হাসতে হাসতেই দুপুরের খাবার খেয়ে নেয়। অনেকদিন পর সীমাহীন আনন্দ নিয়ে নদী রিপনের সাথে বাসায় ফিরে ..।

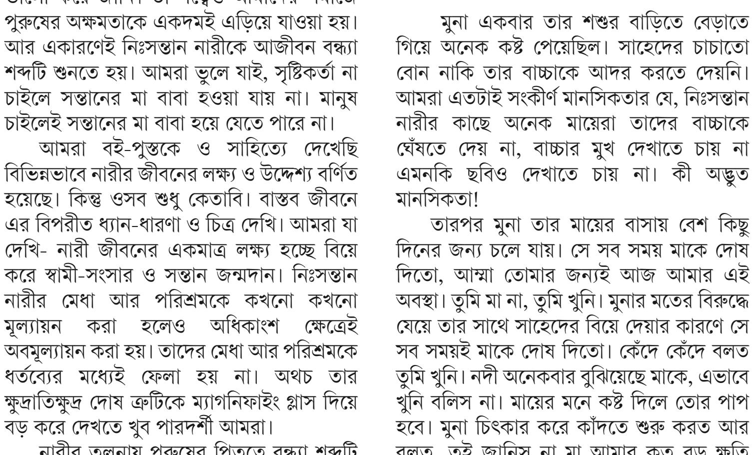

প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা

আফতাব চৌধুরী

বিশ্ব উষ্ণায়নের নেপথ্যে মূল রূপকার যে গ্রিনহাউস গ্যাস, অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড, তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সেই বিপদসীমা যা নিয়ে অত্যন্ত ভীতিপ্রদভাবে প্রতীক্ষায় ছিলেন বিজ্ঞানী মহল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রর ওপরে বয়ে যাওয়া শান্ত শীতল বাতাস থেকে সংগৃহীত, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের গড় দৈনন্দিন পরিমাণ, মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম অতিক্রম করল চারশো পিপিএম। অর্থাৎ, প্রতি দশ লক্ষ বায়বীয় অণুতে চারশোটি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু। ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নথিভুক্ত পরিসংখ্যানও বলছে যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এই মুহূর্তে ৪০০.০৮ পিপিএম।

নাসা'র বিজ্ঞানীদের মতে, বায়ুমণ্ডলে এই গ্রিনহাউস গ্যাসটির নিরাপদ সীমা হল ৩৫০ পি পি এম, যা অতিক্রম করলে অবশ্যই ঘটবে আবহাওয়ার অসংশোধনীয় পরিবর্তন। একাধারে রক্ষক ও ভক্ষক-এর ভূমিকা পালন করে চলেছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস, তার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার সখ্যতা তো প্রমাণিত সত্য।

ভূতাত্তি¡ক ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যাচ্ছে যে, তিরিশ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে প্লায়োসিন যুগে প্রথমবার বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা স্পর্শ করে চারশো পি পি এম। অ্যান্টার্কটিকায় বরফের স্তরের মধ্যে সঞ্চিত আট লক্ষ বছরের পুরোনো বায়বীয় বুদবুদ-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, সে-সময় এই খলনায়ক গ্যাসটির পরিমাণ ওঠা-নামা করত ১৮০ পি পি এম থেকে ২৮০ পি পি এম-এর মধ্যে। প্যালিওক্লাইমোটোলজিস্ট-দের মতে, আট লক্ষ বছর আগে তুষারযুগের বায়ুমণ্ডলে এই গ্রিনহাউস গ্যাসটির পরিমাণ ছিল ১৮০ পি পি এম এবং তুষারযুগের মধ্যবর্তী উষ্ণতম আবহাওয়ায় এর মাত্রা ছিল ২৮০ পি পি এম যা থেকে এইটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সে-সময় থেকেই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং উষ্ণতার রয়েছে একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক।

আবার আর্কটিক অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মধ্য প্ল্যায়োসিন যুগের পাললিক শিলায় উপস্থিত রেণুর জীবাশ্ম কিংবা উদ্ভিদের জীবাশ্ম থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, হয়তো সে-যুগে উষ্ণ ও আর্দ্র আর্কটিক অঞ্চল ছিল বনাঞ্চলে ঢাকা। আরও জানা গেছে, আর্কটিক অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো, যা আজকের তুলনায় প্রায় ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি আর সামুদ্রিক জলস্তর-এর উচ্চতাও ছিল বর্তমান সামুদ্রিক জলস্তর থেকে ২৫ মিটার মতো বেশি। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, বায়ুমণ্ডলে এই তাপশোষণকারী গ্যাসটির সেই প্ল্যায়োসিন যুগের মতো ভয়াবহ মাত্রায় উপস্থিতি আগামীদিনে উষ্ণতর, বরফবিহীন, উচ্চ জলস্তরযুক্ত পরিবেশের বার্তাই কি বহন করে আনছে?

তবে প্ল্যায়োসিন যুগে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ একটি বায়ুমণ্ডলের জন্য মূলত দায়ী ছিল প্রকৃতি নিজেই আর বর্তমানে এর বৃদ্ধির পুরোভাগে রয়েছে সভ্য শিক্ষিত মনুষ্য সমাজ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তো বায়ুমণ্ডলে জাঁকিয়ে বসেছে এই খলনায়ক গ্যাস। গত ৫৫ বছরে যেখানে বৃদ্ধির হার ছিল প্রতিবছরে ১.৫৫ পি পি এম, সেখানে গত দশ বছরে শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সৌজন্যে প্রতি বছরে এর বৃদ্ধির হা স্পর্শ করেছে ২.৭৫ পিপিএম।

আর্থ সিস্টেম সায়েন্স সেন্টারের অধিকর্তার মতে, এই হারে বায়ুমণ্ডলে এর সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এর মাত্রা স্পর্শ করবে সেই বিপদসীমা ৪৫০ পি পি এম, যখন নিশ্চিতভাবে পৃথিবী হারাবে তার ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি)-র পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে, এই হারে যদি প্রতিদিন বায়ুমণ্ডলে সংযোজন হতে থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবী যে চরম আবহাওয়ার সম্মুখীন হবে তা ধ্বংসেরই প্রতিরূপ। কারণ এই সংস্থার অনুমান মত, তখন বর্তমানের তুলনায় আরও ১.১ ডিগ্রি থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি তাপমাত্রায় সামুদ্রিক জলস্তর বৃদ্ধি পাবে প্রায় ২৮ সেমি থেকে ৪৩ সেমি মতো ট্রপিকাল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, কমবে শতকরা ৫০ ভাগ এবং সঙ্গে প্লাবন, খরা, ফরেস্ট ফায়ার এর প্রাবল্যে যে পরিস্থিতির সূচনা হবে তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বহু দেশ, প্রাণ ও উদ্ভিদক,ল।

যানবাহনের চলাচল থেকে শুরু করে প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির ব্যবহারের জন্য প্রতিনিয়ত আমরাই সংযোজন করে চলেছি এই তাপশোষণকারী গ্যাসটি। ইতিমধ্যে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সঞ্চিত হয়েছে তা স্থায়ী হবে আগামী ১০০ বছর কিংবা তার থেকেও বেশি। সুতরাং, আগামী কয়েক দশক এই উষ্ণ আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে আবহাওয়াবিদদের দাবি। আবহাওয়াবিদদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে কয়লার দহনকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ না- করলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সেই প্ল্যায়োসিন যুগের উচ্চ জলস্তরযুক্ত উষ্ণ আর্দ্র বরফবিহীন পরিবেশের পুনরাবৃত্তি ঘটা কিছু অসম্ভব নয়।

রাতের চিরকুট

সৈয়দ নূরুল আলম

গভীর রাত। নবারুণের কাছে গ্রামের অন্ধকারকে আরও বেশি বুনো মনে হয়। ও আসছে বিয়ে করতে। পাকা রাস্তার পরে পুরো রাস্তা কাঁচা। শুধু কাঁচা বললে সবটা বলা হবে না। এবড়ো থেবড়ো, উচুঁনিচু। গরুর গাড়ি চলে রাস্তার এ অবস্থা। তার উপর রাত। রাস্তায় কোনো আলো নেই। গ্রামের রাস্তায় যে লেমপোস্ট থাকে না, এ ধারণা নবারুণের নেই। ও যদিও গ্রামের ছেলে কিন্তু বরাবর থেকেছে ঢাকা শহরে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব ঢাকায়।

নবারুণ যে লিজাকে বিয়ে করতে আসছে সেটা লিজা জানে না। বিয়ে তো দূরের কথা, এভাবে হঠাৎ চলে আসবে সেটাই বলেনি। বলবে কী, ওতো বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসেছে, তাই লিজাকে কোনো কিছুই বলার সময় বা সুযোগ কোনোটা-ই পায়নি। ও শুধু ভেবেছে মনিরার হাত থেকে বাঁচতে হলে আজই ওকে বিয়ে করতে হবে। ও যখন সন্ধ্যায় মনিরাদের বাসা থেকে ওয়াল টপকে বড় রাস্তায় এসে একটা রিকসায় চড়ে বসে, তখন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। হাফ ছেড়ে বাঁচে। বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দম আটকা অবস্থায় ছিল। যেন বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী। এখনই কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে জল্লাদের মুখোমুখি হতে হবে।

শুনেছি ছেলেরা সুন্দরী মেয়েদের জোর করে অস্ত্রের মুখে বিয়ে করে। তোমার ক্ষেত্রে উল্টো। তোমার ভাগ্য তো ভালো বলতে হবে।" শেষ কথাটুকু বলে লিজা হা হা করে হেঁসে ওঠে।

হঠাৎ জানালা দিয়ে একটা চিরকুট এসে লিজার টেবিলে পড়ে। লিজা একটু ভয় পায়। কাগজটা ধরবে কি ধরবে না, কী লেখা আছে পড়বে কি পড়বে না। অবশেষে না খুলে পারল না, এতরাতে জানালা দিয়ে চিরকুট! নিশ্চয় প্রেম ট্রেমের চিঠি হবে। এসময় সতের বছরের মেয়ের পক্ষে নিজেকে দমিয়ে রাখা কঠিন। তাই আর দেরি না করে কাগজটা খুলে, মেলে ধরে চোখের সামনে। আর দেখা মাত্র চিৎকার দিয়ে ওঠে। নবারুণের চিঠি! নবারুণ এসেছে!

টেলিফোনে, ফেসবুকে ওদের পরিচয়। পরিচয়ের শুরুর দিকে লিজা বলেছিল, "মাঝেমাঝে তোমার চিঠি পাবো তো?"

নবারুণ হেসে বলেছিল, "এ যুগে কেউ চিঠি লেখে?"

"আমার খুব ইচ্ছে, আমাকে কেউ চিঠি লিখুক। আমি কারো চিঠির অপেক্ষায় থাকি।"

কথা রেখেছিলো নবারুণ। চিঠি আসতো লিজার কাছে খুব গোপনে। সে চিঠি শুরু হত 'স্নেহের লিজা ' দিয়ে, আর শেষ হত 'তোমারই নবারুণ ' দিয়ে। তখন 'স্নেহের' শব্দটার উপর খুব রাগ হত লিজার। ও কি খুব ছোট? লিজা ঠিকই "প্রিয় নবারুণ" বলে চিঠি শুরু করত।

লিজা ভেবেছিল তার চিৎকার শুনে পাশের রুমে ঘুমানো বাবা-মা জেগে উঠবেন। তারা ঘুমানোর আগে লিজাকে বলে গিয়েছিলেন, বেশি রাত করে না পড়তে। কিন্তু লিজা পড়া শেষ না করে উঠতে চায়নি।

ওর চিৎকার শুনে বাবা-মা কেউ ঘুম থেকে জাগেনি। ও সন্তর্পণে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। নবারুণ একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল, লিজাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। ওর হাতে একটা পিঠ ব্যাগ। পরনে নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি, মাথার চুল এলোমেলো, চোখমুখ ভয়ার্ত ও মলিন। লিজার রুমের জানালা দিয়ে গলিয়ে আসা আলো থেকে এতটুকুই লিজা দেখতে পায়। এভাবে নবারুণকে দেখে একটা অজানা ভয় লিজার মধ্যে কাজ করে। একটু আগের টগবগ আনন্দ আর থাকে না। তবু কাছে যেয়ে নবারুণের হাত ধরে বলে, "কী হয়েছে তোমার, এভাবে না বলেকয়ে চলে এসেছ? আর তোমাকে দেখেও কেমন মনে হচ্ছে। একদম হুজুর সেজে এসেছ। তুমি তো কখনও পায়জামা পানজামি পরো না।" একটু থেমে, একটু হেঁসে, লিজা আবার বলে, "তুমি কি সাত সমুদ্র তের নদীর জল ভেঙে, বর সেজে আমাকে বিয়ে করতে এসেছ?"

লিজার রসিকতা যে নবারুণের মনের কথা কী ভাবে মিলে গেল, এটা ভেবে নবারুণ লিজাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা মুখে বলে,"ঠিক ধরেছ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে এসেছি। আমি মনিরাদের বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি। ওরা আমাকে জোর করে অস্ত্রের মুখে মনিরার সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিল।"

একটু থেমে, পায়ের গোড়ালি থেকে মশা তারিয়ে নবারুণ আবার বলে,"মনিরা নিজেই ওর ভাইদের আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। চল, তোমার রুমে যেয়ে বাকি সব কথা বলব।"

লিজা নবারুণের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলে, "আমার কাছে যখন একবার চলে এসেছ, আর ভয় নেই। মনিরা তোমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু কে এই মনিরা? ওর কথা তো কোনো দিন বলোনি। আর শুনেছি ছেলেরা সুন্দরী মেয়েদের জোর করে অস্ত্রের মুখে বিয়ে করে। তোমার ক্ষেত্রে উল্টো। তোমার ভাগ্য তো ভালো বলতে হবে।" শেষ কথাটুকু বলে লিজা হা হা করে হেঁসে ওঠে।

ওর হাসির শব্দে পাসের রুম থেকে বাবা বলে ওঠেন, "ওখানে কে, কে কথা বলে?"

বাবার কথা শুনে লিজা ভয়ে নবারুণের হাতটা দ্রুত ছেড়ে দেয়।

একটি গোলাপি গোলাপ

অংশুমালী বর্ম্মন

চৈত্রের শেষদিন। সংক্রান্তির মেলা বসে তোমার বাড়ির পাশে বিলপাড়ে। আমি প্রতি বছর এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করি। তুমি এই একটি দিনে শুধু শাড়ি পড়ো। মেলার চুড়ি ফিতার দোকানে ঘুরো। আমি কখনো দূর থেকে, কখনো কাছ থেকে তোমাকে দেখি। তোমাকে দেখতে দেখতে কখন যে তোমার প্রেমে পড়েছি, তা আমি নিজেও জানি না।

আজ চৈত্রের শেষদিন। তুমি মেলাতে আসবে। তোমার সাথে আমার দেখা হবে। অনেক সাহস করে উঠোনের গোলাপ গাছ থেকে সদ্য অর্ধ ফুটন্ত একটা গোলাপি গোলাপ নিলাম, তোমাকে দিবো বলে।

কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গোধূলি লগ্ন হলো। মেলার ভিড় বাড়লো, তারপর ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। তবুও তোমার দেখা নেই। তোমার বান্ধবী টিনার কাছে জানতে চাইলাম, তুমি কোথায়।

তুমি নাকি মামাবাড়ি। বিষ্ণুপুর। সেখানে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার বাবা। এখন তুমি সেখানে থাকবে। কেন পাঠিয়ে দিয়েছে, জানতে চাইলে টিনা বলল, ও কথা নাইবা শুনলেন৷

টিনার কথা শুনে মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে হলো কি যেন লুকাতে চাচ্ছে টিনা। আর তা নিশ্চয়ই এমন কিছু যা কাউকে হুট করে বলা যায় না।

বললাম, আমি অনুপমার জন্য একটা গোলাপ এনেছিলাম। তাকে দিবো বলে।

টিনার মুখের হাস্যোজ্জ্বল ভাবটা খানিকক্ষণের জন্য যেন মিলিয়ে গেল। কণ্ঠস্বরেও তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের রেশ পেলাম। গলার স্বরে খানিকটা অভিমান মিশিয়ে বলল, আর কতজন তার জন্য গোলাপ নিয়ে আসবে।

আর কতজন মানে, বলো কি টিনা।

আমার কল্পনার রাজপ্রাসাদ তখন ভেঙে পড়া শুরু করেছে। কি স্বপ্নই না দেখেছিলাম। আমি অনুপমাকে কিভাবে ফুল দিবো। তাকে কি বলবো। সে কি কি বলতে পারে। এ রকম কত সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কথা হতে পারে আমাদের মাঝে বলে ভেবেছিলাম আমি।

টিনা বলল, আপনাকে তাহলে বলেই ফেলি। অনুপমার পাশের বাড়ির নকুল। তার সাথে মন দেয়া নেয়া ছিল অনুপমার। গত সোমবার রাতে তারা ধরা পরেছিল কুন্ডদের আম বাগানে। আর সে জন্যই তো অনুপমাকে ওর বাবা মামা বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

আচ্ছা ভালো থাকবেন। আমি আসছি।

এই বলে টিনা আমাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল।

আমার কল্পনার রাজপ্রাসাদ তখন ভেঙে পড়া শুরু করেছে। কি স্বপ্নই না দেখেছিলাম। আমি অনুপমাকে কিভাবে ফুল দিবো।

তখন গোধূলির শেষ আলোক রেখা অন্ধকার আকাশের বুকে মিশে যাচ্ছে। আমার হাতের গোলাপি গোলাপ তো কোন কাজেই এলো না। নিজের মনকে বলছি, অনুপমা সুন্দরী। তার জন্য আট দশ জন ছেলে ঘুরবে, এটা তো স্বাভাবিক। তাদের কারো সাথে তার মন দেয়া নেয়া থাকতেই পারে। আমি তার সম্পর্কে ভালো মতো না জেনে তাকে নিয়ে বছর বছর ধরে যে স্বপ্নগুলো দেখেছি, তাতে তো তার কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার। এখন এ গোলাপ আমি কি করি। এ তো কোনো কাজে এলো না।

এক বার ভাবলাম, ফেলে দিবো। কিন্তু তাতে ফুলকে অপমান করা হবে। না, আমি ফুলকে অপমানিত করতে পারবো না। ঠিক তেমনি অপমানিত করতে পারবো না অনুপমাকে। আর এ জন্য গোলাপকে চিবিয়ে খেলাম আমি। গোলাপের সাথে হাজারো স্বপ্ন, হাজারো দিন রাত্রি সব যেন নিশ্চিহ্ন করতে চাইলাম। কিন্তু সব কি চাইলেই মুছে ফেলা সম্ভব। সম্ভব নয়।

অগ্নিপুষ্প

পার্থ প্রতিম দে

গোধূলীর আকাশে অপলক চেয়ে আছে ছাবেকুন্নাহার। এই ইট পাথরের শহরে কোথাও বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই; চোখ ফেটে কান্না করার উপায় নেই; স্তব্দ হয়ে উড়ে যাওয়ার পথ নেই। জীবন্ত কয়েদখানা হয়ে উঠেছে এই শহর। অথচ যেদিন দুই বোচকা মাল-সামানা দুই কাঁধে চাপিয়ে একাকী এই শহরে উঠে এসেছিল তখন দুচোখে কত স্বপ্নরা আনাগোনা করছিল। শৈশবের বেলা ফুরনোর আগেই পিতৃহীন হয়ে কখনো উচ্ছল হতে পারেনি ছাবেকুন্নাহার।

মনে পড়ে বাবা কর্মক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরত তখন কত জৌলুসে কোলে তুলে নিত ওকে। বুকে জড়িয়ে গালে ঠোঁটে চিবুকে চুমু খেয়ে বলতো, আমার রাজকন্যা, পরী। ভাবনারাও সান্ধ্য আকাশে দীপ্তিমান তারাদের মতো মিটমিট করে জ্বলে উঠছে। গোধূলির রক্তিম আকাশকে গ্রাস করে নিয়েছে নিকষ কালো আঁধারের রঙ ঠিক যেমনটা তার জীবনের সব রঙ গ্রাস করে নিয়েছিল বাবার মৃত্যু। এরপর আর কখনো পরী হয়ে ওঠা হয়নি ওর; কেউ কোলে তুলে বলেনি, আমার রাজকন্যা।

ছাবেকুন্নাহার ইজি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়; মনের মধ্যে যে দীর্ঘশ্বাস আটকে রেখেছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে এই গুমোট পরিবেশের বাইরে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? এই শহরে তো যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই; কষ্টে মন ভার হয়ে আসলে কারোর বুকে মাথা গুঁজে হাউমাউ করে কেঁদে সান্ত্বনা খোঁজারও কোনো মানুষ নেই; যে মানুষটা খুব আপন। ছাবেকুন্নাহারের মনে পড়ে; মাধ্যমিকে তার ফলাফল শোনার পর অনেকেই অখুশি হয়েছিল। যার বাবা মারা গেছে বহুকাল আগে, যার মায়ের মুখের হাসি ভুলতে বসেছে এই সমাজ; সেই মেয়ে কীভাবে এমন ফল পায়। ছাবেকুন্নাহার বুঝতে পেরেছিল আগেই, বাঁচতে হলে তাকে এদের মুখ বন্ধ করতে হবে। ওদের মুখে ঝামটা ঘষে দিয়ে তরুণ মেয়েটি পাড়ি জমিয়েছে এই শহরে। আত্মীয়-অনাত্মীয় কেউ এগিয়ে এসে বলেনি, দাও তোমার কাঁধের বোঝা দুটো দাও। তুমি নিজের ইচ্ছে মতো দৌড়াও! কেউ বলেনি এ কথা। আশাও করেনি সে। ভাগ্য হাতড়িয়ে, সমুদ্র সাঁতড়িয়ে কোনো রকমে ছাত্রী হোস্টেলের তীরে ভিড়তে পেরেছিল সেদিন।

ছাবেকুন্নাহার পা বাড়ায় অন্দরমহলে; দামি চৌকিতে আরামে ঘুমোচ্ছে পরম আত্মজ। এই ছেলেটিই এখন বেঁচে থাকার আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়টা ভালোই চলছিল। পরিস্থিতিও কিছুটা পাল্টেছে। আগে যারা চোখের ওপর, মুখের ওপর কথা বলতে ছাড়ত না; ওরাও এখন সমীহ করে চলছে। উচ্চ-মাধ্যমিকের পর ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ার সুযোগ হয়ে যায়। মনে পড়ে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির খবর নিয়ে মা'র সামনে দাঁড়িয়েছিল; অঝোরে কেঁদেছিল দুজনে। অথচ সময়টা ওদের জন্য সুখের বার্তা নিয়ে এসেছিল। ছাবেকুন্নাহার ভেবেছিল হাসতে ভুলে যাওয়া মায়ের মুখে হাসি ফুটবে ওর ভর্তির ফলাফল শুনে। সেদিন ছাবেকুন্নাহার মর্ম দিয়ে বুঝেছিল সব কান্না কষ্টের হয় না; অনেকদিন পর মা নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছিল সেদিন।

দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। স্নাতক শেষ করে ছাবেকুন্নাহারের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পারওয়ারদিগার যা কেড়ে নিয়েছিলেন তার সবটাই সুদ সমেত ফেরত দিতে বদ্ধপরিপকর। অল্পদিনেই জুটে গেল চাকরি যদিও ওর বন্ধুদের অনেকেই কপালে বেকারত্বের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে জুতোর সুকতলা ক্ষয় করে চলছিল নগরীর রাজপথ মাড়িয়ে। ওকে দেখে কজন যে হিংসেই জ্বলে পুড়ে মরছিল তার ইয়ত্তা নেই। ছাবেকুন্নাহারের এসবে মন নেই; ধ্যানও নেই। সে জানে গেছে দিন ভালো, আসছে দিন কালো। আগামীর পথ সুগম করতে হলে অযাচিত বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। সময়, পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা মেয়েটাকে কঠিন করে তুলেছে। বাস্তবতা কঠিন। ছাবেকুন্নাহার জীবনের বাস্তবতা পরখ করে এসেছে বহুকাল আগে।

ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপ কিছুটা বাড়িয়ে দিল। ছেলেটা বেশি গরম কিংবা বেশি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। একদম বাবার মতো। সাইফুল সম্পর্কে পতি হলেও; বর্তমানে তাদের সম্পর্কে শীতাতপ যন্ত্রহীন শীতলতা নেমে এসেছে। অথচ সাইফুলই একদিন বলেছিল, ছাবেকুন্নাহারকে দেখলে মাঘের কনকনে শীতেও ও উষ্ণতা অনুভব করে। ছাবেকুন্নাহার আড় চোখে তাকিয়ে দেখে। স্টাডিরুমে ল্যাপটপে কী যেন দেখছে সাইফুল। এভাবেই পার হয় মধ্যরাতের গল্পগুলো। সকাল হতে না হতে ছাবেকুন্নাহার বেরিয়ে পড়ে কাজে, সাইফুল তখনো পূর্ণ দিবালোকে ঘুমের ঘোরে স্বর্গালোকের অপ্সরাদের সাথে কথা বলে। ছেলেটাকে নিয়ে শুরু হয় নতুন দিনের সংগ্রাম; প্রথমে দিবা যত্ন সেন্টার এরপর অফিস।অফিস শেষে যখন ঘরে ফেরে, সাইফুল অফিসের কাজে মগ্ন থাকে। এমন মগ্নতা এখন রোজকার ঘটনা। এভাবেই চলছে বিগত বেশ কয়েকটি বছর। এই ভদ্রলোক তার ভীষণ অপরিচিত। ছাবেকুন্নাহার প্রতিদিন খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে ফেলা সেই পাগলটাকে; যে তাকে একটাবার দেখার জন্য তীব্র জ্বর নিয়েও অফিসে চলে আসতো; তার সাথে কথা বলার জন্য নানান রকম অভিনব কিন্তু শিশুসুলভ কায়দা বের করতো।এই শহর তার সব কেড়ে নিয়েছে ধীরে ধীরে। দীর্ঘশ্বাসের উষ্ণতায় শীতলতা রুদ্ধ হয় চার দেয়ালের মাঝে।

ছাবেকুন্নাহার তখন ফর্মের তুঙ্গে, বাঘা বাঘা অডিটররা ওর পারদর্শিতায় মুগ্ধ। তার এই মুগ্ধতার দুটো বিষয় মূলত কাজ করছিল, এক-কর্মদক্ষতা, দুই-টইটুম্বুর যৌবন। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যে মেয়েটা দৌড়ে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলেছিল নিজেকে, সে ভুলতেই বসেছিল সময় তাকে যৌবনের নৌকায় তুলে দিয়েছে। তিব্বত পাউডারের আলতো ছোঁয়াতেই অনন্যা হয়ে ওঠে সে নিমেষে; চোখ ফেরানো দায় হয়ে পড়ছিল অফিসসহ কর্মীদের। মেয়েটার সেসবে মনোযোগ না থাকলেও তার দিকে মনোযোগ ছিল অনেকেরই; একটা নীরব প্রতিযোগীতায় নেমেছিল অফিসের অবিবাহিতদের অনেকেই। হাওয়া গরম করা কত কথাই তার কানে আসে। মাঝেমাঝে ভালোও লাগে এসব শুনতে; পরক্ষণে নিজেকে বুঝিয়ে নেয়, এসব তার জন্য নয়।

জামানের কথা বার্তা কিছুটা ভালো লাগলেও কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। ছেলেটা এত লাজুক যে কখনো সামনে এসে কিছু বলেনি অথচ তার আচরণে স্পষ্ট বোঝা যায় সেও ছাবেকুন্নাহারের পানি গ্রহণে মরিয়া। ভেবে হাসি পায় শিরোপাখ্যাত মেয়েটার। তবে এদিক দিয়ে সাইফুল বেশ এগিয়ে। দূর থেকে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য রেখেছে। এসব অবশ্য পরে জেনেছে ছাবেকুন্নাহার। জামানের কথা জানতে পেরে আর দেরি করেনি সাইফুল; ঢালি সাজিয়ে গৃহলক্ষ্মী হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে বাসায় হাজির হয়। পরিবারের সম্মতিতেই চার হাত এক হয়ে যায়। বেচারা জামান কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছাবেকুন্নাহারের নামের পাশে সাইফুলের নাম সম্বলিত আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে যায় তার দপ্তরে। এইসন্ধ্যা বেলায় জামানের জন্য বুকটা কি কিছুটা খালি খালি লাগছে ছাবেকুন্নাহারের?

ধীর পায়ে ওয়াশরুমে গিয়ে বেসিনে আয়নার সামনে দাঁড়ায় মেয়েটা। নিজেকে দেখে ভীষণ বিব্রত লাগে। চোখের নিচে কেমন কালশিটে দাগ, উষকো খুষকো চুল! এই চুলেই তো এককালে রৌদ্রছায়ারা উদাম খেলা করতো, চোখের মায়ায় ডুবে মরতো শতশত টিউলিপ, নাইট কুইন, জারবেরা। অবহেলা সবটুকু কেড়ে নিয়েছে ওর থেকে। সাইফুলের অবহেলা ওকে ধ্বংস করে ফেলছে একটু একটু করে। ওর মনে পড়ে বিয়ের পর তো সাইফুল এমন ছিল না। কত স্বপ্নীল ছিল সময়টুকু। ছেলেটা যে এতটা কেয়ারিং হবে ভাবেনি সে। প্রেম বলতে যা বোঝায় তা তো কখনো হয়ে ওঠেনি তার। বিয়ের পর কয়েক বছর চুটিয়ে প্রেম করেছে দুজনে। প্রজাপতির ডানায় ভর করে চষে বেড়িয়েছে এই শহর। তবে কেন এই ইট পাথরের শহরের কোনো দেয়ালেই আজ প্রেম খুঁজে পায় না সে? বুঝতে পারে না; চোখের কোণা দুটো জলীয় হয়ে উঠছে কেবল। কল ছেড়ে শীতল পানির ঝাপটা দিয়ে চোখের পানির অস্তিত্ব বিলীন করতে চায় ও। পারে না। কোনোটা গঙ্গার মতো তো কোনোটা যমুনার মতো দুর্নিবার ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

ছাবেকুন্নাহারের দুচোখে শীতলতা ভর করে না। কোথায় শান্তি সে বোঝেনা! বোঝে না কোন অপরাধে সৃষ্টিকর্তা আবার তার সব সুখ কেড়ে নিতে চাইছে; বিষিয়ে তুলছে জীবন! এত মানুষের ভিড়ে কোথাও শীতলতা নেই; আগুনের উত্তাপ অনুভব করে বুক ভরে। ঘরের চার দেয়ালের বন্দিশালার মতোন এই সমাজও তার কাছে আগুন যন্ত্রণা দেয়; সবাই তার নারীত্বের ফায়দা নিতে চায়। এখনো বুড়ো শিয়াল কিংবা গলির মাদিখোর কুকুর তাকে দেখে জিব লালায়িত করে, হায়েনাগুলো চোখের নজরে তাকে খুবলে খেতে চায়; তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় এই সমাজে নারীরা কেবলই ভোগ্য; অথচ সে যাদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করে, উঠেবসে, খায়, প্রায় সবাই নিজেদের সুপুরুষ বলে দাবি করে। এই শহরে এখন অভিনয়ের আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সবাই তাকে পেতে অভিনয় করে চলছে নিপুণ দক্ষতায়। তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করলেই ভয়ংকর হয়ে উঠতে চায় সবাই।

বেসিনের কল বন্ধ করে ছাবেকুন্নাহার। আয়নায় অনড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে জানে এই আগুনের সাথেই তার লড়াই করে বাঁচতে হবে। দু'চোখ মুছে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়; নিজেকে আশ্বস্ত করে বলে, ছাবেকুন্নাহার, তুমি আগুনে ফোটা রক্তজবা। তোমার পায়েই মাথা নত করবে এই সমাজ। তুমি শুধু মাথা উঁচু করে রেখো।

ছাবেকুন্নাহার বের হয়ে আসে ওয়াশরুম হতে। সাইফুল তখনো স্ট্যাডিরুমে। ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ঝরে পড়ে; মনে মনে বলে, আফসোস এতটুকুই - জীবনে ভালোবাসাটা অধরাই রয়ে গেল।

কবিতার এক পাতা

সন্তান মাতৃ শরীরের অংশ। আমরা মায়ের ছায়ার অধিবাসী আমৃত্যু। মায়ের কাছে আমাদের জন্মের ঋণ। মায়ের কাছে আমাদের স্তন্যদুগ্ধ পানের ঋণ। পরম মমতায় আগলে রাখার ঋণ। শেষ পর্যন্ত তবু এই একজনের কাছে কোন ঋণই ঋণ হয়ে থাকে না। মায়া হয়ে, ছায়া হয়ে, আশীর্বাদ হয়ে সন্তানকে ছুঁয়ে থাকে। জগৎ জুড়ে সকল মাকে আমাদের শ্রদ্ধা। হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসা।
মানুষের সবরকম ত্যাগ ও মেহনতের প্রতি আজো আমরা শ্রদ্ধাশীল, তার নজির উপস্থাপন করলেন ‘কবিতার এক পাতা’র কবিগণ। প্রায় সবগুলো কবিতাই হয়ে উঠেছে মে দিবস স্মারক। মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মেহনতি মানুষের জয়গান কবিতাসমূহের উচ্চারণ!
সকলকে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বৈচিত্র্যসন্ধানী ‘কবিতার এক পাতা’র কুড়িচব্বিশের মে সংখ্যার ভিন্নধর্মী আয়োজনে। **ফারুক ফয়সল**

আমার মৃত্যু হলে যা যা হতে পারে

রাজু আলাউদ্দিন

Voces de muerte sonaran --Lorca

আমার মৃত্যু হলে তোমরা কে কে লিখবে, বল তো হে শুভাকাঙ্ক্ষীগণ?
পত্রিকায় আমাকে নিয়ে লিখবে না কেউ, সে আমার জানা।
হয়তো শিমুল তার পত্রিকায় কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেবে।
মিলন ভাই কিংবা মাসুদ হয়তো কাউকে দিয়ে লেখাবেন শিলালিপিতে।
মাহবুব হয়তো বা কালের খেয়ায়।
প্রথম আলো বেমালুম চেপে যাবে মৃত্যুর খবর যেন আমি মরিনি কখনো।
ওদের কারণে আমি কোনদিন মরবো না এই ধরাধামে।
তবে এই ফেসবুকে লিখবে অনেকে।
তিনি খুব ভালো লিখতেন, কয়েকটি কবিতা খুব ভালো লিখেছেন—বলবে অনেকে।
জাকির বলবেন, হ্যাঁ, কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধেও তিনি খুব সিদ্ধ ছিলেন।
বাকিরা অন্ধের মতো আমার তর্জমার প্রশংসা করবেন।
যদিও তর্জমা আমি হাবীবের চেয়ে খুব কমই করেছি।
কেউ কেউ হাফ ছেড়ে বাঁচবেন আমার প্রয়াণে—অবশেষে আপদটা গেল।
সুব্রত, সুমন ও তানিয়ারা তালিয়া বাজাবে।
--বদমাশটা এতদিনে বিদেয় হয়েছে। এবার সাহিত্য কর, ফেসবুকে উৎসব কর, যে যেভাবে পার।
কিন্তু এই উৎসবের মাঝপথে রাইসু এসে বলবেন: আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন, হে বাংলার বীরপুঙ্গব,
সাহিত্যের সাধু কুশীলব? প্রয়াণের পরে এসে জড়ো হন নিন্দাসভায়!
গালিব তার স্বভাবসুলভ একটি এলিজি লিখবেন তির্যক ভঙ্গিতে, কড়ি ও কোমলে।
মাযহার লিখবেন দীর্ঘ এক গদ্যভাষ্য যার মর্মবাণী:
দেশি ও বিদেশি—দুই ভূখণ্ডে তার যাতায়াত থাকবে অক্ষয়।
ধ্রুব খুব কান্নাকাটি করে ফেস বুক ভাসাবেন।
মারিয়া, পাউল আর ব্রাউলিও লিখবেন তাদের শীলিত শোকগাথা।
অর্ক দেব দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন:
এক সাথে আমাদের বহু স্বপ্ন ছিল...

এইসব ভেবে ভেবে আমার সত্যি খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে।
মনে হয় মরেই দেখি না আসলে কী হয়!
জীবনে যা হচ্ছে না মৃত্যুর পরে যদি হয়!

মে দিবসের ভবিষ্য পুরাণ

তুষার গায়েন

অনেক নির্মাণ শ্রমিকের কাজ গুটিয়ে নিয়ে একটি রোবট শ্রমিক
দ্রুতলয়ে ইটের পর ইট সাজিয়ে গেঁথে তোলে সুদৃশ্য ইমারত
সিমেন্ট-বালির পলেস্তরায় মসৃণ করে দেয়ালের পরিসর --
তার অঙ্গ সঞ্চালন মানুষের মত, কিন্তু যন্ত্রবৎ ও ক্লান্তিহীন
এক ফোঁটা ঘাম ঝরে না সারাদিন কাজের পর -- ক্ষুৎপিপাসা হীন
মজুরি-বিহীন, 'হেনরীর হাতুড়ির ঘায়ে' গান গেয়ে সমস্বরে হৃৎকম্পন
জাগিয়ে তোলে না মুনাফালোভী পুঁজিপতির মনে !
একবার ইলেকট্রিক চার্জ দিলে পরের দিন সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে
ইমারতকে টেনে তোলে আকাশের উচ্চতায়।

ছয়শত শ্রমিকের সংবৎসরের কাজ ষাটটি রোবট করে ফেলে এক মাসে।

ষাট তলা উঁচু ইমারতের চূড়ায় কর্পোরেট প্রধান কে হবে যে কিনা
পৃথিবীর বুক-পিঠ-পেটের ভিতর থাকা সম্পদ, মনুষ্যমেধা ও শ্রমসঞ্জাত
সহস্র পরিকল্পনার জাল বিন্যাস করতে পারে নির্ভুল ও নিমেষেই খুলতে পারে
তার গিঁট যাতে পুঁজির অদৃশ্য পাহাড় মেঘের মত ছাপিয়ে পড়ে পৃথিবীর'পর --
মনুষ্যকুলের ভিতর যোগ্য কাউকে না পেয়ে অবশেষে স্থলাভিষিক্ত হলেনএ.আই. রোবট !
'মানুষেরা অস্থির, বিবদমান ও খণ্ডিত চেতনার' এই অভিযোগে রোবট, কর্পোরেট প্রধান
একে একে ছাঁটাই করেন কর্পোরেশনের উচ্চ পদাধিকারী বহু মানবসন্তান
এবং এ.আই. রোবটেরা এসব পদে সসম্মানে বসে যান।

কর্পোরেশনের বার্ষিক সভায় গোল হয়ে বসেছেন নিষ্কম্প রোবট এবং তাদের
কর্পোরেট প্রধান এ সিদ্ধান্ত নিতে যে কতজন মনুষ্য কর্মচারীর পদায়ন প্রয়োজন
যাতে মানুষের কিচির মিচির কাটাতে পারে তাদের কর্মজনিত ক্ষণিক অবসাদ!

মানুষকে ভালোবাসি বলে

রুদ্রশংকর

যেদিন কৃষকের শ্রমের উপর দিয়ে
ভেসে গেছে সবুজ ঘাম
সেদিন মানুষের প্রয়োজনে আমার জন্ম হয়েছিল
যেদিন আলোর উৎস খুঁজতে গিয়ে
শান্ত হয়েছিল শ্রমিক
সেদিন আবার জন্ম হয়েছে আমার

মানুষকে ভালোবাসি বলে
সকল সভ্যতায় আমার জন্ম হয়
আর জন্মের পর থেকেই মাপতে থাকি
চারপাশের খেটে খাওয়া মানুষদের
কালেভদ্রে শোষকের সঙ্গে দেখা হলে
আমার সুপক্ক মেধায়
বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে মিছিল করি
ভাঙতে ভাঙতে ভেঙে ফেলি শোষণের বীজ

মানুষকে ভালোবাসি বলে
আমাদের উঠোনে আলো আসে
শান্তির আলো
সান্ত্বনার আলো
মাথার নিচে অসংখ্য মাথা আসে
হাতের মুঠোয় অসংখ্য হাত
একটু একটু করে সমাজের মুখ হয়ে উঠি
যেখানে আমার নিজস্ব কোন নাম নেই
সেখানে কঠোরভাবে বুঝতে পারি
শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালে
খেটে খাওয়া মানুষ কতটা উঁচু হতে পারে!

রৌদ্র মাখা ঘামের গন্ধ

মনিজা রহমান

আমার আঁচলে সকাল রেখে চলে গেলে অলীক শহরে,
স্ট্রবেরি আর ঘামের মৌতাতে হেলে পড়ে দিন
দু’চোখে সন্ধ্যা মেখে ফিরে আসো। ঘামে স্ট্রবেরির রূপটান।
আহা, স্ট্রবেরি বাগান, আহা, রোদ্দুরের রূপকল্প !
এমন নিমগ্ন দিনে রাগান্বিত সাপ ময়ূর হয়ে যায়,
পেখমের মত মেলে দ্যায় ফণা।
স্ট্রবেরির গন্ধে মাতাল সাপে তুমিও কি হারিয়েছিলে স্মৃতি ?
কার কানের লতিকার অনুভব পাওয়ার জন্য ছুঁয়েছিলে?
সাপের সব প্রতিভাই ছোবলে, কেন যে বিহবল হলে মিথ্যা রূপ টানে?
সাপ কি তোমার রৌদ্র-মাখা ঘামের গন্ধ পায়নি?
চেনেনি কি হাতের ট্যাটু দেখেও?
শোনেনি কি তোমার আইপডের ভীমপলশ্রী ?
টসটসে স্ট্রবেরি নিমিষেই হয়ে গেল গন্ধর্ব ।

মধ্যরাতে আঁচলে সন্ধ্যা নিয়ে বসে আছি
দংশনের সৌন্দর্য দেখার জন্য।
তারপর ফিরে যেতে চাই আখক্ষেত পাটক্ষেত বরই বাগানে।
গোলাপবীজ বুনে চাষ করব নিজস্ব মাটি।

চলো ক্ষত চিহ্নের বৃত্তান্ত পড়ি

উদয় শংকর দুর্জয়

আমার হৃদয় এখন রক্তাক্ত ক্ষত। একশ স্টারলিংকের ডানায় আঁকা শোষণ আর নিপীড়নের রেখাচিত্র। আমি এখনও ঘুম থেকে উঠে টের পাই আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে আমার ঘর্মাক্ত বাবা। বাবার শরীরে এখনো পূর্বপুরুষের কাস্তে আর গাঁইতির চিহ্ন আঁকা। মায়ের আঁচলে এখনও ইট-সুরকি-ধুলো জমে থাকা গন্ধ। কারণ অকারণে আমার মুখমণ্ডলে এক শ্রম্যজীবনের ইতিহাস উঠে দাঁড়ায়। লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে আমার পাশের সিটে রং আর ধুলো মাখা শরীর নিয়ে বুক ফুলিয়ে যে শ্রমিক বসে তাকে দেখলে রাশিয়ার বিপ্লব চোখে ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে লেনিন, মার্ক্স, স্টালিন, মাও, ক্যাস্ট্রো, শিবদাস ঘোষ, মিখাইল বাকুনিন, লুক্সেমবুর্গ, ট্রটস্কি, গুয়েভারাদের অবিসংবাদিত চেহারা। তবু বিলাসিতার ডামাডোলে হারিয়ে যায় অন্তরালে সেঁধিয়ে থাকা পেটানো পেশী আর কলকারখানার হুইসেলের ডাক।

আমরা ভুলে যাই এই রাজসড়ক, প্রাসাদ, আকাশ ছোঁয়া ইমারতের পেছনে ঘাম ঝরানো ইতিহাস।আলো আর কাচের ঝলকানিতে চাপা পড়ে থাকা জন্মদাগের বৃত্তান্ত। বিত্ত আর বৈভবের রঙিন আলোয় এখন সবাই বদলে নিয়েছে পরিচয়। তবু রক্তের হিমোগ্লোবিনে পূর্ব পুরুষের দাসত্বের ইতিহাস জমে আছে। পেশীর নিংড়ানো আর্তনাদ এখনো ঘুমের ঘোরে হানা দেয় অতর্কিত। মে দিবস এলেই পৃথিবীর দৃশ্যপটএকটু হলেও পাল্টে যায়,ক্ষত চিহ্নকে জাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

METRO CINEMA
PRODUCTION
DIGITAL PARTNER
TIGER
CO SPONSOR
MTB
POWERED BY
DHAKABANK PLC.
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
TIGER CEMENT
PRESENTS
নিউ ইয়র্ক প্রিমিয়ার
দেয়ালের দেশ
A FILM BY MISHUK MONI
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
আগামী শুক্রবার ১৭ মে নতুন থিয়েটার লোকেশন-এ
KEW GARDEN CINEMAS
81-05 LEFFERTS BLVD., KEW GARDENS, NY-11415.
SHOWTIMES -
5/17 Fri @ 2pm, 5pm & 8:30pm
5/18 Sat @ 2pm, 5pm & 8:30pm
5/19 Sun @ 2pm, 5pm & 8pm
5/20 Mon @ 2pm, 5pm & 8pm
5/21 Tue @ 2pm, 5pm & 8pm
5/22 Wed @ 2pm, 5pm & 8pm
5/23 Thu @ 2pm, 5pm & 8pm
DIRECTIONS -
SUBWAY ROUTE:
TAKE E & F TRAINS TO KEW GARDENS / UNION TPKE SUBWAY STATION;
KEW GARDEN CINEMAS IS A 10 MINUTE WALK FROM THAT LOCATION;
TRAIN ROUTE -
TAKE LONG ISLAND RAIL ROAD (LIRR) MAIN LINE TO KEW GARDENS STATION LOCATED AT AUSTIN STREET / LEFFERTS BLVD. - KEW GARDEN CINEMAS IS A 1-MINUTE WALK FROM THAT LOCATION;
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাবে অনলাইনে www.kewgardenstheatre.com এবং চলচ্চিত্র শুরুর আগে প্রেক্ষাগৃহে
ইউএসএ পরিবেশনা
বায়োস্কোপ ফিল্মস এলএলসি

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
16 May 2024, Thursday, Issue 374
১৬ মে ২০২৪, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৮ জিলকদ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

খসরুর ঘাতক গ্রেফতার না হওয়ায় প্রবাসীদের বিক্ষোভ

নিউইয়র্ক

ধাক্কা দিয়ে আহত করার ৫ দিন পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন জাকির হোসেন খসরু।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় ১২ মে রোববার মো. জাকির হোসেন খসরু (৭৪) এর ঘাতক এখনো গ্রেফতার না হওয়ায় প্রবাসীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন । প্রকাশ্য দিবালোকে ধাক্কা দিয়ে আহত করার ৫ দিন পর ১০ এপ্রিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন মো. জাকির হোসেন খসরু। শেরপুর জেলা

সমিতি এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বিপুলসংখ্যক প্রবাসীরা যোগ দেন। কম্যুনিটির নিরাপত্তা এবং অবিলম্বে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কমিউনিটি অপ:এডে মেয়র

বৈধ গাঁজা বাজারকে সহজ করতে অবৈধ ব্যবসা বন্ধ হবে

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির জীবনযাত্রার মান নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল পাঁচটি বরো জুড়ে বেআইনি স্মোক এবং গাঁজার দোকানের বিস্তার-বলেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্। ১৩ মে সোমবার কমিনিউনিটি অপ:এড-এ তিনি বলেন, 'এই কারণেই আমরা এখন অনিবন্ধিত স্মোক এবং গাঁজার দোকানগুলির বিরুদ্ধে কাজ করছি। এটি করতে আমাদের কর্তৃপক্ষ হিসাবে অধিকার রয়েছে। যারা আইন অনুসরণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

দুর্গাপূজায় ছুটি দেন না মমতা দিদি, রমজানে দেন: অমিত শাহ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অমিত শাহ

বিরোধী দলগুলো মুসলিমদের স্বার্থ বেশি দেখে—ভারতের নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই এমন অভিযোগ করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতারা। সর্বশেষ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের হাওয়ায় উলুবেরিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরুণউদয় পাল চৌধুরীর পক্ষে ভোট চাইতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকেও মুসলিম তোষণের অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কমিউনিটিকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত লিটন-আহাদ

রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন মো. লিটন আহমেদ এবং আহাদ আলী।

সোহানা নাজনীন

লিটন আহমেদ

আহাদ আলী

"রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো ১৮ মে শনিবার লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের এই আয়োজন সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। আলোচনার জন্য এখানে ৬টা প্যানেল থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিটিকে মুল্যবান সময় দিতে যাচ্ছে। এখানে নিজেদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। কমিউনিটির সবচাইতে বড় গ্যাপ হচ্ছে জানার অভাব, যা বৃদ্ধিতে কাজ করা দরকার। এই আয়োজনে ক্রেডিট লাইন নিয়ে জানার বিস্তর সুযোগ থাকবে। একজন মুফতিও থাকবেন সেখানে। ইসলামিক ফাইন্যান্স বলে কিছু আছে কিনা, আমেরিকায় তা সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি"- ৯ মে বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন মোঃ লিটন আহমেদ এবং আহাদ আলী। তারা আলোচনা করেছেন রিয়্যাল এস্টেট এক্সপো নিয়ে।

মোঃ লিটন আহমেদ, একজন উদ্যোক্তা এবং বিজনেস লিডার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে তার অগ্রনী ভূমিকার জন্য পরিচিত। মোঃ লিটন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

অধ্যক্ষের জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলার হুমকি এমপির

ঢাকা অফিস

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সাতানী বাঁশদহের শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীপক কুমার মল্লিককে পিঠের চামড়া উঠানোসহ জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে সাতক্ষীরা সদর আসনের সংসদ সদস্য মো. আশরাফুজ্জামান আশুর বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কাছে একটি অভিযোগ করেছেন দীপক কুমার। অভিযোগে দীপক কুমার উল্লেখ করেন, আমার কলেজের নিয়মিত গভর্নিং বডির মেয়াদ শেষ হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক গভর্নিং বডি গঠনের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করি। এরপর বিধি মোতাবেক সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যদের নাম প্রেরণ করতে হয়। সে অনুসারে সভাপতির নির্দেশক্রমে মিটিংয়ের আহ্বান করি। কমিটির উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যের নাম প্রেরণ করি। এমপি আশরাফুজ্জামান আশুর মনোনীত ব্যক্তি না হওয়ায় উনার পাঠানো প্রতিনিধির মোবাইল ফোনে সোমবার (১৩ই মে) আনুমানিক সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় যাচ্ছে তিনকন্যার উপাখ্যান

উত্তর আমেরিকা অফিস

অন্যথিয়েটার টরন্টো আগামী ২৬ মে ২০২৪ নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলার ৩৩তম আসরে তিনকন্যার উপাখ্যান (A tale of three women) নাটক মঞ্চায়ন করার আমন্ত্রণ পেয়েছে। তিনজন নারী। তিনটি চরিত্র। তিনটি মনোলগ। তিন নারীর সংগ্রামী জীবনের টানাপোড়েনের গল্পে জীবনের জয়গান নিয়েই তিনকন্যার উপাখ্যান (Three women. Three monologues. Three lives moving in three different tangents. Struggle, love and the endless struggle for love.) রচনা : শামীম আহসান ,বিদ্যুৎ সরকার আহমেদ হোসেন (Play : Shamim Ahsan ,Bidyut Sarkar ,Ahmed Hossain) ; অভিনয় -ফারিহা রহমান ফ্লোরা শুচি, মুনিমা শারমিন (Starring - Fariha Rahman ,Flora Shuchie, Munima Sharmin) ; নির্দেশনা আহমেদ হোসেন (Direction Ahmed Hossain); সেট লাইট সাউন্ড জনি ফ্রান্সিস গোমেজ , বদরুদ্দোজা সিদ্দিকী ,আসিফ চৌধুরী (Set light sound-Johnny Francis Gomes, Badruddoza Siddiquee, Asif Chowdhury); সঙ্গীত পরিচালনা - তানজির রাজিব (Music Tanjeer Rajib) ; মঞ্চ সহযোগিতা মৈত্রেয়ী দেবী , ফারিয়া , ইশতিয়াক (Crew- Mayitreye, Faria , Ishtiaq) প্রযোজনা - অন্যথিয়েটার টরন্টো এবং অন্যস্বর টরন্টো (Production - Onnotheatre Toronto and Onnoshor Toronto) ; মঞ্চ ব্যবস্থাপক রনি মজুমদার (Production Manager Rony Mazumder)। উল্লেখ্য , এই নাটকটি টরন্টোতে ২৩ বার, অটোয়া ১ বার মঞ্চায়ন হয়েছে।

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102

খলিল'স ফুড
Khalil Biryani House
Khalil Halal Chinese
Khalil Pizza & Grill
Khalil Supermarket

Home & Habitat Realty Corp.
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

MOTIN মতিন
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com